৮৪,৩৬৩.৩৭ **২৫,৮8৩.১৫** (+8>>.>b) (+>00.00) কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের

ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ভারত যদি রাশিয়ার তেল

কেনে তাহলে বিশাল পরিমাণ শুল্ক দিতে হবে। শুল্কের হুমকি

ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধের দিকে এগোতে বাধা দিয়েছিল।

ঠিকাদার নিয়োগে কমিশন-রাজ্য দব্দ্ব ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। এসআইআর শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে নতুন করে সংঘাতের সম্ভাবনা।

২১° ৩৩° ২১° ວນ°່າລ° **७७**° ५०° ७७° আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার

প্রয়াত অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি

পুজোর সুর বাঁধা রইল সকাল থেকে রাত



### कथाय कथाय

### সবার পিছে সবার নীচে, আজও যাঁরা লাঞ্ছিত

আশিস ঘোষ



অমতকালের চটকদার সব স্লোগানের ঝলমলে সরিয়ে চাদরটা নিলেই নীচে ঢেকে রাখা

গায়ের দগদগে ঘা বেরিয়ে আসে। প্রতিদিনই। এবকমই ঘা বের করে এনেছেন বৃদ্ধ আইনজীবী রাকেশ কিশোর। সুপ্রিম কোর্টের ভরা এজলাসে তিনি প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইকে তাক করে জুতো ছুড়েছেন। চিৎকার করে সেই আইনজীবী বলেছেন. সনাতন ধর্মের অপমান তিনি সহ্য করবেন না।

জুতো যাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল, সৈই গাভাই সুপ্রিম কোর্টের দিতীয় দলিত বিচারপতি। তাঁর বাবা ছিলেন বাবাসাহেব বিআর আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দলিতদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতেই আইন পডেছিলেন গাভাই। তাঁরা বৌদ্ধ। তিনি শীর্ষ আদালতের প্রথম বৌদ্ধ প্রধান বিচারপতি। তাতে কী হয়েছে! তিনি নাকি ভগবানকে অশ্রদ্ধা করেছেন। অতএব তাঁকে জুতো ছোড়াই যায়।

কেউ কিছু বলেও না। এমনকি, এই চূড়ান্ত নিন্দনীয় ঘটনা নিয়ে সরকার বা সরকারি দলের কোনও বিবৃতি দেখেছেন? প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারও? সনাতন মনুবাদী একটা দল কীভাবে একজন দলিতকে জুতো ছোড়া সনাতনী আইনজীবীর কাজের নিন্দা করবে? তা তিনি প্রধান বিচারপতি হলেনই বা!

এমনিতে দলিতদের ওপর হামলা এখানে জলভাত। কেউ বলার নেই। তাই নীরবে নিজের নিত্যদিনের কথা লাঞ্ছনার চিঠিতে লিখে আত্মঘাতী হতে হয়েছে হরিয়ানা পুলিশের পদস্থ অফিসার পূরণ কুমারকে। চিঠিতে নয়জন কর্মরত ও একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে জাত নিয়ে তাঁকে হেনস্তার কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক ডিআইজি, এক পুলিশ সুপার আছেন। তাতে কী আসে যায় ?

সেই যে হাথরসে পাঁচ বছর আগে দলিত তরুণীকে গণধর্ষণের পর খুনের সাড়াজাগানো ঘটনারই বা কী হয়েছে? বহু হইচইয়ের পর পুলিশ যাঁদের ধরেছিল, তাঁদের মধ্যে তিনজন বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র একজন। দোষী ঠাকর সম্প্রদায়ের সেই একজনের বিরুদ্ধে যেসব ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত দুৰ্বল।

মনে রাখতে হবে, পরিবারের আপত্তির তোয়াক্কা না করে রাতের অন্ধকারে তরুণীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল পুলিশ। সবার চোখের সামনে অপরাধীরা ঘুরে বেড়ালেও সেই খবর করতে যাওয়ায় কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় জেলে পুরে দিয়েছিল যোগী রাজ্যের পুলিশপুঙ্গবরা।

এই অমৃতকালে বিকশিত

এরপর দশের পাতায়

### ডুব দে রে মন কালী বলে...





সন্ধ্যারতির সময় রাজবেশে দেবী। সোমবার তারাপীঠে (উপরে)। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় ভিড়। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী ও আয়ুস্মান চক্রবর্তী

### মায়ের পায়ে

দামিনী সাহা

দামি জবা

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর: মায়ের পায়ে জবা হয়ে ফুটে ওঠার ঠেলা যে কতখানি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন আলিপুরদুয়ার শহরের কালীপুজোর উদ্যোক্তারা। একে তো দ্বিগুণ-আডাই গুণ দাম, তার ওপর দুপুরবেলার মধ্যেই বড় বড় ফুলের দোকানে শেষ জবার মালার স্টক!

এদিন সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন ফুলের দোকানে ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। মণ্ডপে মণ্ডপে তো দেবী আরার্থনার প্রস্তুতির তোড়জোড় ছিলই. সেইসঙ্গে শহরের ফলবাজার যেন ছিল উৎসবের আরেক কেন্দ্র। জবা, গাঁদা, বেলপাতা- সব মিলিয়ে চোখজুড়ানো রঙে ভরে উঠেছিল ফুলের দোকানগুলো। কারও দরকার ১০৮টি জবা ফুল দিয়ে গাঁথা মালা, কেউ আবার খুঁজছেন গাঁদার বড় চেন। দোকানজুড়ে যেন লাল-হলুদের ঢেউ। দোকানের কর্মীরাও মহাব্যস্ত। কেউ গাঁথছেন মালা, কেউ ক্রেতার হাতে অর্ডার করা ফুলের প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন। কোনও ক্রেতার গলায় শোনা যাচ্ছে, 'এদিকে একটা বড় জবা ফলের মালা দিন তো দাদা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরে যেতে হবে।' দোকানগুলোর সামনে সারাদিনই ভিড লেগেই ছিল।

আর চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দামও। সারাবছর যেখানে জবা ফুলের মালা ২০০-২৫০ টাকায় মেলে, সেখানে এবার কালীপুজোর দিন সেই দাম ঠেলে উঠেছে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকায়। গাঁদা ফুলের চেনও বিক্রি হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ দামে। এমনিতে প্রতি চেন ৩০ টাকায় বিকোলেও, এদিন তা বিক্রি হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ টাকায়।

এরপর দশের পাতায়

## মণ্ডপের সঙ্গে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২০ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহরের বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপগুলো তো বটেই, সোমবার সন্ধ্যা ও রাতে পাল্লা দিয়ে ভিড় জমল দুই শহরেরই মন্দিরগুলিতেও।

এদিন সন্ধ্যাব পব থেকে বিভিন্ন কালী মন্দিরে ভিড় দেখা যায়। রাতের দিকে মণ্ডপগুলিতেও যথেষ্ট ভিড় জমেছিল। একদিকে ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়ায় যেমন হিড়িক দেখা যায় তেমনই আবার দেদার ফাটতে দেখা যায় শব্দবাজি। কীসের সবুজ বাজি! কীসের বাজিমেলা! সোমবার রাত বাড়তেই শহরজুড়ে দেখা গিয়েছে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট। রাত ৮টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে দাঁড়িয়ে চারপাশ থেকে ভেসে আসা দুমদাম শব্দ যেন মনে করিয়ে দিল কালীপুজোর চেনা ছবিটা। জেলা সদর থেকে গ্রাম- সব জায়গায় একইরকম ছবি দেখা গিয়েছে।

সন্ধ্যা থেকেই আলিপুরদুয়ার দুগা্বাড়ি, ছিন্নমস্তা উত্তর কালীবাড়ি, অরবিন্দনগর শ্মশানে জেলা শহরের বাসিন্দারা ভিড় করতে থাকেন। পুজোর আয়োজনে অনেকেই হাত লাগান। উত্তর অরবিন্দনগর শ্মশানে প্রায় ১৫ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। তার আয়োজনে সাহায্যের হাত বাডিয়ে দেন অনেকেই। আর ছবি ও ভিডিও তোলার হিড়িক তো ছিলই। ছিন্নমস্তা কালীবাড়ির সামনেও ভক্তদের লম্বা লাইন ছিল। সেখানে কথা হচ্ছিল ভোলারডাবরির বাসিন্দা রূপসা সাহার সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'সন্ধ্যায় বাড়িতে আলো জ্বালিয়ে মন্দিরে এসেছি। এখানে পুজো দেব বলে উপোস করে রয়েছি।' শহরের আর কোন কোন পুজো দেখা হয়েছে? ওই তরুণী জানালেন, এদিন পুজো নিয়ে ব্যস্ত।

মঙ্গলবার থেকে ঘুরতে বের হবেন।

রয়েছে। কালী প্রতিমার সঙ্গে অনেকেই ছবি তুলেছিলেন। এই থেকে একেবারে ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে মগুপের 'কিউট' প্রতিমা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও চর্চা চলছে। আর এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুজোমগুপে রবিবার রাতে যে ভিড় ছিল, এদিন

ভিড় উপচে পড়েছে। এদিন সন্ধ্যা শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা জানালেন, কালীপজোর দিন তাঁরা বরাবর মন্দির্নেই যান। প্রজো দেন, প্রদীপ জ্বালান। অধিকাং**শ**ই হয়



ফানুস উড়িয়ে আলোর উৎসব উদযাপন। সোমবার আলিপুরদুয়ারে।

সন্ধ্যায় তার থেকে কম ভিড় দেখা গিয়েছে। তবে রাত যত গড়িয়েছে, লোকের সংখ্যা সেখানে তত বেড়েছে। সেখানেই কথা হচ্ছিল কোচবিহারের বাসিন্দা নীলাদ্রি বিষ্ণুর সঙ্গে। ওই তরুণ জানালেন, তাঁরা এদিন আলিপুরদুয়ারের সব মণ্ডপ গভীর রাত<sup>্</sup> পর্যন্ত পাঁঠাবলি হয়েছে। ঘুরে দেখার জন্য এসেছেন।

ফালাকাটায় বিগ বাজেটের পুজোগুলির উদ্বোধন তো মোটামুটি রবিবারই হয়ে গিয়েছিল। তবে সোমবার ভেনাস ক্লাবের পুজোর জংশনে সবজ সংঘের মণ্ডপে উদ্বোধন করা হয়। সেখানেও

দিন মণ্ডপ ঘুরে ফেলেছেন, নাহলে মঙ্গলবার বের হবেন ঠাকুর দেখতে। জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সম্পাদক অশোক সাহা বলেন 'আমাদের মন্দিরে এদিন সন্ধ্যা থেকেই অসংখ্য পুণ্যার্থী আসতে থাকেন।

ফালাকাটা মহাশ্মশান কালীপুজো কমিটির অন্যতম সদস্য অভিমন্য দে বলেন, 'এমনিতে শ্মশানে অন্যদিন সাধারণ মানুষ তেমন আসেন না।

রাত যত হয়েছে, ভিড় তত বেড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

## রণতরীতে মোদির দীপাবলি

### পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি, অপারেশন সিঁদুরের জয়গান

মোদির দীপাবলিতেও 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জয়গান। ছক ক্ষেই দীপাবলি পালনের জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওই অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রান্ত-এর। সেই রণতরীতেই সোমবার নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করলেন তিনি।

তৈরি স্বদেশি প্রযুক্তিতে রণতরীটি থেকে আত্মনির্ভরতার বাতাও শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। ফি বছর তিনি দীপাবলি পালন করেন সেনা জওয়ানদের সঙ্গে। সোমবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তবে নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি কাটানো এই প্রথম। অপারেশন সিঁদুরের মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি দীপাবলির শুভেচ্ছার বদলে পাকিস্তানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি শোনা গেল মোদির গলায়।

দরাজ প্রশংসা করলেন ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর আত্মনির্ভরতার ও পরাক্রমের। তিনি বলেন, 'মাত্র কয়েক

পানাজি, ২০ অক্টোবর : ঢেঁকি মাস আগে আইএনএস বিক্রান্তের অনেক বেড়ে গিয়েছে জওয়ানদের।

স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। নরেন্দ্র নাম শুনে পাকিস্তানের রাতের ঘুম নয়, আত্মনির্ভর ভারত এবং মেড উড়ে গিয়েছিল। স্বদেশি এই রণতরী ইন ইভিয়ার প্রতীকও হয়ে উঠেছে সেই সময় পাকিস্তানকে নতজানু ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি ও এই রণতরী। তাঁর ভাষায়, 'শক্রর বিক্রমের প্রতীক, যার নাম শুনলেই মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্রর বুক কেঁপে ওঠে, মুখ শুকিয়ে বীরত্ব আলোর উৎসবের মতো যায়।' দাবি, আইএনএস বিক্রান্ত উজ্জ্বল। পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে ভমিকা ছিল রণতরী আইএনএস যেদিন থেকে ভারতীয় নৌসেনার নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছিল 'ব্রহ্মস' হাতে এসেছে, সেদিন থেকে মনোবল এবং 'আকাশ'-এর মতো স্বদেশি প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। অপারেশন



নৌবাহিনীর জওয়ানকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। -পিটিআই

প্রধানমন্ত্রীর মতে, শুধু পরাক্রম সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন 'ভারতের তিন বাহিনীর মিলিত শক্তি হতে বাধ্য করেছিল।'

> মোদিব কথায়, 'সেনার আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। যেদিন আমাদের সমস্ত অস্ত্র, যান ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেশের মাটিতে তৈরি হবে, সেদিনই সেনা প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভর হবে।' তবে এখন সশস্ত্রবাহিনীর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভারতে তৈরি হয় বলে তিনি জানান। তাঁর আশ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সামরিক শক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত।

> ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে সকালটা কাটাতে রবিবার রাতেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন গোয়া-কারওয়ারের উপকূলে দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ডে। অনুষ্ঠানে আগাগোড়া সেনার পোশাকে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। রবিবার সন্ধ্যাতেই গোয়া উপকূলে আইএনএস বিক্রান্ত রণতরীতে ওঠেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

শেফালির শ্যামা আরাধনা

▶ দইয়ের পাতায়

সীমান্তে কড়াকড়িতে বন্ধ মিলনমেলা দুইয়ের পাতায়



## বিএলও-রা 'পক্ষপাতদুস্ট', রিপোর্ট তলব

### দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে দলের জেলা স্তরের নেতাদের সতর্ক বাংলায় রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে অবস্থান আরও কড়া করল নিবাচন কমিশন। বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বৃথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নিবাচনি আধিকারিক আগরওয়াল জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের।

এসআইআর এখনও ঘোষিত হয়নি রাজ্যে। কিন্তু তৃণমূল এই প্রক্রিয়াকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।অন্যদিকে, বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এসআইআর না হলে বাংলায় তারা আর ভোটে যেতে প্রস্তুত নন। সোমবারও নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দ অধিকারী প্রশ্ন করেছেন, 'বিদেশিদের ভোটে কেন আমি বিধায়ক হব?'

বিজেপি ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে এসআইআরের জন্য নিযুক্ত বিএলও-দের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল বিএলওদের প্রভাবিত করছে ও ভয় দেখাচেছ বলে অভিযোগ। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের নাম এভাবে তালিকায় রাখার চেষ্টা করছে তৃণমূল। সেই সূত্রেই মুখ্য নিবাচনি আধিকারিকের জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিএলও'রা গ্রামে

বলে ইতিমধ্যে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতা অরূপ কলকাতা, ২০ অক্টোবর : চক্রবর্তী। উলটোদিকে, বিজেপির ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য করে বলেন, 'এসআইআর রূপায়ণে



### কডা নজর

■ বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ

■ চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের

দলের ভূমিকায় ঘাটতি থেকে গেলে ২০২৬-এর নির্বাচনের পর আমাদের নেতা-কর্মীদের বাংলায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে।'

এতে স্পষ্ট যে, এসআইআর না হলে বিজেপির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেতা কঠিন হবে বলে দলীয় নেতৃত্ব বিশ্বাস করছে। দলের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে শমীক বলেন, 'জেলায় জেলায় দলের যে

এরপর দশের পাতায়

## আজও বিদ্যুৎ-বঞ্চিত বক্সার দুই গ্রাম

পানবাড়ি, তরিবাড়ি- এই দুই গ্রামে এখনও বসেনি বিদ্যুতের খুঁটি। গ্রাম দুটোয় সৌরবাতি মিটমিট করে জ্বলে। তবে গ্রামের অন্ধকার সেটা দূর করতে পারে কই? ভোগান্তি পোহাচ্ছেন তিন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা।

অভিজিৎ ঘোষ বক্সা পাহাডের কোলে রয়েছে দুটি গ্রাম, তরিবাড়ি ও পানবাড়ি। সেই শেষ করতে হয়। কারণ দ্রুত খাওয়া অন্ধকারে কিছুই যে দেখা যায় না। অন্ধকারে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বিকেলেই নৈশভোজ পড়েন। বক্সা পাহাড়ের এই দুটো গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়ন। দীপাবলি উপলক্ষ্যে যখন গোটা দেশ আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে, তখনও এই দুটি গ্রামের তিন শতাধিক বাসিন্দা কিন্তু দিনটি কাটালেন অন্ধকারেই।

পাসাং ডুকপা বলছিলেন, 'গ্রামে আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর : তো আসার ভালো রাস্তা নেই। আর বিদ্যুৎ থেকেও আমরা বঞ্চিত। সৌরবিদ্যুৎচালিত আলো থাকলেও দুই গ্রামে রাতের খাওয়া বিকেলেই সেটা দিয়ে তো সব সমস্যা মেটে না। শীতকাল আর বর্ষাকালে তো শেষ না করলে তো বিপদ! রাতের সেগুলো ঠিক করে চলেই না। ওই সময় বিকেলেই রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হয়।'

পানবাড়ি, তরিবাড়ি- এই দুই সেরে সবাই ঘরের ভিতরে ঢুকে গ্রামে এখনও বসেনি বিদ্যুতের খুঁটি। গ্রাম দুটোয় সৌরবাতি মিটমিট করে জ্বলে। তবে গ্রামের অন্ধকার সেটা দূর করতে পারে কই? তাঁদের গোটা বছর কাটে আঁধারেই, আলোর উৎসব তাই আলাদা কোনও আনন্দ নিয়ে আসে না সেই দুই গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,

এখনও কোনও সুরাহা হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল

ম্যানেজার

করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। আলিপুরদুয়ার জেলার পার্থপ্রতিম মণ্ডলের কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া



বাড়ির পাশে এইরকম সৌরবাতিই ভরসা পানবাড়ির বাসিন্দাদের।

পানবাড়ির এক বাসিন্দা জায়গায় এই সমস্যার কথা জানিয়েও সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই দুটো কিন্তু এই দুটো গ্রামে তো সেই গ্রাম। বক্সা পাহাড়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে ওই দুই পাহাড়ি গ্রামে যেতে হয়। দুই গ্রামে বিদ্যুৎ না পৌঁছানো নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনাম ডুকপার বক্তব্য, 'ওই দুটো গ্রামের বাসিন্দারা সত্যিই সমস্যায় রয়েছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে গ্রামবাসীরা আবেদন করেছে। তবে বন দপ্তরের এখনও সম্মতি মেলেনি। কীভাবে ওই সমস্যা মেটানো যায় সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সা পাহাড়ের যে ১৩টি গ্রাম রয়েছে তার মধ্যে পানবাড়ি, তরিবাড়ি বাদে বাকি সব গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে ২০১৮ পরিষেবার সমস্যা নিয়ে নাজেহাল।

সুবিধাই পৌঁছায়নি। কেন পৌঁছায়নি? বিদ্যুৎ দপ্তরের

কর্তারা বলছেন, এজন্য নাকি 'দায়ী' গ্রাম দুটির অবস্থান। তা বক্সা পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায়। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা। এছাড়াও প্রতিবার বর্ষায় রাস্তা ধসে নষ্ট হয় যায়। সেজন্যই সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দিতে সমস্যা ছিল। তবে এখন আবার সংযোগ দেওয়া নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে বন দপ্তরের সঙ্গে।

পানবাড়ি ও তরিবাড়ি মিলে প্রায় ৫৫টি বাড়ি রয়েছে। দুই গ্রাম মিলে জনসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। উইলসন সালের মধ্যে। বাকি গ্রামগুলোর চম্প্রমারি বিধায়ক থাকাকালীন ওই বাসিন্দারাও অবশ্য নানা সময় বিদ্যুৎ এলাকায় সৌরবাতির ব্যবস্থা করেন। এরপর দশের পাতায়

গেলে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে থাকতে

সুদৃশ্য কার্যালয় গডে উঠেছে.

ডলা শিল্প বেঁচে

### ৪০ বছরের পুজোয় ভেদ নেই ধর্মের

## মুসলিম শেফালির শ্যামা আরাধনা

স্বপনকমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২০ অক্টোবর : এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী গৃহবধূর উদ্যোগে কালীপুজো সম্প্রীতির এক হৃদয়গ্রাহী বার্তা বহন করে আসছে। মালদা জেলার হবিবপুর থানার মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায়। ৪০ বছর ধরে শেফালি বেওয়া নামে ওই মুসলিম মহিলা এই কালীপুজো করছেন। তাঁর এই পুজো শেফালি বেওয়ার কালীপুজো নামে পরিচিত। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা পুজোর টানে ছুটে আসেন। কাজেই এই পুজো যেন এক্য ও ভক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গৃহবধূ শেফালি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজো শুরু করেন। মুসলিম ধমাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কালীপজো করার জন্য দৃত্পতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ভক্তি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়কে পজোয় তাঁকে সমর্থন

হর্ষিত সিংহ

পাশ ঘেঁষে ভাগীরথী বয়ে গিয়ে

বাংলাদেশে পড়েছে। নদীর উপরে

বিএসএফ উহলদারির ব্রিজ। ঠিক

তার নীচে জঙ্গল ঘেরা শ্মশান। সেই

শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দির। বেদি বাঁধা

মন্দিরে নেই ছাউনি। পুজো উপলক্ষ্যে

পলিথিন টাঙানো হয়েছে। পুজোর

দিন দুপুরেও নিঝুম মন্দির চত্বর।

সদর গেটে টিমটিম করে জ্বলছে ছোট

একটা বালব। চারদিকে ঘুরছে একদল

শিয়াল। কখনও বট গাছের নীচে

আবার কখনও মন্দিরের পেছন থেকে

উঁকি দিচ্ছে শিয়াল। যখন অন্যান্য

মন্দিরে জমজমাট পুজোর প্রস্তুতি,

তখন ইংরেজবাজারের মহদিপুর

গডমাহালি গ্রামের পাশে মহদিপুর

মহদিপর শ্মশান সীমান্তের কাঁটাতার

ঘেরার ওপারে পড়ে যায়। কয়েক বছর

সেখানেই পুজো হয়েছে প্রথম দিকে।

পজোর শুরু থেকেই বাংলাদেশের

অনেকেই এই পুজোয় শামিল হতেন।

কাঁটাতার ঘেরার পর এই পুজো

মিলনমেলায় পরিণত হত। কারণ এই

একটা দিন দুই দেশের নাগরিকেরা

সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতেন।

পরবর্তীতে নিরাপত্তার জন্য শ্মশান

কাঁটাতার ঘেরার ভেতরে নিয়ে আসা

হয়। বর্তমানে যেখানে মন্দির ও শ্মশান

জন্মদিনে অথবা

বিবাহবার্ষিকীতে

শুভেচ্ছা জানাতে,

হব জামাই অথবা

খোঁজ পেতে অথবা

প্রয়োজন হয়।

সহজ করে দিচ্ছি।

পারছেন।

পত্রবধ খঁজতে, চাকরির

কখনও বা হারিয়ে যাওয়া

শ্নাপদের জন্য প্রার্থী খঁজতে.

প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের

বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন

ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন

প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত

সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌছে যেতে

একইভাবে ফেসবকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি

অপরের আত্মীয়স্বজনের

মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের

শ্মশানকালী মন্দির চত্বর নিঝুম।

মালদা ২০ অক্টোবর: গ্রামের



শেফালি বেওয়ার কালীপুজো।

মহদিপুর শ্মশানকালী মন্দির। -সংবাদচিত্র

পুজো হয়।'

পর বছর এই পুজো যেন এলাকার সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করেন। শেফালি

সীমান্তে কড়াকড়িতে

বন্ধ মিলনমেলা

শাশান। এখানে পুজো শুরু হলে

বাংলাদেশের নাগরিকেরা কাঁটাতার

ঘেরার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

এপারের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা

করতেন।বর্তমানে সেই নিয়ম বন্ধ করা

হয়েছে দুই দেশের নিরাপত্তার জন্য।

আপাতত পুজো হচ্ছে নিয়মনিষ্ঠার

সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দা ইসলাম শেখ

বলেন, 'আগে মিলনমেলা হত। হিন্দু,

মুসলিম সকলেই অংশগ্রহণ করতেন।

সীমান্তের নিরাপতার জন্য এখন সব

স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা ভিকু হালদার।

তারপর থেকেই পজো হয়ে আসছে।

এখন এই পুজো করছেন তাঁর ছেলে

সুফল হালদার ও নাতি আনন্দ

হালদার। একেবারেই সীমান্তে পুজো

তাই আমাবস্যার রাতে নয় পরের দিন

এই পুজো চালু করা হয়। আমাবস্যা

তিথি পরের দিন পর্যন্ত থাকে। তাই

রয়েছে। একেবারেই কাঁটাতার ঘেরার এই নিয়ম। দিনে পুজো হলে সকলেই প্রধান বৈশিষ্ট্য মিলনমেলা বা উৎসব

পাশে নদীর তীরে রয়েছে মন্দির ও অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সেবায়েত বন্ধ হয়ে পড়ায় হতাশ স্থানীয়রা।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই

এই পুজোর সূচনা করেছিলেন

বন্ধ। এখন শুধু পুজো হয়।'

করতে অনুপ্রাণিত করে। বছরের পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বছর ধরে এই পুজো বলেন, '৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল

আনন্দ হালদার বলেন, 'সকলেই যেন

এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে পারেন

তাই দিনে পুজো চালু করেছিলেন

আমার ঠাকুরদা। সেই সময় বাংলাদেশ

থেকেও অনেকে আসতেন। এখন

নিরাপত্তার জন্য ওপারের কেউ

আসতে পারেন না। কিন্তু এখনও

পুজো অমাবস্যার রাতে নয় দিনে

সকলেরই বসবাস। কালীপুজোতেও

সকলে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

এখানে প্রতিমা তৈরি করা হয় না।

বেদিতেই পুজো হয়। প্রতিবছর পুজো

উপলক্ষ্যে কয়েক ঘণ্টা মেলা বসে

শ্মশান চত্তরে। সকাল থেকে বিকেল

পর্যন্ত জমজমাট থাকে সেই মেলা

মহদিপুর সহ আশপাশের বিভিন্ন

এলাকার কয়েক হাজার ভক্ত এখানে

আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বলিপ্রথা

চালু রয়েছে। বর্তমানে এই পুজোর

গড়মহলি গ্রামে হিন্দু, মুসলিম

৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাডিয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।

### শেফালি বেওয়া

নিদর্শন হয়ে উঠেছে। এটি মানুষকে করার জন্য বিশ্বাস ঐক্যবদ্ধ ও ভক্তির শক্তি প্রদর্শন করে। ছাড়া দূরদূরান্তের ভক্তরা কালীপজোয় একত্রিত হন। শেফালির কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এখানে উৎসব ও ঐক্যের চেতনা উদযাপন করা হয়। স্থানীয় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের কথায়, 'শেফালি ৪০ বছর ধরে যেভাবে ভক্তি সহকারে কালীপুজো আয়োজন

এটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি সুন্দর বার্তা বহন করে।'

চিন্ময় সরকার নামে আরেক বাসিন্দা একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ৪০ বছর আগে শেফালি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময় স্বপ্নে মা কালীর পুজোর নির্দেশ পান। সেকথা তিনি এলাকার সকল হিন্দুকে জানান। তাঁর কালীপুজোর উদ্যোগের কথা জেনে হিন্দুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শেফালির পাশে থেকে সকলে পুজোর আয়োজনে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন। এখনও

একইভাবে সেই পুজো হয়ে আসছে। মৃৎশিল্পী চন্দন পালের বক্তব্য, 'আমি অনেক মূর্তি তৈরি করেছি, কিন্তু কোথাও কোনও মুসলিম মহিলার উদ্যোগে কালীপুজোর মূর্তি তৈরি করিনি। এটি আমাদের জন্য একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ।'

স্নেহাশিসের ডায়ালিসিস চলছে।

### ছেলের কিডনি বিকল সাহায্যের আর্তি বাবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ অক্টোবর আট বছর আগে নিজের কিডনি বাঁচিয়েছিলেন <u>ছেলেকে</u> কোচবিহারের জয়কফ সরকার। ভাগ্যের পরিহাসে ছেলে স্নেহাশিসের দুটি কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। সেই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এখন প্রয়োজন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি জয়কৃষ্ণর শেষ সম্বল তাঁর দোকানটিও বিক্রি করে দিয়েছেন। এখনও ছেলের চিকিৎসার জন্য বহু টাকার দরকার। ছেলেকে বাঁচাতে দুয়ারে দুয়ারে

রাজারহাটের বাসিন্দা স্নেহাশিস সরকারের প্রথমবার কিডনির অসুখ ধরা পরে ২০১৬ সালে। কলকাতায় চিকিৎসা করার পর চিকিৎসকরা কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। ২০১৭ সালে নিজেই ছেলেকে কিডনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বাবা জয়কষ্ণ। তিনি বলেছেন, 'ছেলেকে কিডনি দেওয়ার পর ভেবেছিলাম সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই ফের সমস্যা শুরু হয়। এখন ছেলের দুটি কিডনিই বিকল। নিয়মিত ভায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। এত টাকা ব্যবস্থা কোথা থেকে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে জমি বিক্রি করে ও সকলের থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এখন ছেলেকে বাঁচাতে আবার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি।'

২৫ বছরের স্নেহাশিস এলাকায় সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্যা তাতে বাধা হয়ে দাঁডিয়েছে। গত এপ্রিলে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়েই দেখা যায় স্নেহাশিসের দুটো কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। এরপরই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে সরকার পরিবারের। একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন স্নেহাশিসের মা মিতালী সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক কাছেই সাহায়েরে প্রত্যেকের আবেদন নিয়ে পৌঁছেছি। অনেকেই সাহায্য করছেন। আমার বিশ্বাস সকলের সহযোগিতায় ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারব। অসুস্থ স্মহাশিস সরকারকে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে ৯৭৩৩২৮১০৬৬ নম্বরে।

ঘুরছেন সরকার দম্পতি। কোচবিহার শহর লাগোয়া

> ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কালীপজো ছাড়াও অনেকে দিয়ে বিয়ের মুকুট, শোলার মালা

### সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

খচরো রুপো (প্রতি কেজি) ১৬৫৯০০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

থাকে কালী পুজোয়

রাজগঞ্জ, ২০ অক্টোবর গ্রামবাংলার অনেক শিল্প আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। এরকম একটি শিল্প হল শোলা দিয়ে তৈরি ডলা। পুরোপুরি মুছে না গেলেও এই শিল্পকে যেন মা কালী, মনসা বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই কাজের শিল্পীদের মালাকার বলা হত। ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় শোলাশিল্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই ডলার দামও বেডে গিয়েছে। তবও শিল্পীরা বংশপরম্পরায় তাঁদের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন কালীপুজোর সময় এই মালাকাররা

কিছুটা লাভের মুখ দেখেন। রাজবংশী সমাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবে পরোনো দিনের কথা মনে রেখে তাঁরা মন্দির তৈরি করলেও মন্দিরের ভেতরে মা কালীর প্রতিমা না রেখে এখনও তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রেখে শোলা দিয়ে তৈরি ডলা ঝুলিয়ে দেন। কালীর ডলা দেখতে বিভিন্ন রকমের

উত্তরবঙ্গে একাধিক কালীর নাম আমরা শুনতে পাই। যেমন ডান কালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, মগর কালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি। সেইসব কালীর নাম অনুসারে তৈরি হয় ডলা। ডলার মধ্যে কালীর ছবি ছাড়াও থাকে শিব ও ডাকিনী-যোগিনীর ছবি। বিভিন্ন আকারের ডলা তৈরি করা হয়। ডলা তৈরি করার প্রধান সামগ্রী হল শোলা। এছাডা কাগজ. চুমকি, কাগজের ফুল, বাঁশের কাঠি

মনসাপুজোর সময় ডলা ব্যবহার করেন। এছাড়াও এই শিল্পীরা শোলা ফুল এবং ঠাকুরের মুকুট তৈরি

>>>>00

পাকা খুচরো সোনা

হলমার্ক সোনার গয়না \$\$\$800

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদ

উত্তরবঙ্গে পাল সম্প্রদায়ের মানুষরাও

এই ডলা তৈরি করেন। তেলিপাড়ার রাজগঞ্জের শোলাশিল্পী চায়না মালাকার বলেন, 'কালীপজোর সময় আমরা ডলা

বিক্রি করে কিছ টাকা আয় করি।

বছরের অন্য সময় এই জিনিসের

তেমন চাহিদা থাকে না।' আরেক শিল্পী সুশান্ত মালাকার বলেন, 'এক-একটি ডলা বানাতে যা খরচ এবং পরিশ্রম করতে হয় তার সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। তবুও বাবা-ঠাকুরদার সময় থেকে এই শিল্প চলে আসছে। তাই আমরা আজও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবছর আমি প্রায় ২০০টি ডলা বানিয়েছি তার মধ্যে ১০০টি ছোট এবং ১০০টি বড সাইজের। ডলাগুলির দাম শুরু হয় ১০০ টাকা থেকে। বড় সাইজের ডলাগুলি প্রায় ১ হাজার টাকায় বিক্রি করি।

### আফিডেভিট

আমার সমস্ত নথিপত্রে বাবার প্রকত নাম রফিকুল ইসলাম থাকলেও ভোটার আইডি কার্ডে নং- RBT 1479690, তার নাম ভুলবশত অজেদুর রহমান থাকায় গত ১৫/১০/২৫ তাং-এ গঙ্গারামপুর SD কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে প্রকৃত নাম রফিকুল ইসলাম করা হয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও অজেদুর রহমান একই ব্যক্তি। নাজিমুল হক, সাং-শায়েস্তাবাদ, পোঃ করখা, থানা-বংশীহারী, জেলা- দঃ দিনাজপুর। (C/118801)

নিজ আধার কার্ডে ভুল করে নাম ক্ষিতীশ বর্মন এবং ভোটার ও আধার কার্ডে পিতার নাম যথাক্রমে সতীশ ও ডিসতীশ চন্দ্র বর্মন থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 17.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ বর্মন এবং পিতা সতীশ চন্দ্র বর্মন হইল। সাং- চোকিয়ারপাড়া ১ম খন্ড, গোসানিমারি। (S.M)

### তারিখ পরিবর্তন

অনিবার্য কারণবশত দীপাবলি বাস্পার লটারি, পরিচালনায় - নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-এর ড্র, যা পূর্ব নিধারিত ছিল 22শে অক্টোবর 2025 বুধবার, তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নতুন ড্রয়ের তারিখ 2 নভেম্বর 2025 করা হয়েছে। ড্রয়ের স্থান ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত। (C/113599)

### আজ টিভিতে



সর্য রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

### সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ প্রেম আমার, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৪.০০ মহান, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ সুর্য **जि वाःला সোনার** : সকাল ৯.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত

১১.০০ ভয় জলসা মৃভিজ : বেলা ১১.০০ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা, বিকেল ৪.৩০ ম্যাডাম গীতা রানি (বাংলা ভার্সন), সন্ধে ৭.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ১), রাত ১০.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ২)

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডামাডোল कालार्भ वाःला : मूপूत २.००

ফিরিয়ে দাও আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০৯ শাদি কে সাইড এফেক্টস, দুপুর ১.২৬ ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী, বিকেল ৩.৪২ দশ, সন্ধে ৬.০৩ গুড লাক জেরি,

রাত ১০.০২ তেজ জি বলিউড: বেলা ১১.০৩ আ অব লওট চলেঁ, দুপুর ২.১৭ নদীয়া কে পার, বিকেল ৫.১৬ ইন্সাফ কওন ১০.৪০ দওড়- ফান অফ দ্য রান

করেগা, রাত ৮.০০ অবতার, আ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ১.৩৯ কোই মিল গ্যায়া,

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি বিকেল ৪.৪৫ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি বিকেল ৪.৫০ অ্যান্টনি, সম্বে

ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী দুপুর

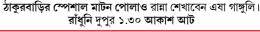
১.২৬ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.১৮ ফরেন্সিক আভ এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা

১১.৪৫ সরকার-থ্রি, দুপুর ২.০০ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৪.০৩ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৪৫ মিডল ক্লাস লভ, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ







অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : পথকুকুরদের নিয়ে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দেশজুড়ে কম হইচই হয়নি। পরে আদালত সেই রায় সংশোধন করে। সোমবার কালীপুজোর দিন পালিত 'কুকুর তিহার?–এ সবাইকে সানদৈ শামিল হতে দেখে কুকুরপ্রেমীরা আশায় বুক বাঁধলেন। এটি মূলত নেপালিদের উৎসব। তবে আজকাল অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেও এতে শামিল হন।

যে কুকুরদের কেন্দ্র করে

এদিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, শান্তিজল ছিটিয়ে এদিন তাদের শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছিল। এরপর তাদের লাল ও হলুদ রংয়ের টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়। পৈতার মতো করে যজংকা নামের একটি সুতো এরপর প্রাণীগুলির গায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও পরানো হয়। রাস্তাঘাটে অনেককেই মাঝেম্ধ্যে কুকুরদের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ করতে দেখা যায়। এদিনটি কিন্তু অন্য ছবি দেখল। অনেককেই এদিন কুকুরদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে। নেপালি সম্প্রদায়ভুক্তরা বাড়ির পোষ্যদের পুজো করার পাশাপাশি পথকুকুরদেরও পুজো করেন। দীপঙ্কর আরোরার মতো অনেকে এদিন এই উৎসব পালন করেছেন।

কুকুর মৃত্যুর আগাম বার্তা পেয়ে মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বার্তাবাহক করে তুললেই ভালো।'

কুকুরকে খুশি রাখতেই এই উৎসব বলে তাঁরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ভানুভক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ লামা বললেন, 'কাক ও কুকুর দেবী লক্ষ্মীর আশীবদিধন্য বলৈও অনেকে মনে করেন। তাই





এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি মানুষকে আর্ত্ত সহানুভূতিশীল করে তুললেই

দীপায়ন সেন পশুপ্রেমী

নেপালিদের পাঁচদিনব্যাপী তিহার উৎসবে এদের পুজো করা হয়। এদের পুজোয় সংসারে ধন সমাগম বলেই অনেকের বিশ্বাস। পশুপ্রেমী দীপায়ন সেন বললেন, 'এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি থাকে বলৈ অনেকের বিশ্বাস। তাই মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল

## য় উৎসবে সাহায্যের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর নবি দিবস, রামনবমী, কালীপুজো! সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধরে রাখল বীরপাডা। এবছর দেবীগড়ে সিম্ফনি ক্লাবের পুজোর প্রতিমা দিলেন ভানুনগরের মোতি খান এবং শেখ মহম্মদ সিকন্দর। বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন ক্লাব এবং পুজো কমিটির সভাপতি উৎপলকুমার রায়।

মোতি খানের গাড়ি মেরামতের গ্যারাজ রয়েছে। সিকন্দরের পরিবহণ ব্যবসা। প্রতি বছর রামনবমীর র্যালিতে পণ্যার্থীদের মধ্যে মসলিম সমাজের তর্কে পানীয় জল, শরবত বিলিতে দেখা যায় মোতি খান, হাকিম খানদের। আবার নবি দিবসের র্যালিতে পুণ্যার্থীদের জল, শরবত বিলি করতে দেখা যায় উৎপলদের। উৎপল বলছেন, 'বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ ভারতব-

র্ষ। এছাড়া যুগু যুগ ধরে বীরপাড়ায় আমরা সম্প্রীতির আবহে বসবাস করছি। প্রতি বছরই নানা সম্প্রদায়ের



মানুষ আমাদের পুজোর আয়োজনে জড়িয়ে থাকেন।' পুজোর ৩৫তম বছরে এবার

গোস্বামী বলছেন, 'আমরা আপ্পত! এতে সমাজের কাছে সদর্থক বার্তা যাবে।' মোতির প্রতিক্রিয়া, 'যুগ যুগ ধরে বীরপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছি। পুজোয় বিভিন্ন ক্লাবকে চাঁদা দিয়ে থাকি। এবার না হয় প্রতিমা কিনে দিলাম! সম্প্রীতির আবহে বসবাস করাটাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য।'

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জটেশ্বরে প্রতিমা আনতে যান ক্লাব সদস্যরা। ক্লাব চত্বরে আলোচনায় তখন মোতি খানদের ভূমিকার কথা! ক্লাব সদস্যরা জানালৈন, পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রবীণ ব্যবসায়ী মান্নালাল জৈন বলছিলেন, 'এই সম্প্রীতির আবহই বীরপাডার ঐতিহ্য।'

সিম্ফনির বাজেট ৫ লক্ষ টাকা।

প্রতিমার মূল্য ১৪ হাজার টাকা। সমান

ভাগে ওই টাকা দিয়েছেন মোতি এবং

সিকন্দর। ক্লাব কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য 2808029092

মেষ : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে।

কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। বষ : বহুদিন বাদে পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। শারীরিক সমস্যার কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। মিথুন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পথেঘাটে একটু সাবধানে নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে পরিমর্শ

চলার চেষ্টা করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার চেষ্টা করুন, তাতে মানসিক চাপ চলুন। তুলা : পড়াশোনার সঙ্গে যুক্তদের নতুন সুযোগ আসতে সম্পত্তি কেনাবেচা

চলফেরা করুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে করুন। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা নামী সহকর্মীদের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রেখে কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। ধনু চলুন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

্ উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সমাধান। সিংহ: সন্তানের ভবিষ্যৎ: কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না। সঙ্গে তকতির্কিতে বড় ক্ষতি হতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাড়তি লগ্নি থেকে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় একটু সাবধানে থাকুন। কন্যা : সাফল্য পাবেন। মকর : বিপদে শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর ভাইবোনেদের কাছে সাহায্যের আশা করবেন না। প্রতিবেশীদের কমবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে লাভবান হবেন। কম্ব: সাংসারিক খরচ বাড়লেও চিন্তার কিছু নেই। মঙ্গলবার, কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। মীন :

সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। জমি, ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে

### দিনপঞ্জি

কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ আশ্বিন, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ৩ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্ত্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সৃঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪। অমাবস্যা অপরাহু ৪।২৭। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫৪। নাগকরণ

অপরাহু ৪।২৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অস্টোত্তরী বুধের ৯৷৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ১০।৩৯ দশা। মতে- একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, অপরাহু ৪।২৭ গতে পূর্বো। যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম-

গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিগুন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। দীপান্বিতা পার্বণশ্রাদ্ধ। দ্বীপান্বিতাকৃত্য। আলিপুরদুয়ার ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা জেলার হ্যামিলটনগঞ্জে কালীবাড়ি পুজো কমিটির উদ্যোগে শতাধিক বছর ধরে (প্রতিষ্ঠা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর মায়ের পুজো ও বারোদিনব্যাপী মেলা হয়। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে বারবেলাদি- ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।১৩ মধ্যে। ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও কালরাত্রি-৬।৩৯ গতে ৮।১৩ মধ্যে। ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ যাত্রা- নাই, অপরাহু ৪।২৭ গতে গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

## বাইসনের হানায় মৃত কোহিনুরের শ্রমিক

শামুকতলা, ২০ অক্টোবর : কালীপুর্জোয় শোকের ছায়া। বাইসনের হানায় মৃত্যু হল কোহিনুর চা বাগানের এক চা শ্রমিকের। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ছিপড়া বিটের জঙ্গলে ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার জংলি আলু এবং মাশরুম তুলতে গিয়ে বাইসনের আক্রমণে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ব্যক্তির নাম ওরাওঁ (65)1 তিনি শ্রমিক মহল্লার ভিক্ষু লাইনের বাসিন্দা। তিনি ওই চা বাগানেরই শ্রমিক ছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জঙ্গলে গিয়েছিল কি না তা এখনও বন দপ্তর জানতে পারেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এদিকে একজনের মৃত্যুর খবরে কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা স্বাভাবিকভাবেই শোকাহত।

এই ঘটনায় বক্সা ব্যাঘ-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে ভিতরে বনাঞ্চলের বাইসনের হানায় এক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। খবর পেয়েই তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা চিকিৎসকরা করেন। ঘটনাটি দুঃখজনক।'

জানান. আরও তরফে বারবার এলাকাবাসীকে সচেতন করা হয়

নাবালিকার

দেহ উদ্ধার

তিনদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পরে

সোমবার এক নাবালিকার দেহ নদী

থেকে উদ্ধার করল হাসিমারা ফাঁডির

পুলিশ। মৃতা কালচিনি ব্লকের বাসিন্দা।

সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সোমবার

সকালে বাগান সংলগ্ন তোষ্য নদীতে

নাবালিকার দেহ ভাসতে দেখে

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন।

হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে

পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিবারের

নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। সেই দিন

সন্ধ্যাবেলায় পরিবারের তরফে

হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ

সংক্রান্ত ডায়েরি করা হয়। তবে

স্থানীয়রা অনেকেই জানিয়েছেন,

ওই নাবালিকার নাকি প্রতিবেশী

এক নাবালকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক

ছিল। মেয়েটির পরিবারের তরফে

ওই নাবালককে নাকি ধমক দেওয়া

হয়েছিল। তারপর থেকেই নাবালিকা

হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়।

গত বৃহস্পতিবার থেকে ওই

তরফে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

হাসিমারা, ২০ অক্টোবর



### নিৰ্দেশ অমান্য

- মৃত ব্যক্তি কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক
- জংলি আলু এবং মাশরুম তুলতে গেলে বাইসন আক্রমণ করে বলে খবর
- 🔳 তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জঙ্গলে গিয়েছিল কি না জানা
- বন দপ্তর বারবার এলাকাবাসীকে সতর্ক করলেও এমন ঘটনা ঘটছে

যাতে জঙ্গলের সংরক্ষিত অংশে কোনওভাবেই কেউ প্রবেশ না করেন। কিন্তু কিছু মানুষ জ্বালানি কিংবা জংলি আলু, মাশরুম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য সংরক্ষিত বনের ভিতর চলে যান। ফলে বিপদের মুখে পড়েন।

এনিয়ে নিয়মিত মাইকে প্রচার

হয়। এরপরেও মানুষ সচেতন না হওয়ায় এমন ঘটনা ঘটলে তা সত্যি দুঃখজনক বলে জানিয়েছেন রেঞ্জ অফিসার।

শোকার্ত অবস্থায় মৃত শ্রমিকের মেয়ে সুশান্তি ওরাওঁ বলেন, 'বাগান ছুটি থাকায় জংলি আলু ও মাশরুম আনতে বাবা জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তবে এভাবে বাবার মৃত্যু হবে তা ভাবতে পারিনি।' এদিকে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ না করার কথা বলা হলেও কিছু মানুষ সেই নির্দেশ না মেনে এই ধরনের বিপদের মুখে পড়েন। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে ফের একবার এমন ঘটনায় বন দপ্তরের কর্তাদের মধ্যে রীতিমতো উদ্বেগ ছডিয়েছে।

এক বছর আগে কোহিনুর বাগানেরই দুই শ্রমিক জ্বালানির জন্য কাঠ আনতে গিয়ে বাইসনের হানায় গুরুতর জখম হন। বন দপ্তরের কর্মীরা সেসময় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন তাঁদের চিকিৎসা চলেছিল।

## জলদাপাড়ায় পর্যটকের ঢল

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২০ অক্টোবর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ১৬ দিন পর সোমবার ফের সাফারি শুরু হল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য বন্ধ ছিল কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড। এদিন সাফারি চালু হতেই দেশ-বিদেশের পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ে। কালীপুজোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি গাইড থেকে শুরু করে জিপসি ও রিসর্ট মালিকরা। জামানি থেকে ১৫ জন

পর্যটকের একটি দল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরতে এসেছেন। এদিন তাঁরা জলদাপাড়ায় আসেন। দলের মধ্যে উবা নিওয়ালা নামে এক পর্যটক জানালেন, এই প্রথম তিনি জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছেন। কার সাফারিতে গভার, বাইসন, হাতির দল দেখেছেন। সকলেই খুব খুশি। অসম থেকে এসেছেন মেঘমালা দে ও তাঁর পরিবার। জানালেন, জলদাপাড়ার নাম খুব শুনেছেন। কিন্তু আগে আসা হয়নি। সময় বের করে চলে এসেছেন। দেখলেন গভার, হরিণ, বাইসনের পাল। খুব থুশি তাঁরাও। সিকিম থেকে পরিবার নিয়ে এসেছেন ডেভিড বাগদাস। জানালেন জয়গাঁ যাতায়াত কবাব



কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর সোমবার শুরু হল কার সাফারি।

সময় জলদাপাড়ার সুদৃশ্য গেট দেখতেন। আর ভাবতেন সময় দিনেই এসেছি। খুব ভালো লাগছে পেলেই আসবেন। এদিন পরিবার জীবজন্তদের দেখে। নিয়ে চলে আসেন। বন্যদের দেখে বেজায় খুশি তিনি। মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন পুরব সরকার। তাঁর লালমোহন 'জলদাপাড়ার নাম এত

সাফারি চালু হল। ভাগ্যিস ঠিক

নিয়ে জলদাপাড়া ঘুরতে নাথ। কলকাতার হাওয়া বাসিন্দা তিনি। এলিফ্যান্ট রাইড শুনেছি, কিন্তু আগে আসা হয়নি। করে বললেন, 'এলিফ্যান্ট রাইড এসেই শুনলাম কয়েকদিন বন্ধ বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। যে পর এখানে পর্যটন নিয়ে কিছু থাকার পর এদিন থেকেই আবার করেনি, তাকে অনুভূতিটা বোঝানো অপপ্রচার হয়েছিল। আমরা নিয়মিত

মুশকিল। গন্ডার ও বাইসনের পাল দেখলাম।'

সাফারি চালু হতেই বিদেশি সহ সিকিম, অসমের এলেন পর্যটকরা ঘুরতে আসায় খুশির মাদারিহাটের বিশিষ্ট পর্যটন মহলে। বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'দুর্যোগের

- সোমবার সকালে চারটি হাতির তিনটি ট্রিপ পুরো ভৰ্তি ছিল
- কার সাফারিতে দুপুর ২টার ট্রিপে আটটি গাঁডি এবং বিকেলের ট্রিপে ১৬টি গাড়ি
- জামানি থেকে ১৫ জন পর্যটকের একটি দল
- 🛮 এছাড়াও ছিলেন অসম, সিকিম, কলকাতার পর্যটক

বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। আবার ছন্দ ফেরায় আমরা খুশি।'

সোমবার সকালে চারটি হাতির তিনটি ট্রিপ পুরো ভর্তি ছিল। আর কার সাফারিতে দুপুর ২টার ট্রিপে আটটি গাড়ি এবং বিকেলের ট্রিপে ১৬টি গাড়ি চলেছে। ২৬টি সাফারির গাড়ির মধ্যে ২৪টি গাড়ির সাফারি হয়েছে বলে জানান জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ

## সিএএ নিয়ে পদ্মের বর চলতি মাসেই

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে যে এসআইআর বড় ইস্যু হতে চলেছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এসআইআর করে অবৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। আর শাসকদল হুঁশিয়ারি এসআইআরে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেই আন্দোলন শুরু হবে। এসবের মধ্যেই আবার প্রচারে আসছে সিটিজেনশিপ আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ)। এই আইন পাশ হওয়া নিয়ে কম উত্তেজনা দেখা যায়নি রাজ্যজুড়ে। সেটা আবার প্রচারে আনছে বিজেপি। এসআইআরের সঙ্গে সিএএ যুক্ত

বলেও দাবি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে প্রচারের রুটম্যাপ তৈরি করেছে পদ্ম শিবির। রবিবার আলিপুরদুয়ারে বিজয়া **मिश्रे**लिन থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। এসআইআরে যেমন কর্মীদের নজর রাখতে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তেমনই আবার সিএএ নিয়ে প্রচারে নামছে বিজেপি। এই দুই বিষয় নিয়েই তৃণমূল ও বিজেপির দন্দ আসতে পারে। সেটার

মিলছে।

আভাসও

বিজেপির

বর্মন বলেন, 'রাজ্যে এসআইআর হবেই। আর সব অবৈধ ভোটার সেখান থেকে বাদ পড়বে। কেউ আটকাতে পারবে না।' অন্যদিকে

### কর্মসচি

- দুই দলেরই নেতা-কর্মীদের শীর্ষ নেতারা এসআইআর নিয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন
- বিজেপি আবার সিএএ নিয়ে প্রচারে প্রতি জেলায় একজন করে নেতাকে দায়িত্ব দিয়েছে
- 🔳 এসআইআরে যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা, তাঁদের সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে বিজেপির

তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামীর কথায়, 'ভোটার তালিকা তো কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন তৈরি করে। সেই তালিকা দিয়ে ভোটে জিতে বিজেপির নেতারা বিধায়ক, সাংসদ হয়েছেন। এখন অশান্তি তৈরির জন্য এসআইআর আনা হচ্ছে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম

আমরা বাদ দিতে দেব না।' দুই দলেরই নেতা-কর্মীদের

শীর্ষ নেতারা এসআইআর নিয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। বিজেপি আবার এক ধাপ এগিয়ে সিএএ নিয়ে প্রচার করছে। এজন্য প্রতি জেলায় একজন করে নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিবিরও করা হবে। ২৭-২৮ অক্টোবর নাগাদ শিবিরগুলি শুরু হবে। এসআইআরে যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা, তাঁদের সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে বিজেপির।

প্রতি মণ্ডলে একটি করে সিএএ ক্যাম্প করবে বিজেপি। এজন্য সব মণ্ডলের তিন থেকে পাঁচজন সাইবার ক্যাফের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাঁদের ট্রেনিং দেওয়া হবে সিএএ নিয়ে। আবেদনকারীদের কাছে এজন্য ১০০-১৫০ টাকা নেওয়া হবে। কী কী নথি প্রয়োজন হবে, সেটা আগে থেকেই বিজেপি নেতারা বুথ স্তর পর্যন্ত জানিয়ে দেবেন। এছাডাও সিএএ-তে আবেদন করতে যে অ্যাফিডেফিট প্রয়োজন. সেটা কম খরচে করে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপির আইনজীবীদের বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই এসআইআর ও সিএএ নিয়ে গরম

হচ্ছে বাংলা।

## পাচারকারীদের সন্ধানে গিয়ে আক্ৰান্ত পুলিশ

আহত কৃষকের বাড়িতে ভিড়। হলদিবাড়িতে।

পাচারকারীদের হাতেই আক্রান্ত হল সাদা পোশাকের পুলিশ। খবর পেয়ে নৌকায় নদী পেরিয়ে চরে গিয়ে পাচারকারীদের হাত থেকে পুলিশকে বাঁচালেন তিস্তা পাড়ের বাসিন্দারা। পাচারকারীদের মারের থেকে রক্ষা পেতে সেই সময় ধানখেতে লুকিয়ে পড়ে পলিশ। রবিবার রাতে হলদিবাড়ি রাইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযান চালিয়ে গভীর রাতে সেখান থেকে ফিরে আসে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা ফেরার।

সম্প্রতি জয়ী সেতু এলাকায় তিস্তা থেকে প্রচুর গোরু উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত হলদিবাড়ি ব্লকের এক পাচারকারীকৈ গ্রোপ্তারও করে পুলিশ। পুলিশ জানতে সমিতির সভাপতি পম্পা বর্মনের পারে, তিস্তায় এখন জল বেশি থাকায় পাচার করা হচ্ছে। এজন্য হলদিবাডি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ৪০ নিজতরফ এলাকায় তিস্তার চরে গোরু রাখার খোঁয়াড় তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে সেখানে নজরদারি শুরু করে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি পুলিশ।

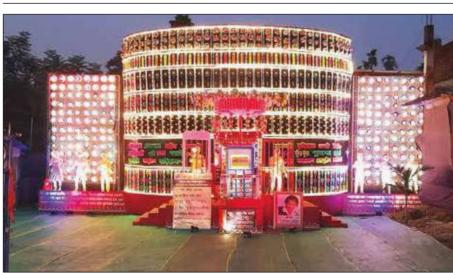
রবিবার সন্ধ্যায় এমনই নজরদারি করতে হলদিবাড়ি এনভিএফ কর্মী রাহুল হক, সিভিক ভলান্টিয়ার আনারুল হক ও ডিআইবি-র সিভিক ভলান্টিয়ার তাপস দাস ওই এলাকায় পৌঁছান। সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন। নদী পার হওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষক গৌরাঙ্গ দাসের নৌকাভাড়া করেন তাঁরা। হামলার সময় গৌরাঙ্গও তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন।

তিস্তায় পাচারকারীদের গতিবিধির ভলান্টিয়ারদের অভিযোগ, তাঁদের উপর নজরদারি চালাতে গিয়ে দেখে কালাম মণ্ডল নামে এক পাচারকারী দৌড় শুরু করে। তার পিছনে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরাও ছুটতে থাকেন। অন্য পাঁচারকারীরা নৌকায় পুলিশকর্মীদের চরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গৌরাঙ্গকে মার্ধর শুরু করে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে ওই পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ৪০ হয়। ধানখেতে লকিয়ে প্রাণে বাঁচেন নিজতরফ এলাকার তিস্তার চরে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এদিকে হইচই পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাডির দিকে বিবিগঞ্জ গ্রাম হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ থেকে সেখানে পৌঁছান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পৌঁছোতেই এলাকা ছেড়ে পালায় পাচারকারীরা। পরে আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর

তাঁদের ছেডে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত স্বামী তৃণমূল নেতা সন্তোষ বর্মনের তা ব্যবহার করে বাংলাদেশে গোরু দাবি, চিরের ওই এলাকায় চাষবাসের জন্য মেখলিগঞ্জের ৪০ নিজতরফের দশটি পরিবার বসবাস করে। তাদের সঙ্গে গোরু পাচারের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ তাদের অযথা হেনস্তা করছে। কৃষিকাজের ঘর ভেঙে দিয়ে বীজ ও সার নম্ভ করেছে।' অভিযোগ অস্বীকার করে হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, গোরু পাচারে নজরদারি চালাতে ওই এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা গিয়েছিলেন। তাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ

করা হয়েছে।



মাদারিহাট আচমকা ক্লাবের পুজোর মণ্ডপ। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

### শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর সোমবার সকাল থেকে বীরপাড়ায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করতে অভিযান শুরু করে পুলিশ। দুপুরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত হয়। তবে পুলিশের অভিযানে খুব একটা যে লাভ হয়নি তা বিকেল হতে না হতেই টের পায় বীরপাড়া। বিকেল থেকেই বীরপাড়ার বিভিন্ন মহল্লায় শব্দবাজি ফাটতে থাকে।

বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'শব্দবাজির দাপট বন্ধ করতে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।'

### বিজয়া সম্মিলনি, দ্বিধায় তৃণমূল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার পুরসভার হলঘরে রবিবার বিজয়া সন্মিলনি করল জেলা বিজেপি। সেখানে বিজয়াকে সামনে রেখে ছাব্বিশের ভোটের দামামাও বাজিয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু খোদ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এখনও স্তরের বিজয়া সম্মিলনি করে উঠতে পারেনি। সোমবার কালীপুজোও হয়ে গেল। আর কবে ঘাসফুল শিবির জেলা স্তরের বিজয়া সন্মিলনির আয়োজন করবে? বা আদৌ তারা করবে তো? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে তৃণমূলের অন্দরেও। দলের কর্মীরাই প্রশ্ন তুলেছেন, সিদ্ধান্তহীনতার জন্যই আয়োজন করা গেল না? আরেক নেতা বলেন, জেলার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বিজয়া সম্মিলনি নিয়ে তেমন উৎসাহই নেই। হয়তো তাঁরা ভয় পাচ্ছেন কোন্দল না প্রকাশ্যে চলে আসে।

এব্যাপারে জানতে চাইলে স্পষ্ট উত্তর মেলেনি আলিপরদয়ারের তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের কাছ থেকেও। তিনি বুলেন, 'ব্লুক স্তুরে সব জায়গাতেই বিজয়া সন্মিলনি করেছি আমরা। জেলা স্তরে করার আগেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমরা সেসব সামলে সবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। তাঁদের সাহায্যেই করে বিজয়ার কোনও মানে হয় না।' তাহলে কি দুর্যোগের কথা ভেবে

্র এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমে নেতারা অবশ্য কিছু বলতে চাননি। তবে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় জানা গিয়েছে, গত ৪ ও ৫ তারিখ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগেই নাকি ব্লক স্তরের বিজয়া সন্মিলনির দিনক্ষণ স্থির করা হয়েছিল। তবে জেলা স্তরের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হলেও কোনও তারিখ নিধারণ করা হয়নি। চডান্ত তারিখ ঠিক করার আগে আবার রাজ্য থেকে কোনও প্রতিনিধি আসবেন কি না, সেটাও জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু আলিপুরদুয়ারে কে



প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমরা সেসব সামলে সবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। তাঁদের সাহায্যেই আমরা ব্যস্ত ছিলাম। এসময় বড় করে বিজয়ার কোনও মানে

> প্রকাশ চিকবড়াইক জেলা সভাপতি, তৃণমূল

আসবেন, তা ঠিক করতে পারেনি রাজ্য নেতত্ব। এসবের মধ্যেই নেমে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তারপর সব ধামাচাপা পড়ে যায়।

জেলা স্তরের এক তৃণমূল নেতা বলেন, 'প্রথমে তারিখ নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। আবার কে থাকবেন, কে থাকতে পারবেন না সেটাও ঠিক করা আমরা বাস্ত ছিলাম। এসময় বড সম্ভব হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে আবার এবিষয়ে কেউ কোনও আলোচনা করেননি। তাই জেলা স্তরে বিজয়া সন্মিলনি হবে এখনও ঝলে আছে জেলা স্তরের নাং সেটাও তো স্পষ্ট করে বোঝা বিজয়া সম্মিলনি।

## ১০ হাজার প্রদীপে উজ্জল জয়তারা মহাশ্মশান

গত বছর প্রায় দশ হাজার প্রদীপে সেজেছিল আলিপুরদুয়ার শহরের অরবিন্দনগর জয়তারা মহাশাশান। আর এবার সেই সংখ্যাটাও বোধহয় ছাপিয়ে গিয়েছিল। কালীপুজোয় উৎসবে মেতেছিল আলোর আলিপুরদুয়ার। তার মধ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও শহরের বিভিন্ন পুজোমগুপগুলির পাশাপাশি ভিডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকল জয়তারা মহাশ্মশান। প্রত্যেকবার কালীপুজোর দিনে হাজারো মানুষের ভিড় জমে সেখানে। শ্মশানেই রয়েছে দেবীর মন্দির। এদিন সন্ধ্যা থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এসে শ্মশানে প্রদীপ জ্বালান। এটাই এখানকার রীতি। শ্মশানে এসে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালান ভক্তরা। ফলে এদিন গোটা মহাশ্মশান প্রদীপের শিখায় উজ্জুল হয়ে ওঠে।

এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে আসা রিংকু মল্লিক শ্মশানে প্রদীপ

কালীপুজোর দিন এখানে আসি। আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর: এবারও তাই পরিবারের সঙ্গে গিয়েছে, এবারও সন্ধ্যা থেকেই এলাম। এখানে এলেই মনটা শান্ত মানুষ আসতে শুরু করেছেন।

অন্যদিকে মন্দির কমিটি সূত্রে জানা

তবে বৃষ্টি থাকায় সেই সংখ্যাটা ছিল অনেকটাই কম। তবে এবার

কাছাকাছি প্রদীপ জালানো হয়েছিল। থেকেই ভিড় বেড়েছে। বেশিরভাগ মানুষই প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। আবার কেউ কেউ আলো দেখতেও



### ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির থেকেই পুজো শুরু হয়। যা রাত পর্যন্ত চলেছে। অপরদিকে পুজোকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা থেকেই প্রসাদ বিতরণও চলেছে। মন্দির কমিটি কোচাবহার-এর এক বাসি জানিয়েছে, এবারও প্রায় দুই থেকে



কমিটির

বাসিন্দা রাধেশ্যাম সরকার - কে লটারিকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ 04.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার জানাই।"

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি প্রায়শই অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। এটি আমাকে জীবনে পরবর্তী সুযোগ নেওয়ার উদ্দীপনা জুগিয়েছে। এই এক কোটি টাকা জয়লাভ করে আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান বোধ করছি। এই জয় আমার জীবনে নতুন সম্ভাবনা এবং **স্থিতিশীলতার উদ্যোচন করেছে।** াশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য

সাপ্তাহিক লটারির 46L 26854 'বিষয়ীর তথা সরকারি ব্রেবসাইট থেকে সংগৃহীত :



শ্বাশানে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত ভক্তরা। সোমবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী। আলিপুরদুয়ারে।

### চিতাবাঘের পর এবার হাতির দৌরাত্ম্য নতুনপাড়ায়

## হামলায় জখম বনকর্মী

শালকুমারহাট, ২০ অক্টোবর: গত ৫ অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রেশ এখনও কাটেনি শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে। তার মধ্যে বন্যপ্রাণীর হামলাতেও যেন লাগাম পরছে না। গত ১৬ অক্টোবর চিতাবাঘের হানায় জখম হয়েছিলেন গ্রামের এক শিক্ষাকর্মী। আর রবিবার মাঝরাতে হাতির হানায় জখম হলেন খোদ একজন বনকর্মী। জখম বনকর্মীর নাম গৌতম রায়। তাঁর বাড়ি এই গ্রামেই। হাতি তাড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে রাতেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার কোচবিহার থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তাঁর পায়ে সবথেকে বেশি চোট লেগেছে। এই ঘটনায় কালীপুজোর দিন ব্যাপক আতঙ্কে এলাকাবাসী। বন দপ্তর অবশ্য নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে।

জলদাপাড়া (পূর্ব)-এর রেঞ্জ বিশ্বজিৎ বিশোইয়ের কথায়, 'একটি হাতি ওই এলাকায় ঢুকেছিল। হাতি তাড়াতে গিয়েই ওই বনকর্মী জখম হন। বুনোটি তাঁকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গেই বন দপ্তরের গাড়িতে চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে নিয়ে

জখম বনকর্মীর দাদা বাপন

তৃণমূলে অঞ্চল

কমিটি নিয়ে

কোন্দল

সোনাপুর, ২০ অক্টোবর

কয়েকদিন চুপচাপ থাকার পর

আবার যে কে সেই।আলিপুরদুয়ার-১

ব্লকের তপসিখাতা অঞ্চলে তৃণমূলের

গোষ্ঠীকোন্দল ফের সামনে এসেছে

এবার কোন্দল ছড়িয়েছে অঞ্চল

কমিটি ঘোষণা করা নিয়ে। অঞ্চল

কমিটি ঘোষণা হতেই বেশ কয়েকজন

নেতা পদত্যাগ করেছেন পদ থেকে।

পদ ছাড়ার পর অনেকেই দোষারোপ

করছেন, সঠিক নেতাদের পদু দেওয়া

হয়নি বলে। সেইসঙ্গে অভিযোগ,

অনেককেই 'অন্যায্যভাবে' পদ

থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও

অভিযোগ। যা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে

হয়েছে অঞ্চল তৃণমূল নেতাদের।

অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি গণপতি

করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে

কোন্দল চলছে কয়েক মাস থেকে।

কোন্দলের জেরে দলের অঞ্চল কমিটি

ভাঙা হয় এক সময়। আবার অঞ্চল

সভাপতি ও অঞ্চল চেয়ারম্যানকেও

বদলে ফেলা হয়। সেই পরিবর্তনের

পর কয়েকদিন কোনও আলোচনা

না হলেও আবার অঞ্চল কমিটি

ঘোষণা হতেই কোন্দল শুরু হল।

ব্লকে তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি

মনোরঞ্জন দে এবং বর্তমান ব্লক

সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের মধ্যে যে

গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে, সেটা আবার

নজরে আসছে। যে নেতারা পদত্যাগ

করেছেন, তাঁরা সবাই প্রায় মনোরঞ্জন

অন্তর্জন্দ্র

কোন্দলের জেরে দলের

🔳 আবার অঞ্চল সভাপতি

ও অঞ্চল চেয়ারম্যানকেও

বদলে ফেলা হয়

আলোচনা হয়নি

শুরু হল

এখন থাকব।

দেখা দিয়েছে।

সেই পরিবর্তনের

পর কয়েকদিন কোনও

আবার অঞ্চল কমিটি

ঘোষণা হতেই কোন্দল

গোষ্ঠীর। দলের অঞ্চল সম্পাদক পদ

থেকে ইস্তফা দেওয়া বিকাশ রায়,

চন্দ্রকুমার অধিকারীরা যেমন দল

পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। চন্দ্রর

কথায়, 'যারা দল করে না, দলের

কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায় না

এমন ব্যক্তিদের পদ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও অসামাজিক কাজের সঙ্গে

যুক্ত ব্যক্তিদেরও পদ দেওয়া হয়েছে।

এটা সাধারণ মান্য ভালো মতো

নেবে না। সেজন্যই পদ থেকে ইস্তফা

দিয়েছি। দলের সাধারণ কর্মী হিসেবে

কোন্দল বাড়ছে সেটা বিধানসভা

ভোটের আগে অন্যান্য অঞ্চলেও

তৃণমূলের কোন্দল দেখা দিয়েছে।

পদ<sup>ি</sup>ছাড়তে চেয়েছেন অনেকেই।

তৃণমূলের এই অঞ্চলে যেভাবে

অঞ্চল কমিটি ভাঙা হয়

ব্লকের এই অঞ্চলে তৃণমূলের

সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

'কয়েকজন পদত্যাগ

রায় বলেন,



 হঠাৎ করে পেছন থেকে হাতিটি হামলা চালায় এক বনকর্মীর উপর

🔳 একটি নালার পাশে পড়ে যান গৌতম

রায়ের কথায়, 'ভাই অন্য বনকর্মীদের সঙ্গে রাতে ডিউটি করছিল। তখন একটি হাতি তাড়াতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। ডান পায়ে বেশি চোট লাগে। এছাড়াও কোমর, মাথাতেও চোট লাগে। ঘটনার পর থেকেই বন দপ্তর চিকিৎসার জন্য সবরকমের সহযোগিতা করছে।' তবে প্রথমে চিতাবাঘ, তারপর এই হাতির হামলার ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কিত বলে

কালচিনি, ২০ অক্টোবর :

মূর্তিপুজো নয়, প্রকৃতির আরাধনাই

व्यापितांनी मृष्यपारांत मृन विश्वान।

গাছপালা, নদী, আকাশ, সূর্য, তারার

পাশাপাশি বিভিন্ন পশুকেও দেবতা

জ্ঞানে পুজো করা হয়। প্রত্যেক

বছরের মতো কালচিনি ব্লকের

একাধিক বাগানে কার্তিক মাসের

দীপান্বিতা অমাবস্যায় পালিত হবে

সোহরাই পরব ও গোহালিপুজো।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতি

সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিষ্ঠাভরে

গোরু, মোষ ও ছাগল-- এই তিন

গৃহপালিত প্রাণীর পুজো হবে। কেউ

কেড আবার বাডিতে চাদর গাঙিয়ে

পুজো করবেন। চলতি বছর মঙ্গলবার

থেকে কালচিনি, মধু, ভাতখাওয়া,

রায়মাটাং চা বাগানে শুরু হবে

আদিবাসী মহিলারা সকাল থেকে

গোয়াল পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত

হয়ে পড়েন। মাটি ও গোবর দিয়ে

দেওয়াল লেপা হয়। চালের গুঁড়োর

আলপনায় রাঙিয়ে তোলা হয়

বাডির উঠোন ও গোয়াল। বাডির

গৃহপালিত প্রাণীদের ভালো করে

স্নান করিয়ে গলায় মালা পরিয়ে

সাজানো হয়। এরপর কলাপাতায়

ভোগ নিবেদন করে গোরু, মোষ ও

ছাগলের পুজোও করা হয়। ভোগের

খাদ্য তালিকায় থাকে ছোলা, ভুটা

উৎসব, সোহরাইও তাই। প্রদীপ

প্রজ্বলন করা হয় বলে সোহরাই

পরব বলা হয়। অন্যদিকে,

গোয়ালে আয়োজিত হয় বলে

দীপাবলি যেমন আলোর

দানা, কচি ঘাস ও রকমারি ফল।

পরবের

তিনদিনব্যাপী সোহরাই পরব।

সোহরাই

আলপনা দিয়ে গোয়াল

🔳 হাতি ঢোকার খবর পেয়েছিলেন স্থানীয়রাও 🔳 স্থানীয়রাই বাজি-পটকা ফাটালে হাতিটি এলাকা

শিসামারা গ্রাম। অপরদিকে নতনপাডা জলদাপাড়া বনাঞ্চল।গত ৫ অক্টোবর এই শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙেই গ্রামে ঢুকে পড়েছিল ডলোমাইটমিশ্রিত ঘোলা জল। গ্রামের চাষের জমি ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিন জলদাপাড়ার গন্ডার সহ বেশ কিছু বন্যপ্রাণীও গ্রামের দিকে চলে আসে। ইতিমধ্যে দশটি গন্ডারকে

গোয়ালে গৃহপালিত

প্রাণীর পুজো

শুরু তিনদিনের সোহরাই পরব

আদিবাসীদের গোহালিপুজো।

দীপান্বিতা অমাবস্যায়

কালচিনি ব্লকের একাধিক

চা বাগানে তিনদিনব্যাপী

রীতি মেনে চালের গুঁড়োর

আলপনায় রাঙিয়ে তোলা

🔳 স্নান করিয়ে ভোগ দিয়ে

করবেন আদিবাসী পুরুষ ও

পুর্বপুরুষ ও কুলদেবতার

উদ্দেশে নিবেদন করা হবে

চাল, ডাল ও মোরগ দিয়ে

প্রাণী পুজোর পর প্রসাদ খেয়ে

রান্না করা সুরি ভাত

গহপালিত প্রাণীর পুজো

হবে বাড়ির উঠোন ও

গোয়াল

মহিলারা

নাম গোহালিপুজো। গৃহপালিত উপবাস ভঙ্গ করেন আদিবাসী

সোহরাই পরব ও

গোহালিপুজো হবে

বিভিন্ন গ্রাম থেকে বন দপ্তর উদ্ধারও করেছে। তবে চিতাবাঘ ও হাতির দল এখনও জঙ্গল ও গ্রামের সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছে। সূত্রের খবর, ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে জলদাপাড়া বনাঞ্চলের তৃণভূমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই খাঁদ্যের সন্ধ্যানে লোকালয়ে আসার চেষ্টা করছে বন্যপ্রাণী। গত ১৬ অক্টোবর দিনেরবেলা জঙ্গলের সীমানায় ঘাস কাটতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলার মুখে পড়েন নতুনপাড়ার বাসিন্দা **পেশায় স্কুলের শিক্ষাকর্মী সুদাস** রায়। সেদিন থেকে বুনোর আতক্ষ রয়েছে গ্রামে। আর রবিবার রাত থেকে শুরু হয় হাতির আতঙ্ক। হাতি লোকালয়ে ঢোকার খবর পেয়ে বনকর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালাতে গ্রামে আসেন। তখন হঠাৎ করেই পেছন থেকে হাতিটি হামলা চালায় ওই বনকর্মীর উপর। একটি নালার পাশে পড়ে যান গৌতম। হাতি ঢোকার পেয়েছিলেন স্থানীয়রাও। স্থানীয়রাই বাজি-পটকা ফাটালে হাতিটি এলাকা ছাড়ে।

এই পরিস্থিতিতে নতুনপাড়া এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের মাধ্যমে নজরদারি চালানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। স্বপন রায়ের মতো এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য 'সাধারণ বনকর্মীদের মাধ্যমে হাতি ठाफ़ाता यूँकिशृर्ग। এখন এलिফ্যान्ট মাধ্যমে নজরদারি করতে হবে।' এব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার

সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা।

পুজো দিনের বৈলা হলেও রাতে

বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা

হয়। চাল, ডাল ও মোরগের মাংস

একসঙ্গে রানা করে পূর্বপুরুষ ও

কুলদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা

হয়। ওই বিশেষ খাবারটির নাম

সুরি ভাত। এক্ষেত্রে লাল রঙের

মোরগকে নিবেদন করার প্রচলন

রয়েছে। আদিবাসীরা এই ধরনের

কথা হচ্ছিল মধু চা বাগানের বাসিন্দা

সঙ্গে। তিনি নবীন প্রজন্মের কৃষ্টি

ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। প্রকাশ

জানালেন, প্রাচীনকালে একবার

চারদিকে হাহাকার, খাদ্য সংকট।

শুকিয়ে গিয়েছিল নদীনালা। খিদের

জ্বালায় গৃহপালিত প্রাণী হত্যা করে

বাঁচার চেষ্টা শুরু করেছিল মানুষ।

প্রাণীর দুধ এমনকি রক্ত খেয়ে

মিটেছিল<sup>ঁ</sup> পিপাসা। গৃহপালিত

প্রাণীরা মানষের সঙ্গ ছেডে জঙ্গলে

চলে গিয়েছিল। এরপর মানুষ

দৈববাণী আমে, প্রাণীহত্যা বন্ধ

না করলে সংকট কাটবে না। সেই

সমাজের মানুষ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে

প্রাণীদের পথ দেখার ব্যবস্থা করে।

তারা জঙ্গল থেকে নির্বিঘ্নে ফিরে

আসে। গোরু, মোষ ও ছাগলের

গলায় ঘণ্টা বেঁধে রাখা হত। যাতে

তারা হারিয়ে গেলেও খুঁজে পাওয়া

যায়। রায়মাটাং চা বাগানের বাসিন্দা

কমল কুজুর বলেন, 'আদিবাসী

সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অঙ্গ

সোহরাই প্রব ও গোহালিপুজো

এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।'

অমাবস্যার রাতে আদিবাসী

থেকে গোহালিপুজো শুরু।

শুরু করেন

প্রকৃতির পুজো

ভয়াবহ

গোহালিপুজোর ইতিহাস নিয়ে

প্রকাশ লোহারের

খরা দেখা দিয়েছিল।

মোরগকে বলেন রঙ্গো মোরগ।

### নিরাপত্তায় স্নিফার ডগ

দীপাবলিতে নিরাপত্তার মাথায় রেখে সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা, কামাখ্যাগুড়ি, কুমারগ্রামের বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শীখা আলোর উৎসবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এমন সতৰ্কতা ও নজরদারি বলে জানান ডিরেক্টর অফ দ্য ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (ডিআইবি)-র এক আধিকারিক<sup>।</sup>

### প্রেমের টানে ঘরছাড়া

শামুকতলা, ২০ অক্টোবর শামুকতলা থানা এলাকার একটি চা বাগান থেকে নিখোঁজ সতেরো বছর বয়সি এক কিশোরী। রবিবার দুপুর থেকে তার কোনও খোঁজ নেই। প্রাথমিক অনুসন্ধানে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই কিশৌরীর সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুজনেরই মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'তদন্ত চলছে আশা করি, খুব দ্রুত কিশোরীকে আমরা উদ্ধার করব। অভিযুক্ত

## আতশবাজি

শালকুমারহাট, অক্টোবর : সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত শালকুমারহাটের জলদাপাড়া, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়ার আরও বেশকিছু গ্রাম দীপাবলিতেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। 🗋 এবার আলোর উৎসব। সোমবার ওই গ্রামগুলোয় যান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি মোট ২০০ শিশুর হাতে আতশবাজি ও মোমবাতি তুলে দেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়, শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায় প্রমুখ। কালীপুজোর দিন উপহার পেয়ে শিশুদের মুখে

### কমিটি গঠন

কুমারগ্রাম, ২০ অক্টোবর সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকে তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেসের সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হল। সভাপতি পদে আগেই তরুণকুমার দাসের নাম ঘোষণা করা হয়। তিনি কমিটির বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। ওই কমিটিতে সহ সভাপতি হয়েছেন মোট ১০ জন, সাধারণ সম্পাদক ১১ জন, ৬ জন সম্পাদক ও ২৯ জন সদস্য। তরুণ বলেন, '৫৭ জনকে নিয়ে নবগঠিত ব্লক কমিটি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় নিরলসভাবে

### আবিভাব দিবস

বারবিশা, ২০ অক্টোবর কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় বালক ব্রহ্মচারীর ১০৬তম আবিভবি দিবস করলেন সন্ধানদলেব কর্মীরা। সোমবার কমিটির উত্তরবঙ্গ তরফে প্রভাতফেরি, পতাকা উত্তোলন, ব্রহ্মচারীর জীবনদর্শনে গীতি আলেখ্য, প্রদীপ প্রজ্বলন, নামসংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণের মতো নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

### বৃক্ষরোপণ

কালীপুজো উপলক্ষ্যে সোমবার জয়চাঁদপুর উত্তরায়ণ বক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় মেহগনি, চিকরাশি, জারুল, আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া, নিম সহ নানা ধরনের ২০০টি গাছের চারা রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক গোবিন্দ সরকার, সভাপতি সুব্রত সরকার প্রমুখ।

পড়েন তিনি। টিনের দুই কামরার একটিতে শুয়েছিলেন সৌমিত্র, তাঁর মা ও বদ্ধা ঠাকমা। পাশের কামরায় ছিলেন ভাই ও বাবা।

পড়ে রইল শ্যামা মায়ের শূন্য বেদি

গলার নাল

কেটে আত্মঘাতী

8597258697 picforubs@gmail.com

রোমহর্ষক ঘটনা! ভোরে ঘুম থেকে হাসয়া স্বামীনাথ মেলার মাঠের উলটো দিকের পাড়াতেই সৌমিত্রদের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতেই বাম হাতে ঠাকুর ঘর ও মা কালীর থান। মন্দিরের

### যা ঘটেছে

- আচমকা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে গলার নলি কেটে দেন সৌমিত্র
- সৌমিত্রর থেকে বাঁটি কেড়ে নেন পরিবারের সদস্যরা
- 🔳 এরপর গলার ক্ষততে নিজের দুই হাত ঢুকিয়ে চিরে দেওয়ার চেষ্টা করেন সৌমিত্র
- ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিয়ে তাঁকে মেডিকেলে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি

সামনে উঠোনে বসেই অঝোরে কাঁদছিলেন মা আদরি শীল। কাঁদতে কাঁদতেই আদরি বললেন, 'বাড়িতে আজ কালীপুজো। পুজোর বাসনপত্র ধুতে কলপাড়ে গিয়েছিলাম। তখনই আচমকা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে সে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এই কাজ করে বসল।'

পবিবাবের সদসবো জানান ওই ঘরে তখনও শুয়ে ছিলেন সৌমিত্রর ঠাকুমা। আচমকা নাতিকে ওই অবস্থায় দেখে দরজা খোলার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সৌমিত্র তাঁকে বাধা দেন। এরপর আদরিদেবীর ডাকাডাকিতে পাশের ঘর থেকে সৌমিত্রর বাবা, ভাই, জ্যাঠামশাই এসে বঁটি কেড়ে নেন। জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন, 'এরপরেও ক্ষান্ত করা যাচ্ছিল না। গলার ক্ষততে দুই হাত ঢুকিয়ে চিরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল সৈ। ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিয়ে

শ্যামবাজারে ছবিটি তুলেছেন

শুভঙ্কর সান্যাল।।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।' ইতিহাসে অনার্স, এমএ পাশ করার পর বিএড সম্পন্ন করেও সরকারি চাকরি না পাওয়ায় হাসুয়া বাজারেই কাপড়ের একটি ছোট দোকান খোলেন সৌমিত্র। এবছর এসএসসি পরীক্ষায় বসেছিলেন। টানাটানির সংসার হলেও ঠাকুর-দেবতার প্রতি বাড়ির সকলেরই গভীর বিশ্বাস। গত দেড দশক ধরে প্রতি বছর তাঁদের বাড়িতে মূর্তি তুলে কালীপুজো হয়। সৌমিত্রর জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন,'স্বপ্নাদেশ পেয়েই

দিনেই কেন যে ভাইপোটা এমন কাণ্ড করে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল! স্বাভাবিকভাবেই এবছর আর পুজো হল না শীলবাড়িতে। পড়ে

রইল শূন্য বেদি।

বাড়িতে শ্যামাপুজো শুরু করে আমার

ভাই। পুজো হয় বৈঞ্চবমতে। নিরামিষ

ভোগ। কোনও বলি হয় না। আজকের

### খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে ঘমিয়ে

### অগ্নিকাণ্ড বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর :

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২০ অক্টোবর

উঠেই বাঁট দিয়ে নিজের গলার নলি

কেটে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ।

কালীপুজোর দিন সাতসকালে এমন

ওই মেধাবী তরুণের বাড়ি ইটাহার

থানার হাসুয়া গ্রামে। উচ্চশিক্ষিত ও

ভালো ছেলে বলে পরিচিত সৌমিত্র

কেন এভাবে নিজেকে শেষ করে

দিলেন, সেটাই এখন সকলের কাছে

রহস্য। পরিজনরাও কিছু বুঝে উঠতে

পারছেন না। কুসংস্কারের কবলে পড়ে

গ্রামের কিছু মানুষ আবার বলছেন

কোনও দেবতা বা অশুভ শক্তি ভর

করেছিল তাঁর উপর। প্রাথমিক তদন্তে

পুলিশের অনুমান, হতাশা বা গভীর

মানসিক অবসাদের কারণে আত্মঘাতী

হয়ে থাকতে পারেন ওই তরুণ

মৃতদেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে

ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো

হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর

মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত

পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার

সামান্য

দুৰ্বলতা

কথাবাত্যয়

প্রকাশ পেয়েছিল। যদিও কাউকে

কিছু বুঝতে না দিয়ে সবার সঙ্গে

স্বাভাবিক আচরণ করার পাশাপাশি

শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক কী ঘটেছিল?

মানসিক ও শারীরিক

সৌমিত্র শীল নামে বছর ৩১-এর

ঘটনায় শিউরে ওঠে গোটা গ্রাম।

বীরপাড়ার মহাত্মা গান্ধি রোডের একটি গ্যারাজে কালীপুজোর সন্ধ্যায় শার্টসার্কিট থেকে আঞ্চন লেগে যায়। গ্যারাজের ওপরতলার বাসিন্দারা আতঙ্কে পাশের বাড়ির ছাদ ব্যবহার করে বাইরে বেরিয়ে যান। বীরপাড়া দমকলকেন্দ্রের একটি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ৩০ মিনিটের চেস্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। তবে গ্যারাজের বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।

### বিকল ডাম্পার

সোমবার সকালে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় রেললাইনের ওপর একটি ডাম্পার বিকল হয়ে যায়। মালবোঝাই ডাম্পারটি সারাই করতে হিমসিম খান চালক। শেষপর্যন্ত অন্য একটি ডাম্পার দিয়ে বিকল ডাম্পারটিকে

### প্রয়াতদের শ্রদ্ধায় আলোকিত শ্বাশানঘাট

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ অক্টোবর : দীপাবলির আগের রাতেই আলো ঝলমল পরিবেশ দেখা গেল কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা শ্মশানঘাটে। সৌজন্যে দুই সমাজকর্মী রাজা বসু ও দেবাশিস রায়। একে শ্মশানঘাট, তার ওপর অমাবস্যা। তবও সোমবার ঘোডামারা শ্মশানঘাটে যেন এক ফোঁটাও নীরবতা বা বিষাদের ছায়া দেখা গেল না। বরং প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আলোয ভরে ছিল শ্মশান চত্বর। এদিন গোটা শ্মশানঘাট পরিষ্কার করে, শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাঁরা। এদিন সকাল থেকেই শ্মশানঘাট সাফাইয়ের কাজে লেগে পড়েছিলেন রাজা, দেবাশিস ও এলাকার বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবকরা। চারদিকে ছড়ানো আবর্জনা, কাঠ, ভাঙা প্রদীপ, মাটির পাত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করে, প্রায় ঝোপের আকার নেওয়া ঘাস কেটে শ্মশানঘাট নতুন রূপে সাজিয়ে তোলেন তাঁরা। আর সন্ধ্যা নামতেই প্রদীপ, ধূপ, ফুল আর মোমবাতির আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে শ্মশানঘাট। একদিকে আলো-আঁধারির স্নিগ্ধতা, অপরদিকে মৃদু শঙ্খধ্বনি আর প্রার্থনার সরে যেন এক অনন্য মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যা স্বভাবতই উপস্থিত

সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁদের এই অভিনব উদ্যোগের কথা বলতে গিয়ে দেবাশিস বলেন, 'প্রতি বছরই আমাদের সকলের ঘরবাড়ি দীপাবলিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাঁরা একসময় আমাদেরই সমাজের অঙ্গ ছিলেন. তাঁরা আজ শ্মশানের মাটিতে বিস্মৃত। আজকের উদ্যোগ। এই উজ্জুল প্রদীপগুলো কেবল আলো নয়, প্রিয়জনদের স্মৃতির শিখা। আমরা

মৃত্যু কোনও সমাপ্তি নয়, বরং এই নশ্বর জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই শ্মশান কোনও ভয়ের জায়গা নয়, বরং শ্রদ্ধার স্থান।' দেবাশিসের সত্র ধরেই রাজার সংযোজন, 'বহুদিন ধরেই আমরা শ্মশানঘাটকে সাধারণত অশুভ স্থান বলেই মনে করি। কিন্তু পরলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় শ্মশানও শান্তির প্রতীক হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে শুধ এই বছরই নয়, প্রতি বছরই দীপাবলির আগের দিন আমরা এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে চাই।'

তাঁদের এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করে বিশিষ্ট সমাজকর্মী



হরিশংকর দেবনাথ বলেন, 'ইদানীং দেখি দীপাবলির আনন্দ কেবল কত্রিম আলো আর আতশবাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ দেবাশিস ও রাজা অনেকের কাছেই দীপাবলির এক অন্য অর্থ তুলে ধরলেন।'

তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কামাখ্যাগুডি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একাদশী রায় বর্মন বলেন, 'রাজা বসু ও তাই তাঁদের স্মরণেই আমাদের দেবাশিস রায়ের এই উদ্যোগ সতি্যই প্রশংসনীয় ও সর্বোপরি মানসিক পরিশুদ্ধির প্রতীক। তাঁরা আমাদের সকলের সামনে এক অনন্য সুন্দর চাই সকলেই একথা মনে রাখুক যে, নজির স্থাপন করলেন।

## গছা দেওয়ার কলা গাছ জোগাড়ে হিম

ফালাকাটা, ২০ অক্টোবর : ফালাকাটার শিশাগোড়ের বাসিন্দা সুবল বর্মন সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই কলা গাছের খোঁজে বের হন। কিন্তু নির্মীয়মাণ মহাসডকের আশপাশে কলা গাছের চিহ্নটুকু নেই। পাঁচ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে শেষে বালুরঘাটে গিয়ে জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে কোনওরকমে তিনটি কলা গাছের চারা সংগ্রহ করেন। কেউ কেউ আবার টোটো ভাড়া করে জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকা থেকে কলা গাছ নিয়ে আসেন।

ছড়িয়ে পড়ে কি না সেটাও দেখার। কেননা অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ কিছুটা অন্যভাবে দীপাবলি উৎসব পালন করেন। তবৈ চেয়াব্রমান ঘোষণা হওয়াব পব তাঁদের সেই নিয়মে কিছ্টা আধুনিকতার ছোঁয়া থেকেই এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগেনি এমন কথা বলা যাবে না। সোমবার সন্ধ্যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে তবে দুর্গাপুজোর মুখে সেটা হয়নি। আবার অঞ্চল কমিটি ঘোষণা হওয়ার আলোর উৎসব পালিত হয়। সম্প্রদায়ের প্রবীণ সদস্যরা জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে মা কালী পর বিভিন্ন অঞ্চলে ওই রকম কোন্দল বিশেষ শক্তিসম্পন্না দেবী। সারা বছর ধরে দেখতে পাওয়ায় আবার সেই আশঙ্কা তাঁরা কালীর আরাধনা করে থাকেন। দীপাবলি



বাইকে করে কলা গাছ জোগাড়। সোমবার।

গছা দেওয়ার অনুষ্ঠানে কলা গাছ লাগবেই। এদিকে আগের মতো কলা গাছও মেলে না। তাই এখন একটি কলা গাছেই গছা দেওয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়।

গছার রীতি

সোমবার সন্ধ্যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে আলোর উৎসব পালিত হয়

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ কিছুটা অন্যভাবে দীপাবলি উৎসব পালন করেন

বাস্তু ঠাকুরের থানের সামনে ৪টি, প্রতি বাড়ির সদর দরজায় দুটি করে কলা গাছ পুঁততে হয়

রাজবংশীদের নিজস্ব ভাষায় দীপাবলিকে 'গছা দেওয়া' বা 'বাতি দেওয়া' বলা হয়

সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে। তবে রাজবংশীদের 'বাতি দেওয়া' বলা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, পুজোর উৎসবও মহাসমারোহে পালিত হয় এই নিজস্ব ভাষায় দীপাবলিকে 'গছা দেওয়া' বা দিন বাস্তু ঠাকুরের থানের সামনে ৪টি, প্রতি

বাড়ির সদর দরজার সামনে দুটি করে কলা গাছ পঁততে হয়। পজক সম্প্রদায় অধিকারী এসে বাঁড়িতে পুজো দৈন। তারপর প্রতিটি কলা গাছে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাজবংশীদের বিশ্বাস, স্বর্গীয় পূর্বপুরুষরা এই আলো দর্শন

করেন এবং স্বর্গ থেকে আশীবর্দি করেন। তবে এখন সেই পুরোনো রীতিতে অনেক বদল এসেছে। অধিকারীদের সংখ্যা কমেছে। এজন্য অনেক বাডিতেই অধিকারী ছাডাই গছা দেওয়া হয়। আবার আগের মতো কলা গাছও এখন পাওয়া যায় না। কেননা গ্রামীণ এলাকাতেও তেমন কলা গাছ পাওয়া যায় না

বলেই জানাচ্ছেন সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিন অনেক কস্টে কলা গাছ জোগাড় করা সুবল বললেন, 'কয়েক বছর আগেও রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ে অনায়াসেই মিলত কলা গাছ। কিন্তু মহাসড়কের সম্প্রসারণের কারণে ঝোপঝাড় কাটা পড়েছে।' বংশীধরপুরের বছর আশির রাইচেঙ্গার বিকাশ রায়ের কথায়, 'গছা দেওয়ার অনষ্ঠানে কলা গাছ লাগবেই। এদিকে আগের মতো কলা গাছও মেলে না। তাই এখন একটি কলা গাছেই গছা দেওয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়।

-বিকাশ রায় প্রবীণ বাসিন্দা



### শিল্পীকে মার

দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় হাতে আক্রান্ত হলেন এক প্রতিমা সাজশিল্পী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার মানিকতলায়। পুলিশ এখনও



### হোর্ডিং

এনকেডিএ'র চেয়ারম্যান পদ ফিরে পেতেই এবার বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে হোর্ডিং পড়ল। এই কেন্দ্রের বিধায়ক পদে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।



### ছাত্রীর দেহ

বাডির আলমারি থেকে উদ্ধার হল ১১ বছরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ। রবিবার সন্ধ্যায় আলিপুরের এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ। তাদের অনুমান, এটি আত্মহত্যাও হতে পারে।



### মৃত্যু যাত্রীর

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার এক সপ্তাহ পর মৃত্যু হল এক রেলযাত্রীর। গত ১২ অক্টোবর দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গাফিলতির কথা ষীকার করেছে রেল।

## প্রদীপের কারিগরের ঘর থাকে আঁধারেই

বেলা। দোকানে বসেই ঢুলছেন মৃৎশিল্পীদের। ঘরেই প্রদীপ বানান বছর ৬২'র রমনী পাল। ঝুড়ির মধ্যে তাঁর হাতের তৈরি মাটির প্রদীপগুলি তখনও পড়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই বৃদ্ধা বললেন, 'দিনরাত এক করে<sup>`</sup>হাতে প্রদীপ মেশিনের ডিজাইন ও অনলাইনের বানাই। এখন তো অনলাইনের রমরমা আমাদের মাটির ছোঁয়াকে যুগ। সেখানে প্রদীপও পাওয়া যায়। দেখি আর কটা বিক্রি হয়।' রেখা জ্যোৎস্না পালের বাড়ি।বিয়ের কালীপজোর শহর সেজে উঠেছে আলোর রোশনাইতে। চোখ ধাঁধানো চায়না আলো, কৃত্রিম প্রদীপ ও মোমবাতিতে বাজার ছেয়েছে। গন্ধ থাকে। কিন্তু মানুষ এখন এক সময়ে হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ ও তাতে তেলে ভেজানো তুলোর সলতে ছিল কালীপুজো ও দীপাবলির অন্যতম প্রতীক। লোক আসত। এখন তারা বলে, কিন্তু এই অনলাইন ও যন্ত্রনির্ভর যগে আলোর উৎসবেও আঁধারেই রইলেন হাতে তৈরি মাটির প্রদীপ

১৭ নম্বর দক্ষিণদাঁড়ি লেন যেন এক টকরো কমোরটলি। বসেছেন রমেশ পাল। বললেন, সেই কাজে অনেকটা বাদ সেধেছে। কোথায়। প্রতি বছর অপেক্ষা করি

প্রদীপ তৈরি, শুকনো করা, রং ও নকশা খোদাইয়ের পর বেচাকেনার কলকাতা, ২০ অক্টোবর : শেষ শেষ পর্বেও আক্ষেপ মিটল না জ্যোতিষ পাল। উঠোনের এক কোণে অবিক্রিত প্রদীপের ঢাঁই। বললেন. 'এক ডজন প্রদীপ বানাতে কত পরিশ্রম। অথচ বিক্রি হয় না। ঢেকে দিয়েছে।' দু'পা এগিয়েই পর ৩২ বছর ধরে প্রদীপ তৈরির কাজই করছেন তিনি। বললেন. 'প্রতিটি প্রদীপে আমাদের ঘামের মেশিনের আলোয় বেশি বিশ্বাস করে। এক সময় এখান থেকে প্রদীপ কিনতে বাইরের জেলা থেকেও অনলাইনে নাকি ঝাঁ চকচকে, কম দামে প্রদীপ পান তারা। ওয়াক্স

ক্লে, রঙিন ডিজাইনার ক্লে, রাস্টিক

স্টাইল, ছাঁচের খোদাই সহ বিভিন্ন

নজরকাড়া ডিজাইনের প্রদীপ নিয়ে

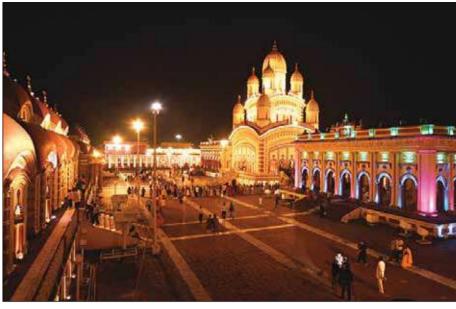


'এখন আর বাজার ভালো চলে না। মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই এই ধরনের প্রদীপ রাখতে হয়। কারুকার্য অনুযায়ী দামও বেশি।' একই বক্তব্য গীতা পালেরও। বললেন, 'আমাদের এই পাড়ায় লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই কালীপূজোর জন্য প্রদীপ বানানো শুরু হয়ে যায়। এবছর বৃষ্টি

সোমবার কলকাতার দক্ষিণদাঁড়িতে। অনেকে আবার দত্তপুকুর, হাবড়া থেকে প্রদীপ কিনে এনে রং করেন

এখানে। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে তৈরি করলেও মুনাফা কম। কারিগররা টাকার জন্য কাজও করতে চায় না। খরচ বেশি। আর এখন তো কম সময়ে মেশিনেই সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিশ্রমের আর দাম

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বর্ধ করে ১৪ বছর বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তখন প্রতিটি বাড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দিনটিতে প্রদীপের সমাহার অশুভ শক্তির বিনাশ করে। সেই বিশ্বাস থেকে এখনও কিছু ক্রেতা কেনেন হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ। এক ক্রেতা শিল্পী রায় বললেন, 'এলইডি টাইপের কৃত্রিম প্রদীপ এখন চল। কিন্তু হাতে তৈরি প্রদীপের অনুভূতি অন্যরকম।' দত্তপুকুরের প্রদীপ গ্রামের মৃৎশিল্পী তরুণ মজুমদার বললেন, 'অনেকে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। তাই হস্তশিল্প মেলা বা গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনের মতো উদ্যোগ আরও বাডানো জরুরি বলে মনে করি।' তবুও শিল্পীর হাত থামবে না। তাঁদের বিশ্বাস, মেশিনের যুগ এগিয়ে যাবে কিন্তু মাটির প্রদীপের শিখা কোনওদিন নিভবে না কারণ তাতে রয়েছে এক শিল্পীর পরিশ্রম। এই বিশ্বাস নিয়েই পরের বছরের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা।



সোমবার দক্ষিণেশ্বরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

## ঠিকাদার নিয়োগে মশন-রাজ্য দ্বন্দ্ব

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। কমিশন সূত্রে খবর, '২৬-এর বিধানসভা নিবার্টনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারবান্ধব পরিকাঠামো নির্মাণের বরাত পেয়েছিল সরকারি সংস্থা ম্যাকিনটোস বার্ন। প্রথমে কমিশনের সঙ্গে সেই ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনার পর তাদের প্রস্তাবে রাজিও হয় ওই ঠিকাদার সংস্থা। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছে তারা। সূত্রের খবর, প্রশাসনিক চাপেই তাদের এই সিদ্ধান্ত বদল। এদিকে আচমকা এই সিদ্ধান্ত বদলে ক্ষুদ্ধ রাজ্যের মুখ্যনিবার্চনি আধিকারিক মনোজ আঁগরওয়াল। সিদ্ধান্ত বদলের কারণ সন্তোষজনক না হলে ওই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আগরওয়াল। এই

পরিস্থিতিতে এসআইআর শুরুর আগে

ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে রাজ্য

আধিকারিকরা। যদিও এই ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এমনিতেই এসআইআর নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের

### সংস্থাকে আহনি

মনোভাবকে হিসেবে অসহযোগিতা দেখছে কমিশন। দেওয়ালি চুকলেই যে কোনও দিন রাজ্যে এসআইআর শুরু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। রাজ্যের 'অসহযোগিতা'কে সঙ্গী করে সেই কাজ কতটা সুষ্ঠভাবে করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কমিশনের। এরই মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকা সেই অসহযোগিতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে মনে করছে

বনাম কমিশনের নতুন করে সংঘাতের চরমপত্র পাঠিয়ে সতর্ক করেছে কমিশন। আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'আলোচনা অন্যায়ী কাজ না করলে ওই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হবে। এমনকি সংস্থার কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন।'

> কমিশনের এই ফতোয়ার পরেই নডেচডে বসেছে নবান্ন। কালীপজো ও দীপাবলি থাকায় সরকারিভাবে কমিশনের 'ফতোয়া'র বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপ নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনা না হলেও প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে তা নিয়ে চর্চা অব্যাহত। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আমলা বলেন, 'ম্যাকিনটোস বার্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যা রাজ্যের পর্ত দপ্তরের অধীন। কমিশনের বক্তব্য খতিয়ে দেখার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' রাজ্য প্রশাসনের মতে, বিষয়টিকে 'ইগোর লড়াই' হিসেবে নাম দেখে কীভাবে সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব তা ভেবে দেখা দরকার। কমিশন যদি সব ক্ষেত্রেই বাজ্য প্রশাসনেব সঙ্গে এক তরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে তাহলে

### প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি

কলকাতা, ২০ অক্টোবর কালীপুজোর সকালে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নির্মল দত্তকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ নিজের ওয়ার্ড অফিসের তালা খুলতে যান তিনি। ওই সময় এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করতে যায়। কোনওরকমে তিনি হাত ধরে ফেলেন। তার পরেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তখনই অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পরেই নির্মল বলেন. 'এলাকায় বেআইনি কাজ করতে দিই না বলে কি আমি টার্গেট? এর আগেও আক্রমণ হয়েছে। প্রশাসন



চাইলে আটকাতে পারে।

বিধানগর পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্কের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নিৰ্মল দত্ত। বৰ্তমানে তিনি বিধাননগর আইএনটিটিইউসির সভাপতি। তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিরোধীদের অভিযোগ, এর নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি. এলাকায় নজরদারি বাড়ানো উচিত। সম্প্রতি অন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা দম্কতীদের ধরতে বিধাননগরে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ। ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা কীভাবে এখানে ঘাঁটি গড়ছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রেক্ষিতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# কালীপুজোর রাতে আতশ্বাজির ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা। সোমবার কলকাতায়।

## ঋণ নেওয়া টাক

### রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহে বরাদ্দ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্প চালানোর কারণে চলতি আর্থিক বছরের ততীয় ত্রৈমাসিকে রাজ্য সরকার নতুন করে ২৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ বাজার থেকে নিয়েছে। ফলে চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ রাজ্য সরকারের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ঋণের টাকা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এব মধ্যে বাস্তা সংস্কাবেব জন্য ৭ হাজার কোটি ও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সবববাহের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে. ঋণ নিয়ে সামাজিক প্রকল্প চালাতে গেলে চলতি আর্থিক বছরের ঋণ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে চলতি আর্থিক বছরেই ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়ে যাবে। এখন মোট ঋণের পরিমাণ ৬

### একনজরে

- চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য সরকার
- পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটির মধ্যে রাস্তা সংস্কারে ৭ হাজার ও বাডি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ
- 🔳 বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বছরের শেষে তা ৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিপল পরিমাণ ঋণের বোঝায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তা মনে করছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ও অর্থনীতিবিদরা।

যদিও নবান্নের কর্তাদের দাবি, বাংলার বাড়ি, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর থেকে কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। কেন্দ্রের তদন্তকারী দল বারবার এসে এই রাজ্যে ঘরে গেলেও তারা টাকা খরচে কোনও অসংগতি পায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। তার ফলেই রাজ্য সরকারকে ঋণ নিয়ে চলতে হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার কিমি রাস্তা পূর্ত দপ্তরের অধীনে। এর মধ্যে ১২ হাজার কিমি রাস্তা ডিএলপি (ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড)-র কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই করতে হবে। বাকি যে ৮ হাজার কিমি রাস্তার মধ্যে খারাপ অংশের কাজ বরাদ্দকৃত ৭ হাজার কোটি টাকা থেকে খরচ করা হবে।

### দিন্দার পাশে দাঁড়ালেন

শুভেন্দু

কলকাতা, ২০ অক্টোবর: ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী হবেন তিনিই। প্রকাশ্য সভা থেকেই সেই কথা ঘোষণা করেছিলেন ময়নার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল দলে। এদিন সেই বিতর্কে অশোক দিন্দার পাশেই দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২১-এর বিধানসভা ভোটে দলের

জয়ী প্রার্থীরা ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন। এমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তবে তার মানে এই নয়, সব বিধায়ককেই টিকিটের গ্যারান্টি দিচ্ছে বিজেপি। ২১-এর জেতা ৭৭ জন বিধায়কের মধ্যে এমনিতেই ৮ বিধায়ক দলবদল করেছেন। বর্তমানে বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা সাকুল্যে ৬৫। বাকি আসনগুলি উপনিবার্চনে হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। এঁরা প্রত্যেকেই ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন এমনটা নয়। এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাটা বেশি। প্রার্থী নিয়ে দলে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বর্তমান বিধায়ক অশোক দিন্দা বললেন 'ময়নায় প্রার্থী হতে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি কথা দিতে পারি, এটা ৯৯ শতাংশের বেশি নিশ্চিত যে আমিই প্রার্থী হচ্ছি।' যদিও এরপরই কিছুটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন বুঝতৈ পেরে অশোক বলেন, 'বিজেপিতে এভাবে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। তবুও বলছি, আমি এই কেন্দ্রেরই প্রার্থী হচ্ছি।' অশোকের এই ঘোষণার পরেই তা নিয়ে বিতর্ক শুক হয়েছে দলে। একজন বিধায়ক কীভাবে প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তলেছেন তাঁরই জেলার নেতারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, 'কোনও প্রভাবশালীর হাত ওঁর মাথায় না থাকলে এমনটা বলা সম্ভব নয়।' তবে দিন্দার পাশে দাঁড়িয়েছে শুভেন্দু। সোমবার নন্দীগ্রামে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'অশোক অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এমএলএ। বিধানসভায় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাসপেভ হয়েছেন তাছাডা এটা তো কোনও ঘোষণা নয়। ওঁর পারফরমেন্স আছে। তাই ২৬-এর ভোটে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে উনি তো আশা করতেই পারেন।'

## **ग**(लर्

কমিশন। এই অবস্থায় সংস্থাকে কার্যত আশু সমাধান সম্ভব নয়।

### রাজ্যে সিএএ শিবিরের ভাবনা আরএসএসের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর দেওয়ালি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া চুকলেই রাজ্যজুড়ে সিএএ শিবির তৈরিতে তৎপরতা বাড়াতে চলেছে আরএসএস। সুত্রের খবর, রাজ্যের সীমান্তবর্তী ৮-৯টি জেলায় প্রায় ৭০০ সিএএ শিবির খুলতে চলেছে সংঘ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নিজেদের সংগঠন ও সমমনোভাবাপন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন আরএসএস নেতৃত্ব।

এসআইআর-এর ধার্কায় ভোটার হিন্দু শরণার্থীর। সেই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে রাজ্যের উদ্বাস্ত্র, শরণার্থীরা যাতে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করেন, সেই লক্ষ্যেই সিএএ শিবির নিয়ে এই তৎপরতা আরএসএস-এর। মূলত রাজ্যের

পরগনা, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে এই আরএসএস-এর তথ্য অনুযায়ী এখনও নথিভুক্ত করলেও আইনগত প্রশাসনিক জটিলতায় শ'খানেক আবেদনকারীকে সিএএ শংসাপত্র দেওয়া গিয়েছে।

জন্য বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট খুঁজে তালিকা থেকে নাম বাদ পড়বে বহু পেতে নাকাল হচ্ছে বিজেপি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও দলীয় এজেন্ট নিয়োগ করার পর প্রশিক্ষণ নিতে এসে তাঁরা নানা দাবিদাওয়া করছেন। সম্প্রতি এ ধরনেরই একটি বিএলএ -২ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলায় সীমান্তবর্তী দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ জেলায় সুদৃশ্য পার্টি অফিস থাকবে করে দিতে চেয়েছেন শমীক।

না। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কাজ নয়। এমনকি ভার্চয়াল বৈঠকেও লোক পাবেন না।' ২৬-এর বিধানসভা ভোটে শিবির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সফল হতে হলে এসআইআরকে সফল করতে হবে। অমিত শা থেকে শুরু পর্যন্ত ৪২ হাজার আবেদনকারী নাম করে সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদবরা বুথস্তরের এজেন্টদের কাছে বারবার এই বার্তা দিচ্ছেন। এসআইআর-এর কাজে বথভিত্তিক এজেন্টদের সতর্ক এদিকে এসআইআর সংশোধনের করে শমীকের বার্তা, 'এসআইআর রূপায়ণে বিজেপির ভূমিকায় যদি ঘাটতি থেকে যায়, তাহলৈ বিধানসভা নিবচিনের পর রাজ্যে দলের নেতা-কর্মীদের যে কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁডাতে হবে. সেটা অনমান করা খবই শক্ত।' দলের একাংশের মতে. সম্ভবত সেই আশঙ্কার কথা বলে এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা দলীয় কর্মীদের সতর্ক

## টেট নিয়ে প্রস্তুতি

যথেষ্ট দৃশ্চিন্তায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজোর ছুটি শেষ হলেই সুপ্রিম রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে প্রস্তুত তারা। তবে পুনর্বিবেচনার আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, সেই বিপদ এড়াতে নতুন করে টেট পরীক্ষা নেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতিও সেরে রাখছে পর্যদ। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম শ্রেণি থেকে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত এরাজ্যে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা টেট অনুত্তীর্ণ। তাঁদের যাবতীয় তথ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তালিকা তৈরি হয়েছে।

পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল জানিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ফের পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হলে চাকরি হারানোর বিভূম্বনায় পড়তে সেখানে শিক্ষা দপ্তরের কাছে যাবতীয় চাইছে না রাজ্য সরকার। টেট নিয়ে নথি চাওয়া হবে। তাই সেইদিক সম্প্রতি সপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকেও আমরা প্রস্তুত। আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে চাপে শাসকদল। এরপর সূপ্রিম রায় কার্যকর হলে ফের এক লক্ষের কাছাকাছি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে শিক্ষামহল। তাই কোনওরকম প্রস্তুতি ফেলে রাখতে চাইছে না রাজ্য। শিক্ষক মহলের আশা, পনর্বিবেচনার আর্জি শীর্ষ আদালত খারিজ করবে না। ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইন ও এনসিটিই গেজেট নোটিফিকেশন সেই সরক্ষা দেবে। তবে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা রয়েছে। সপ্রিম রায় মেনে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ফের টেট আয়োজনের সেরে রাখা হয়েছে। আদালতে রায় প্রস্তুতি তাই শুরু করে দিয়েছে সরকার।

### ভোগ রাঁধলেন মমতা, নন্দীগ্রামের পুজোয় শুভেন্দু দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর

কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ

থেকে বারাসত, নৈহাটির বড়মা,

শক্তি আরাধনায় সোমবার জমজমাট

থাকল গোটা রাজ্য। আলোর উৎসবে

মতো এবারও বাড়ির পুজোয় সকাল

থেকে ব্যস্ত থাকলেন মুখ্যমন্ত্ৰী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ভোগ

রান্না থেকে শুরু করে পুজোর নানা

আয়োজনে দম ফেলার ফুরসত ছিল

না রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের।

প্রতিবারই তাঁর বাড়ির কালীপুজোয়

চাঁদের হাট বসে। এবারও তার

ব্যতিক্রম হয়নি। নৈহাটির বড়মার

পূজো এবার ১০২ বছরে পা

দিয়েছে। সকাল থেকেই নৈহাটির

লঞ্চঘাট থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত

গিজগিজ করেছে ভক্তদের ভিড়।

তারাপীঠ সহ বীরভূমের পাঁচটি

সতীপীঠেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতায় কালীঘাট ছাড়াও ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, লেক কালীবাড়ি, আদ্যাপীঠ, করুণাময়ী কালীবাড়িতে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। বিকালে মাতোয়ারা ৮ থেকে ৮০। প্রতিবারের

কালীবাড়িতে পুজো দিতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে সকাল থেকেই পুজোর উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকালে নৈহাটির বড়মার কাছে পুজো দিতে যাবেন অভিষেক। প্রতিবারই বারাসতের

কালীপুজো দেখার জন্য স্থানীয় তো বটেই, আশপাশের এলাকা ও জেলার মানুষ ভিড় করেন। রবিবার থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল বারাসতে। সোমবার বিকাল ৪টে থেকেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে যশোর

রোড ও টাকি রোডের বিভিন্ন দিক থেকে আসা বাস ও অন্য বড়

হয়েছে। কৃষ্ণনগরের দিক থেকে জায়গায় বড় ও চার চাকার গাড়ি নো গাড়িগুলিকে ডাকবাংলো মোডের আসা গাড়িগুলিকে ময়না এসপি ও বনগাঁর দিক থেকে আসা এন্টি করে দেওয়া হয়। মধ্যমগ্রামের অনেক আগেই আটকে দেওয়া অফিসের আগে, টাকি রোড ধরে



বাড়ির পুজোয় ভোগ রান্নায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

আসা গাড়িগুলিকে কাজিপাড়ায় গাড়িগুলিকে গেঞ্জি মিলে আটকে

দেওয়া হয়েছে। ভাইফোঁটা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে নো পর্যন্ত এন্ট্রি থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়ৈছে।

এদিন সকাল থেকেই কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, কালীবাড়ি, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি সহ সর্বত্র ভিড় উপচে পড়েছিল। কলকাতা শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে বিভিন্ন জায়গায় ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

আগামী ২ দিনেও রাতে শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।







### আলোচিত



(আফগানিস্তান) তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, যারা পাকিস্তানের ভেতরে সম্বাসবাদ চালাচ্ছে। অথচ আমুরা (পাকিস্তান) গত ৫০-৬০ বছরে ধরে আফগানদের দেখভাল করছি। যেহেতু দটি মসলিম রাষ্ট্র, তাই আমাদের মধ্যে সমঝোতা থাকা উচিত। সেসব ভুলে আপনারা অন্য পথে যাচ্ছেন। - শাহিদ আফ্রিদি

### ভাহরাল/১



বন্দুকের আদলে তৈরি লাইটার দেখিয়ে অপ্রকৃতিস্থ এক ভারতীয় তরুণ ব্যাংককে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। নাচানাচির পাশাপাশি পুলিশকে হুমকি দিচ্ছিলেন। দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

### ভাইরাল/২



সুরাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে হঠাৎ হানা দিয়েছিল পুলিশ। অনুষ্ঠানে আসা এক ব্যবসায়ীর গাড়ি আটকান প্রলিশকর্মীরা। ১৯ বছরের এক তরুণ গাড়ি থেকে নেমে পুলিশকে ভিডিও রেকর্ডিং বন্ধ করতে বলেন। এ নিয়ে তকাতির্কি গড়ায়

হাতাহাতিতে।

## স্ববিরোধী বদলের কৌশলে সংঘ দীর্ঘায়

### মৌলবাদী রোমে নারী

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ কার্তিক ১৪৩২

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

•রীর অমর্যাদায় শুধু মুসলিম মৌলবাদকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীদের একাংশের মধ্যে একই মনোভাব প্রকট। আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ধসে চাপা, আহত মহিলাদের চরম দুর্দশা, অসহায়তা সামনে এসেছিল। তালিবানি ইসলামিক শাসনতন্ত্রে মহিলাদের স্পর্শ নিষিদ্ধ। তাই দুর্গত মহিলাদের উদ্ধার, চিকিৎসা ইত্যাদি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। চাপা প্রড়ে থেকে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই আফগান মহিলাদের ভবিতব্য হয়ে গিয়েছিল।

শিউড়ে ওঠার মতো সেই ছবি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল। তাতে মৌলবাদীদের হেলদোল হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় বাংলাদেশেও গত এক বছরে নৈরাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মহিলারা। শ্লীলতাহানি, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে বোরখা পরানোর প্রয়াস ইত্যাদিতে নারীর অমর্যাদা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে গিয়েছিল। শেখ হাসিনা মোল্লাতস্ত্রকে তোষণ করলেও তাঁর শাসনে মৌলবাদী ফতোয়া এত বেলাগাম ছিল না। মুহাম্মদ ইউনুসের জমানায় মহিলাদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচার, হেনস্তা চরম আকার নিয়েছে।

মুসলিম মৌলবাদের প্রতি এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সচেতন মানুষের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ধরনের ধর্মান্ধতাই নারীর সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী দুই মহিলার বয়ান সেই সত্যকে বেআব্রু করেছে। একজন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল। যিনি নরেন্দ্র মোদির পর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গুজরাট শাসন করেছিলেন। তিনি লিভ ইন সম্পর্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মেয়েদের তা থেকে দূরে থাকতে

আনন্দিবেনের মতে, লিভ ইন সম্পর্ক হলেই খুন হওয়ার পরিণতি অনিবার্য। ৫০ টুকরো হয়ে দেহ পড়ে থাকবে। লিভ ইন সম্পর্কের সঙ্গে তিনি সম্ভবত নাবালিকা মাতৃত্বকে একসূত্রে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি অনাথ আশ্রমগুলিতে ১৫ বছরের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। নাবালিকা বা ধর্ষণের পরিণামের বদলে এই মাতৃত্বকে তিনি লিভ ইনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন সম্ভবত জেনেবুঝেই।

কেন্না লিভ ইন সম্পর্কে সাধারণত সাবালক ব্যসেই জড়ায় অনেকে নাবালকদের মধ্যে লিভ ইন একেবারে নেই বলা যাবে না, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। যা দিয়ে কোনও প্রবণতা বোঝানো যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, লিভ ইনকে কাঠগডায় তুলে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নারী-পুরুষের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ইত্যাদির মূলে কঠারাঘাত করেছেন। নারী-পুরুষের নিজের ইচ্ছায় একসঙ্গে থাকার স্বাধীনতা স্বীকৃত। তাতে বিয়ের সিলমোহর পড়ুক

আনন্দিবেন সেই স্বাধীনতা মানতে অনাগ্রহী। তিনি শুধু যে জনপ্রতিনিধি ছিলেন বা প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন- তা নয়। তিনি দীর্ঘদিন বিজেপির নেত্রী ছিলেন। হিন্দুত্ববাদের মন্ত্র বহন করেছেন। তাঁর মতো হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাবহনকারী আরেকজন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। যিনি অতীতে বিজেপির মনোনয়ন পেয়ে সাংসদ ছিলেন। একইরকমভাবে প্রজ্ঞার নারীর মর্যাদার প্রতি শুধু তাচ্ছিল্য নয়, জিঘাংসা প্রকট হয়েছে সম্প্রতি। কোনও অহিন্দুর বাড়িতে গেলৈ হিন্দু মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করতে অভিভাবকের হাত যেন না কাঁপে- সেই সওয়াল করেছেন।

সেই প্রজ্ঞা, অতীতে যাঁর বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল। যে মহাত্মা সর্বধর্ম সমন্বয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। হিন্দুত্ববাদের বড় সৈনিক প্রজ্ঞা এখন প্রচার করছেন, অহিন্দুর কারও সঙ্গে যোগাযোগ (সব ক্ষেত্রে প্রেম বা বিয়ে নয়) রাখার অর্থ সেই মেয়ে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত

বুঝিয়ে, ভালোবেসে না পারলে সেই মেয়েদের তিরস্কার, এমনকি মারধর করে 'মূল্যবোধ' শেখানোর ফতোয়া শোনা গিয়েছে প্রজ্ঞার মুখে। এরকম 'বেয়াদব' মেয়েদের বাড়ি থেকে এক পা না বের হতে দেওয়ার নিদান দিয়েছেন তিনি। যাতে মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদের মনোভাব স্পষ্ট। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে একইরকম মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। বাস্তবে নারীর প্রতি অসম্মানে সব মৌলবাদের অবস্থান একই।

### অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা. ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রীরামকফ পর্মহংস

বিরোধীরা ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে। সংঘের বিস্তারে বাধা পড়ে না।



যত বেশি জানে, তত কম মানে। শতাব্দীপ্রাচীন স্বয়ংসেবক সংঘের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত- যত কম জানে, তত বেশি মানে। একশো বছর ধরে

টিকে রয়েছে আরএসএস। এটা বললেও সবটা বলা হয় না। একদিকে আরএসএস সম্পর্কে জনতার বিশেষত রাজনীতিকদের অজ্ঞ ও অস্বচ্ছ ধারণা, অন্যদিকে ঘোষিত লক্ষ্যে স্থির থেকেও কৌশল বদলের স্বার্থে নিজের নির্মিত ইতিহাসের নির্দ্বিধ বিনির্মাণ। সংঘের আয়ু দীঘায়িত হওয়ার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

গত বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একশো বছরে পা দিল। এটা তার জন্মতিথি। কিন্তু খাতায়-কলমে সামাজিক সংগঠনটি শুধু ইতিহাসে থেকে যায়নি, আসমুদ্রহিমাচলে তার বিস্তার। ১৯২৫ সালে তার সূচনা মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। একশো বছর আগে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল আনমানিক ২৫ কোটি। আজকের ভারত প্রায় ১৫০ কোটির বাসভূমি। সেই ভারতীয় শাসকশ্রেণির চালিকাশক্তি আরএসএস নামের 'এনজিও'টি।

ব্রিটিশ বিদায়, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্বায়ন। সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি- উত্তর আধুনিকতা থেকে উত্তর সত্য। স্টেট থেকে ডিপ স্টেট। এই বহুবর্ণের, বহুমাত্রিক বদলের মধ্য দিয়ে যেতে দশকে দশকে চলেছে ভাঙাগড়া। সেই আবহে একশো বছরব্যাপী একটা সংগঠন বহাল। বর্তমান ভারতের শাসকদলের অক্সিজেন

দু'দিন আগেও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দলতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির সংশ্রব স্বীকার করত না আরএসএস। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে সাবেক ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ধোঁয়াশা বজায় রেখে চলত। কিন্তু অতি সম্প্রতি অর্থাৎ সংঘের শতবর্ষের দারপ্রান্তে এসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও রাখঢাক না রেখেই একদা তিনি যে সংগঠনের প্রচারক ছিলেন, সেই আরএসএসের স্তুতি করলেন। তাও সরকারি মঞ্চ থেকে।

সংঘের শতবর্ষে ভারতমাতার ছবি খচিত একশো টাকার মুদ্রা প্রকাশ করে সংগঠনটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পর্যন্ত দিলেন। যে মুদ্রায় লিখিত রয়েছে সংঘের মূল 'মন্ত্র' সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন আধিপত্য প্রদর্শনের নজির দ্বিতীয়টি নেই। স্বভাবতই তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। মূলত মার্কসবাদীরা মতাদর্শগত স্তরে ও জাতীয় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি থেকে হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিবাদ করেছে।

গত একশো বছর ধরেই, বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্ব থেকে সংঘকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। দেশভাগ, স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিসন্ত্রাস, গান্ধিজিকে হত্যা ইত্যাদি সংঘের ইতিহাসে এক-একটি বিতর্কিত মাইলফলক। ধর্মীয় বিদ্বেষজনিত সন্ত্রাসের অপর মাইলফলক বাবরি মসজিদ ধ্বংস। এর মধ্যবর্তী যাত্রাপথ মোটেই সরলরৈখিক নয়। বরং অতীব দুর্গম, বন্ধুর। পদে পদে সংঘাতদীর্ণ ও বিতর্কবিদ্ধ তার এই অভিযাত্রা।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তোষণ, হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভাজন থেকে কংগ্রেস বিরোধিতার অনিবার্য পরিণতি গান্ধি হত্যা। যার পরিণতি সংঘকে নিষিদ্ধ করা। এরপর ১৯৭৫



সালে জরুরি অবস্থায় এবং সর্বশেষ বাবরি মহলের অজ্ঞতাপ্রসূত অস্বচ্ছ ধারণা সংঘের মসজিদ ধ্বংসের পর আরএসএস ফের নিষিদ্ধ হয়। পরাধীন ভারতে একবার এবং স্বাধীনতা উত্তর দেশে তিনবার নিষিদ্ধ হওয়া সেই সংগঠন আজ ভারতের শাসকদল বিজেপির

সংঘ যখন যখন নিষিদ্ধ হয়েছে, তাৎপর্যপর্ণভাবে তখনও ভারতের সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বহাল থেকে গিয়েছে বিজেপি। নিষিদ্ধ হয়নি। আবার সংঘও কখনও বিজেপির অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি। নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট বর্জিত সরকার গড়েন বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদের রাষ্ট্রীয় উত্থানের সেই শুরু।

২০০৪ সালে সেই সরকারের পতনের পর আবার এক দশকের অপেক্ষা। তারপর ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় এনডিএ সরকার। যার লাগাতার শাসনের এগারো বছরের মাথায় সেই এনডিএ'র মতাদর্শগত আধার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ। সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বিজেপিকে গত ২০২৪ সালে লোকসভায় একক গরিষ্ঠতা খুইয়ে শরিকনির্ভর হতে হয়েছে।

বিজেপির চলার পথে বন্ধুরতা থাকলেও সংঘ কিন্তু অবিচল গতিতে এগিয়ে চলেছে। সময়ের ওঠা-পড়া বিজেপির গায়ে লাগলেও সংঘের লাগেনি। একশো বছর ধরে টিকে থাকার পাশাপাশি সংঘ পরিবারের বিস্তৃতি ভারতের রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও প্রায় সর্বস্তরে। দিনে দিনে প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। বয়সের ভারে সংকুচিত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। একটা সংগঠনের বড় সাফল্য তো বটেই।

কিন্তু কী সেই জাদু, যার বলে সংঘের জনমানসে বিশেষত ভারতের রাজনীতিক গিয়ে মালয়ালি প্রথা মেনে শবরীমালায়

টিকে থাকার জাদুকাঠি। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো খণ্ডিত কিছু ধারণা থাকতে পারে। এই অতি দক্ষিণপন্থার উলটোদিকে থাকা কংগ্রেস বা বামপন্থীদের সামগ্রিকভাবে সংঘ সম্পর্কে সম্যক ধারণাই নেই। বরং সংঘের মোকাবিলায় নরম হিন্দুত্ব আয়ত্ত করে চলেছে সমস্ত অবাম রাজনৈতিক দল।

এই অস্বচ্ছতাই সংঘের পথ মসৃণ করেছে। বস্তুত আপাতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে হরেক কিসিমের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নির্বিঘ্নে সামরিক নিষ্ঠায় সেরে চলেছেন স্বয়ংসেবকরা। বিরোধীরা বিজেপি শাসককে ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে সংঘের বিস্তারের কোনও সম্পর্ক থাকে না।

মনে রাখতে হবে, স্বাধীন ভারতের ২২ বছর বাদ দিলে বাকি প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকের মধ্যে সাকুল্যে ১৬ বছর দিল্লির মসনদে বিজেপি। অর্থাৎ রাজনৈতিক শাখার ক্ষমতায়ন নিরপেক্ষে সংঘের সামাজিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের রেখাচিত্র সদা ঊর্ধ্বমুখী। বিজেপি আদতে সংঘের বাফার। তাই তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা সমালোচকরা ভোটের রাজনীতির নিরিখে সংঘের মূল্যায়নে নিজেদের আবদ্ধ রাখে।

কিন্তু সংঘের হিন্দুত্বের ইঞ্জিনিয়ারিং কতটা অপ্রতিরোধ্য, তা টের পাওয়া যায় ভোটের মরশুমে। ধর্মীয় আচরণকে রাজনীতি-বিযুক্ত করার তত্ত্ব উজাড় করা নেতারা নিজেকে হিন্দু প্রমাণে মিডিয়া ডেকে নানা অছিলায় ধর্মস্থানে মাথা ঠুকতে মরিয়া হন। কিন্তু দেখা যায় বিজেপিকে ভোটে পর্যুদস্ত করলেও হিন্দুত্বের সামাজিক ভিত্তি আরও পোক্ত হয়।

তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কলুষিত করে হিন্দু মন্দির বানাতে হয়। ভোট প্রচারে এই দীর্ঘায় থ এককথায় সংঘ সম্পর্কে অজ্ঞতা। লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে কেরলে

পজো দিতে হয়। একশো বছর ধরে যে হিন্দ রাষ্ট্রবাদী মতবাদ আঁকড়ে রয়েছে সংঘ- এসব তার সাফল্যের নিদর্শন। যে জাদুবলে শতায়ু হয়েও জরার লক্ষণহীন সংঘ। সংঘ নিয়ে যত আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ বা সম্প্রচারিত হোক না কেন, আরএসএস কখনও পালটা জবাব বা 'রিজয়েন্ডার' দেয় না।

সদস্যপদ বলে কিছু নেই। তাই আনুষ্ঠানিক বহিষ্কার বা মেম্বারশিপ গ্রহণ সংঘের অভিধানে নেই। নেই কোনও পাথুরে দলিল। তাই অখণ্ড হিন্দু ভারত রাষ্ট্রের মতাদর্শে একশো বছর থাকলেও স্ববিরোধী বদল ঘটেছে সংঘের। নীতি নয় কৌশল বদলে নিজেদের ইতিহাসকেও অস্বীকার করে চলেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হেডগাওয়ারের কারাবাস নিয়ে বাগাড়ম্বর চলছে। গান্ধি খুনের পর সংঘকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিতকারী বল্লভভাই প্যাটেলকে আত্মসাৎ করেছে বিজেপি। যাদের আদর্শ পুরুষ গুরুজি গোলওয়ালকার তেরঙা পতাকার বিরোধিতা করেছিলেন, আজ তাদের উত্তরসরি মোহন ভাগবত নাগপুরে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা তুলছেন। বিজেপি সরকার হর ঘর তিরঙ্গা প্রকল্প নিয়েছে। আত্মসাতের তালিকায় রয়েছেন আম্বেদকরও।

এমনকি দ্বিতীয় সরসংঘচালক গুরুজি, যাঁর বক্তৃতা সংকলন 'বাঞ্চ অফ থটস' এতকাল স্বয়ংসেবকদের অন্যতম আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হত, সেই মুসোলিনি অনুরাগীর বই নতুন করে ছাপা বন্ধ করেছে নাগপুর। এমনই ভৌল বদল। একদিকে, বিজেপিকৈ ঢালের মতো ব্যবহার করে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আড়ালে রেখে কাজ হাসিল করছে। অন্যদিকে, নিজেব ইতিহাসকে নিজেই অস্বীকাব করে সংঘ নিজেকে বদলে একধরনের বিভ্রম নির্মাণ করে চলছে। এই দ্বিমুখী কৌশলই মূলত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতায়ু হওয়ার জাদুমন্ত্র।

(লেখক সাংবাদিক)

## প্রযুক্তি শিখরে পৌঁছোলেও মর্যাদায় বঞ্চিত মহিলারা

ওলটালে বা টেলিভিশনের সংবাদ চ্যানেলে ধর্ষণ, রাজনীতিবিদদের নারীর প্রতি জ্ঞান ও উপদেশ শ্লীলতাহানির খবর দেখতে দেখতে ক্রোধ বা ঘূণার যেন সভ্যতাকে পেছনের দিকে ছুটে চলতে থেকে হতাশা ও অসহনীয়তা বেশি মাত্রায় জাগে। ভারত তার সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকে নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করে। নারী শক্তির আধার। নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার বা সচেতনতার বার্তা দেওয়ার নারী সৃষ্টির আধার। অথচ ২০২৫ সালে সভ্যতার চুড়ান্ত স্তরে পৌঁছেও পুরুষের লালসার শিকার করে, কখনও বা নারীর দ্বারা নারী অবমাননাকর নারী। সে আজও ভোগ্যা।

রাজনৈতিক দলের দড়ি টানাটানি, প্রতিবাদ-নারী কী পরবে? কার সঙ্গে মিশবে? কোথায় করে দেবে এই সমাজ? যাবে? কোথায় যাবে না? কখন ঘর থেকে ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়. শিলিগুডি।

প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা বেরোবে বা ঘরে ফিরবে- এইসব নিয়ে সবজান্তা

বর্তমান যগে নারী স্বাধীনতা, সমানাধিকার পরও যখন পুরুষ নারীর অস্তিত্বকে পদদলিত মন্তব্যের শিকার হয়, তখন আজকের সমাজকে সবচেয়ে বড় কথা, ধর্ষণের পুর মুহূর্তেই সভ্য, শিক্ষিত, জাগরিত বলতে দ্বিধাবোধ হয়। এই ইস্যুটিকে রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়ে বিভিন্ন নারী বোধহয় আজও মা-বোন-স্ত্রী-প্রেমিকা বা কন্যা নয়। সে শুধুই ভোগ্যা। নির্লজ্জ পুরুষতন্ত্রের কামনা মিছিলের নামে নাটক যেন পুনরায় সেই নারীর মেটানোর এক মাধ্যম মাত্র। এআইকে সঙ্গী করে মানসিকতাকে, সন্মানকে নতুন করে ধর্ষণ করে। প্রযুক্তি আজ শিখরে পৌঁছোছে। কিন্তু নারীর মূল্য

## সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে ধৌ

কালীপুজোর পরদিন চা বাগানে পালন করা মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের এই উৎসব আজকাল সবারই হয়ে গিয়েছে।



'ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে আইও পুগিও ধৌসু রে। ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে বছরকা দিনমা ধৌসু রে। এক মুঠা চাবল দিনই পরছা দশ টাকা দিনই পরছা ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।

বাবকা ঘরমা আয়ো রে দশ টাকা দিনই পরছ এক মুঠা চাবল দিনই পরছ লরদই পরদই আয়োকো হামি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।' এই গান গেয়েই ধৌসি উৎসব পালন করা হয়। এটি

মলত নেপালি সম্প্রদায়ের অন্যতম বড ও প্রাচীন উৎসব। तिशालि সম্প্রদায়ের মহিলারা দীপাবলির দিন নিজ নিজ ঘরে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন এবং সেদিনই আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতে ভৈলিনি খেলতে যান। মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ভৈলিনি উৎসব পালন করেন। দীপাবলির পরের দিন মূলত পুরুষেরা ও ছেলেরা ধৌসি উৎসবে মেতে ওঠেন। ভুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে এই ধৌসি উৎসব অবশ্য শুধুমাত্র নেপালিদের উৎসব হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। চা বাগানের আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারাও সানন্দে এতে শামিল হন। কালীপজোর পরের দিন বাগানের শ্রমিক লাইনের ছোট-বড ছেলেমেয়েরা, এমনকি পুরুষ শ্রমিকরাও দলবেঁধে ধামসা-মাদলের তালে নাচগানের মাধ্যমে চা বাগানের আবাসন ও

### মনোমিতা চক্রবর্তী



বাংলোগুলিতে বকশিশ নিতে যান। তেমনই চা বাগানের বিভিন্ন লাইন অর্থাৎ প্রতিবেশীদের বাড়িতেও 'হানাদারি' চলে। চা বাগানের শ্রমিকরা বিশ্বাস করেন যে, ধৌসি খেলতে আসা দলগুলোকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে সংসারের অমঙ্গল হয়। তাই সকলেই সাধ্যমতো চাল, ডাল অথবা টাকা বকশিশ হিসেবে এই দলগুলিকে দিয়ে থাকেন।

পাঁচজন কিংবা দশজন মিলে ধৌসি খেলার একটা দল তৈরি করা হয়। দলগুলিতে একজন করে সদর্গি থাকেন। সেই সদারের হাতে থাকে একটা লাঠি আর একটা ব্যাগ। নাচগানের সময় সদরি গানের তালে তালে লাঠিটি মাটিতে ঠুকতে থাকেন। আর বকশিশ হিসেবে পাওয়া চাল, ডাল, টাকা সেই ব্যাগের মধ্যে রেখে দেন। দলের বাকি সদস্যরা সদারের সঙ্গে গানের গলা মেলান আর নাচতে থাকেন। বড়দের দলে ধামসা-মাদল থাকলেও ছোটদের দলে কাঠি, টিন বা থালা হলেই হল। তা দিয়েই তারা গান গেয়ে বেড়ায়। এই গানের মাধ্যমে তারা বাগানের বাবু বা সাহেবদের কাছে বকশিশস্বরূপ চাল-ডাল কিংবা টাকা দাবি করে। সেই বকশিশ পেলে সবার খুশির

্রোসি উৎসব নেপালি সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও উত্তরের ভুয়ার্সের ও তরাইয়ের চা বাগানগুলোতে এই উৎসব সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কারণ এই ধরনের উৎসব শ্রমিকদের গোটা বছর হাডভাঙা খাটনির পর যেমন আনন্দ দেয় তেমনি তাঁদের মানসিক বিকাশেও সাহায্য করে।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

### পাঠাগার ভবনের কাজে গতি চাই

সংঘ ও পাঠাগারের নতুন ভবন এখনও সম্পূর্ণ ভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই কাজ সম্পূর্ণ হল না।

বৰ্তমানে স্থানান্তরিত পাঠাগারটি দায়সারাভাবে চলছে বিডিও অফিসের কনফারেন্স সজলকমার গুহ ভবনের দোতলায় ছোট্ট একটা ঘরে, যেখানে **শিবমন্দির, শিলিগুড়ি**।

শিবমন্দিরস্থিত ৫২ বছর পুরোনো সরোজিনী তিনজনের বেশি পাঠক বসতে পারেন না। চার মাস ধরে একমাত্র সিলিংফ্যান খারাপ হয়ে পড়ে হয়নি। সেই ২০২৪ সালের প্রথমদিকে নতুন রয়েছে।এছাড়া মাত্র একজন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নতুন পাঠাগার ভবন যাতে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সব্যসাচী তালকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউভ

ফ্লোর (নৈতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

# শব্দরঙ্গ 🛮 ৪২৭১

পাশাপাশি: ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনার বা<sup>°</sup> রুপোর পাতলা আবরণ ১৩। মখশ্রী বা শারীরিক গঠন সন্দর নয়।

উপর-নীচ: ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা আবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

### সমাধান ■৪২৭০

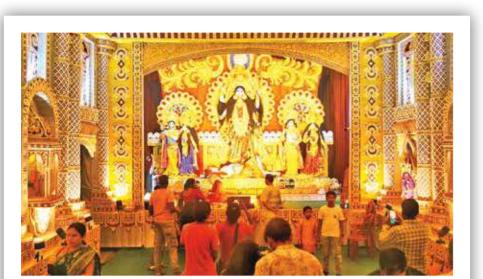
পাশাপাশি: ১। আপন ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহিবসি ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মকেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ

উপর-নীচ: ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯।তৃণাদ ১০।এসরেণু ১১।মকাই ১২।লঙ্কেশ।

### বিন্দুবিসর্গ



## आक्षात हिन्ना हिन्नु कात पि सा हिन्नु कात पि सा हिन्नु



মগুপের পথে।।

আলিপুরদুয়ার শহরে প্রসেনজিৎ দেবের ক্যামেরায়।



ঐতিহ্য।। কোচবিহার মদনমোহনবাড়ির বড়োতারা। ছবि : অপর্ণা গুহ রায়



মালদা শহরের পল্লিশ্রী ৮৬-র মণ্ডপে। ছবি : অরিন্দম বাগ





আয়োজন।।

শক্তি।।

ফালাকাটা তরুণ দলের প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর শর্মা



মা ও মেয়েরা।।





মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজন। শিলিগুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বড়োমা।।



ধূপগুড়ির সুহৃদ সংঘের মণ্ডপ। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

অপরূপা।। আলিপুরদুয়ারের সাউথ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : আয়ুত্মান চক্রবর্তী



মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ি। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

শিখা।। কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।



করুণাময়ী।। রায়গঞ্জের ক্লাব বিপিএস। ছবি : দিবাকর সাহা



প্রস্তুতি।।

দীপাবলিতে টুনির বিকিকিনি। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

সাজ।।

## খাস্তা বানালেন রাহুল

হালুইকরের ভূমিকায় রাহুল গান্ধি। দীপাবলির আগে সোমবার রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টেওয়ালা মিষ্টির দোকানে গিয়ে নিজের হাতে 'ইমারতি' ও 'বেসনের লাড্ডু' বানিয়ে চমকে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সোমবার নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও



ব্যাচেলর। আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতৈ ভালো লাগছে না। আমরা সবাই শুভদিনের অপেক্ষায়। আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না!

### সুশান্ত জৈন

ভাগ করে তিনি লেখেন, 'পুরোনো দিল্লির ঐতিহাসিক ঘণ্টেওঁয়ালায় ইমারতি ও বেসন লাড্ডু বানানোর চেষ্টা করলাম। শতাব্দী প্রাচীন এই দোকানের মিষ্টতা আজও একই— নিখাদ, ঐতিহ্যবাহী ও মনকাড়া।'



পুরোনো দিল্লির বিখ্যাত মিষ্টির দোকান ঘণ্টেওয়ালায় রাহুল। সোমবার।

ইমারতি তৈরির কৌশল শেখাচ্ছেন দোকানের মালিক। কথোপকথনের ফাঁকে তিনি জানান, রাজীব গান্ধির জন্মদিন থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিয়ের অনুষ্ঠান—সবেতেই তাঁদের পরিবারকে ঘণ্টেওয়ালার মিষ্টি পাঠাতেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাহুল

ভিডিওতে দেখা যায়, রাহুলকে মিষ্টতা শুধু থালায় নয়, সম্পর্ক ও সম্প্রদায়ের বন্ধনে।'

রাহুলকে মিষ্টি শেখানোর পাশাপাশি এদিন তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতেও ফেলে দেন ঘণ্টেওয়ালার মালিক সুশান্ত জৈন। কংগ্রেস সাংসদকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। সুশান্ত রাহুলের উদ্দেশে যা বলেন তার মর্মার্থ, 'সারা 'দীপাবলির আসল দেশ বলছে আপনি দেশের যোগ্যতম ঘণ্টেওয়ালার তৈরি মিষ্টির।

ব্যাচেলর। কিন্তু আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতৈ ভালো লাগছে না। আমরা সবাই রয়েছি সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। তাছাড়া আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না! সুশান্ত জানান, রাহুলের বাবা ভক্ত ছিলেন রাজীবও

### বালোচিস্তান

### সলমনের মন্তব্যে জল্পনা

রিয়াধ, ২০ অক্টোবর : সৌদি আরবের রাজধানীতে জয় ফোরাম-২০২৫ নামে এক অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেতা সলমন খানের মন্তব্যে জল্পনা ছড়াল। তিনি বলেন, 'এই মুহুর্তে আপনি যদি একটি হিন্দি ছবি তৈরি করেন এবং এখানে মুক্তি পায়, তাহলে ছবিটি সুপারহিট হবে। কারণ, অন্যান্য দৈশের বহু মানুষ এখানে বাস করেন। আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মানুষ আছেন। সবাই এখানে কাজ করেন।' সলমনের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। এক নেটিজেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি জানি না এটি হঠাৎ বলে ফেলা কথা, নাকি অন্য কিছু। তবে আশ্চর্যজনক! সলমন 'বালোচিস্তানের মানুষদের' 'পাকিস্তানের মানুষদের' থেকে আলাদা করেছেন।<sup>°</sup> বিলাল বালোচ নামে একজনের পোস্ট, 'অবশেষে সলমন খান স্বীকার করেছেন যে বালোচিস্তান পাকিস্তানের অংশ নয়। সলমন খান বলেছেন, বালোচস্তান আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সব

## পিএম শ্রী

### প্রকল্পে কেরল

দেশের মানুষ।'

তিরুবনন্তপুরম, ২০ অক্টোবর : শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা করছে মোদি সরকার! এই অভিযোগ তুলে এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প পিএম শ্রীতে যোগ দেয়নি কেরল। কিন্তু রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ও পড়য়াদের অনুদানে টান পড়ায় শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেরল সরকার। রবিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবনকুটি বলেন, 'কেন্দ্রের কাছে আমাদের ১,৪৬৬ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। এটা পেলে পড়য়াদের অনুদান এবং শিক্ষকদের বেতন মেটানো সম্ভব হবে।

## ১৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আরজেডির

### রাঘোপুরে তেজস্বী 🔳 বিতর্কে তেজপ্রতাপ

অক্টোবর : রাহুল গান্ধির 'ভোটার অধিকার যাত্রা' ঘিরে বিরোধী শিবিরে তৈরি হয়েছিল নতুন আশা। মনে করা হচ্ছিল, বিহারের নির্বাচনি ময়দানে 'মহাগটবন্ধন' এনডিএ-কে বেগ দেবে। বাস্তবে ছবিটা সম্পর্ণ উলটো। ভোটের মুখে বিরোধী জোটের মধ্যেই দেখা দিয়েছে ফাটল। সেই ফাটলকে চওড়া করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

সোমবার সকালে দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ১৪৩টি আসনে নিজেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তেজস্বী যাদবের আরজেডি। বৈশালী জেলার রাঘোপর থেকে ফের লডবেন তেজস্বী। গত বিধানসভা নিবাচনে আরজেডি লডেছিল ১৪৪টি আসনে, এবার তা একটি কমেছে।

তালিকা স্পষ্ট 'মহাগটবন্ধন'-এ মুহুর্তেই ঐক্যের চেয়ে বিভাজনই যেন বেশি প্রকট। আরজেডি-কংগ্রেস, দুই শরিক একাধিক আসনে মুখোমখি। বৈশালী, লালগঞ্জ, কাহালগাঁও ও ওয়ারসালীগঞ্জ এই চার কেন্দ্রে দু'দলই প্রার্থী দিয়েছে। এমনকি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশকুমার রামের আসন কুটুম্বাতে প্রার্থী দিয়েছে তেজস্বীর দল। বিকাশশীল ইনসান পার্টি-র প্রধান মুকেশ সাহনীর তারাপুর কেন্দ্রেও প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে আরজেডি।

অন্যদিকে কংগ্রেসও নেই। কাহালগাঁও আসনে তাদের ভরসা প্রবীণ কুশওয়াহা। এই আসনটি আরজেডি–কংগ্রেস জোটের মধ্যে অন্যতম বিতর্কিত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। সিকান্দ্রা আসনে

২০ সুযোগ পেয়েছেন বিনোদ চৌধুরী। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, ওই কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ অক্টোবর, যেখানে ৪৮টি নাম ছিল। পরে এক. পাঁচ ও ছয় জন প্রার্থীর আরও তিনটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ সপৌলের নাম যক্ত হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১। তবে কংগ্রেস-আরজেডির টানাপোড়েনের মধ্যে বিরোধী জোটকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের শাসক দল

### ভোটের অঙ্ক

- ১৪৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে আরজেডি
- 🔳 কংগ্রেসের ঘোষিত
- প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১
- বিধানসভা নিবাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত জেএমএমের

জেএমএম। সোমবার এক বিবৃতিতে দলের তরফে বিহার বিধানসভা নিবাচনে প্রার্থী না দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে বিতর্কে জড়িয়েছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব। আরজেডি থেকে বহিষ্কত তেজপ্রতাপ এবার জনশক্তি জনতা দল তৈরি করে বিধানসভা নিবাচনে লড়াই করছেন। বিধানসভা কেন্দ্রে। ১৬ অক্টোবর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়নপত্র এখন জমা দিতে গিয়ে বিতর্কে জডিয়েছেন তিনি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা পুলিশের লোগো লাগানো রয়েছে।

ীসঙ্গে তাদের সম্পর্ক লোগোর নেই। এরপরেই তেজপ্রতাপের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করা

বিশ্লেষকদের

রাজনৈতিক

মতে, আসনরফা নিয়ে অচলাবস্থা 'মহাগটবন্ধন'-এর ঐক্যের ভিতরে থাকা অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিয়েছে। আরজেডির প্রার্থীতালিকা থেকে স্পষ্ট, তেজস্বীরা আবারও রাখছেন মুসলিম–যাদব ভোটের ওপর।১৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫০ জন এই দুই সম্প্রদায়ের। মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২৩ জন। সিওয়ানের রঘুনাথপুরে প্রাক্তন আরজেডি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের টিকিট দিয়েছে দল। তালিকার আলোচিত কেন্দ্র মহুয়া. যেখানে আরজেডির প্রার্থী মুকেশ রৌশন লড়বেন দলেরই প্রাক্তন নেতা এবং তেজস্বীর দাদা তেজপ্রতাপ যাদবের বিরুদ্ধে। বিহারিগঞ্জে রেণু কুশওয়াহা, ওয়ারসালীগঞ্জে অনীতা দেবী মাহতো, হাসনপুরে মালা পূষ্পম, ইমামগঞ্জে ঋত প্রিয়া চৌধরী আরজেডির প্রার্থীতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ মুখ।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন গান্ধির যাত্রা মহাগটবন্ধনের মনোবল কিছাট বাড়িয়েছিল। কিন্তু তেজস্বীর এই একক সিদ্ধান্ত সেই ঐক্যের মুখে লালুর বড়ছেলে প্রার্থী হয়েছেন মহুয়া প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও আসনরফার অনিশ্চয়তায় বিরোধী জোটের চিত্র ক্রমেই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, যা শেষপর্যন্ত সুবিধা এনে দিতে পারে শাসক গিয়েছে. মিছিলের একটি গাড়িতে এনডিএ-র হাতে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## জল জীবন মিশনে দুর্নীতি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নিবাচনের ঠিক আগেই নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে 'হর ঘর জল' প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। খোদ কেন্দ্রেরই অভিযোগ, বাস্তবে রাজ্যের বহু জল প্রকল্পের অস্তিত্বই নেই। কেন্দ্র সেবিষয়ে তদন্তও শুরু করেছে। সেপ্টেম্বরে মণিপুরেও এই প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে অশান্তি হয়, বিষয়টি আদালতেও গড়িয়েছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে 'জল জীবন মিশন' নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক। সরকারি তদারকির পর প্রকল্পে বিপুল আর্থিক অনিয়ম, খরচের অতিরিক্ত দেখানো ও নিম্নমানের কাজের অভিযোগে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এরপরই নতুন করে নির্দেশ জারি করেছে জলশক্তিমন্ত্রক। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জানানো হয়েছে. প্রকল্পে যক্ত এমন সমস্ত ঠিকাদার ও সংস্থার বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে যাদের বিরুদ্ধে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুর্নীতির দিতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে

### রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের



জরিমানা, ব্ল্যাক লিস্টিং বা অর্থ অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রী, অফিসার ও হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য

পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে এবছরেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্ব রাজ্যের লোকায়ক্তের হাতে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পারেনি। তাই মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৮ স্রাজ্য সরকারের দুর্নীতি-তদন্ত সংস্থার করা হয়েছে। জল সরবরাহ মন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আর্জি মেনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্র। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রকল্প-সংক্রোল্ড সব অনিয়মের বিশদ গত সপ্তাহে দিল্লিতে এক তথ্য পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আকারে জমা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সেইসব কর্মকতার নামও দিতে বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বরখাস্ত. স্থগিতাদেশ, চাকরি থেকে অপসারণ বা এফআইআর দায়ের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্ৰ, সেখানে আপাতত জল জীবন মিশনে বড় ধরনের অনিয়মের তালিকায় রাজ্যের নাম নেই।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যয়সচিব প্রকল্পের বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, বহু রাজ্যে অতিরিক্ত খরচ দেখানোর ঘটনা ধরা পড়েছে। এরপর ক্যাবিনেট সচিবের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি রাজ্যে নজরদারি টিম পাঠিয়ে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। জলশক্তিমন্ত্রক সব রাজ্যকেই সতর্ক করেছে এবং অনিয়মে যুক্ত কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

### হয়রানিতে আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ওলা ইলেক্ট্রিকের এক কর্মীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে ওলা ইলেক্ট্রিকের ইঞ্জিনিয়ার কে অরবিন্দ (৩৮) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁর ঘর থেকে ২৮ পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে, যেখানে তিনি সংস্থার সিইও ভবেশ আগরওয়াল এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক সুব্রত কুমার দাসকে মানসিক হয়রানি, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বেতন বকেয়ার জন্য দায়ী করেছেন।

৬ অক্টোবর অরবিন্দের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা'র মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। মৃত্যুর দু'দিন পর অরবিন্দের অ্যাকাউন্টে ১৭.৪৬ লক্ষ টাকা জমা পড়ায় সন্দেহ আরও বেড়েছে।

ওলা ইলেক্ট্রিক এক বিবৃতিতে অরবিন্দের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে, মৃত কর্মী কখনও তাদের কাছে সমস্যার কথা কিংবা অভিযোগ জানাননি। সংস্থাটি হাইকোর্টে এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেছে ও তদন্তে সহায়তা করছে।

### সমুদ্রে বিমান, মৃত ২

হংকং, ২০ অক্টোবর : ফের বিমান দুর্ঘটনা। এবার হংকংয়ে। দুবাই থেকে আসা এমিরেটসের একটি পণবাহী বিমান হংকং আন্তজাতিক বিমানবন্দরে নামার সময় আচমকা রানওয়ে থাকা নিরাপত্তা-টহলগাড়িতে ধাকা মেরে পিছলে পড়ল সমুদ্রে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার খুব ভোরে। এই ঘটনায় দু'জন মারা গিয়েছেন। তাঁরা কিন্তু পণ্যবাহী বিমানটিতে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টহলদারি গাড়িতে। পণ্যবাহী বিমানটিতে চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

হংকং আন্তজাতিক বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং ৭৪৭ কাগোঁ বিমানটি (ফ্লাইট একে ৯৭৮৮) ধাকা মারার পর স্কিড করে সমুদ্রে পড়ে দু-টুকরো হয়ে যায়। আলাদা হয়ে গিয়েছে বিমানের নাক অর্থাৎ সামনের অংশ ও লেজের দিক। এই ঘটনার পর বিশ্বের ব্যস্ততম পণ্যবাহী হংকং বিমানবন্দরের উত্তর রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালু রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম রানওয়ে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোর ৩.৫০ মিনিটে। হংকং-এর অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে অবতরণের সময়। কর্তপক্ষ দুর্ঘটনার কারণে জানতে তদন্ত শুরু

### উড়ানে রক্তাক্ত বোয়িং চালক

অ্যাঞ্জেলেস, অক্টোবর : ফের অঘটন ঘটল একটি যাত্ৰীবাহী বোয়িংয়ের বিমানে। মাঝআকাশে গোতা খেয়ে নিমেষে ১০ হাজার ফট নেমে এল ৩৬ হাজার ফুট উঁচু থেকে। আচমকা আঘাতে ফেটে চৌচির বিমানের জানলা। ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাচের টুকরো ছিটকে এসে পাইলটের মুখে ও হাতে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল ককপিটে। গত ১৬ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে ডেনভার থেকে লস আঞ্জেলেসগামী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স-৮ বিমানে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন ১৩৪ জন যাত্রী ও ছয়জন কর্মী। বিপদের মুখে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে সল্টলেক সিটি বিমানবন্দরে। পরে যাত্রীদের অন্য বিমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয় প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরিতে।

অ্যাভিয়েশন ফেডারেল প্রশাসন (এফএএ) জানিয়েছে. ৩৬,০০০ ফুট উচ্চতায় কোনও বস্তুর বিমানে আঘাত হানা অত্যন্ত ঘটনা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হয়তো মহাকাশের কোনও আবর্জনা বা ছোট উক্কাখণ্ড বিমানে আঘাত করেছিল।

### ভারতের তেল আমদানি নিয়ে ক্ষোভ

## কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের

ঢোঁক গিললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ভারত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি আরও কমানো হবে। পত্রপাঠ ট্রাম্পের দাবি খারিজ করে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোন বা অন্য কোনও মাধ্যমে কথাই হয়নি ট্রাম্পের। এমনই এক 'অস্বস্তিকর' পরিস্থিতিতে সোমবার ফের ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ট্রাম্প।

এয়ারফোর্স সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি ভারতকে হঁশিয়ারি দিয়েছেন। আবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের জন্য কতিত্বও দাবি করেছেন। মার্কিন নেতা জানান, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমানোর কথা বলেছিল। এখন দিল্লি থেকে অন্য কথা বলা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'শুল্কের হুমকি ভারত ফলে ভারতের ওপর আমেরিকার ও পাকিস্তান, দু'টি পরমাণু শক্তিধর

### ১৭ লক্ষ থেকে শুন্য

বেজিং, ২০ অক্টোবর : চিনা পণ্যের ওপর নজিরবিহীন শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। জবাবে আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি বন্ধ করেছে চিন। সোমবার চিনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ কাস্টমস জানিয়েছে, গত মাসে আমেরিকা থেকে স্যাবিনের আমদানি একবছর আগের ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে শূন্যে নেমে এসেছে। পরিবর্তে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে আমদানি বেড়েছে। ব্রাজিল থেকে আমদানি ২৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১১ লক্ষ টনে পৌঁছে গিয়েছে, যা চিনের মোট সয়াবিন আমদানির ৮৫ শতাংশ। আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি ৯১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.১ লক্ষ টন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার তেল কিনবেন না। কিন্তু যদি ওরা এটা করে, তাহলে বিশাল পরিমাণ শুক্ষ দিয়ে যেতে হবে।'

ভারতকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি ফেব ভারত-পাক সংঘাত বন্ধ প্রসঙ্গে নিজের অবদানের কথা বলেছেন ট্রাম্প। শুল্কের বোঝা কমার কোনও সম্ভাবনা দেশকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে

নেই। ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের বাধা দিয়েছিল। সাতটি বিমান গুলি করে ভূপতিত করা হয়েছিল। এটা পরমাণ যুদ্ধে পরিণত হতে পারত। তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি ভারত ও পাকিস্তানকে প্রায় একই কথা বলেছি। যদি তোমরা যুদ্ধ করো, আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করব না। আমরা ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। তোমাদের পক্ষে লেনদেন করা অসম্ভব হয়ে

## ডনবাস ছাড়তে জেলেনাস্ককে

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : থেকে পুতিনের দাবি খারিজ করে পাক-আফগান ও ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ থামানোর পর ডোনাল্ড টাম্পের নজর এখন ইউক্রেনের দিকে। সোমবার রাশিয়া, ইউক্রেন দু'পৃক্ষকেই যুদ্ধ বুন্ধের আবেদন ু তিনি। রাশিয়ার জানিয়েছেন বেঁধে দেওয়া শর্ত মেনেই যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে চাইছেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি যা বলছি তা হল ওদের এখনই যুদ্ধ থামানো উচিত, বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, মানুষ হত্যা বন্ধ করা উচিত এবং

এই ধ্বংসে ইতি টানা উচিত।' তাহলে ইউক্রেনের অংশ ডনবাসের যেসব এলাকা রাশিয়ার দখলে রয়েছে, তার কী হবে? প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটা যেমন আছে তেমনই মেনে নেওয়া করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, এখানকার ৭৮ শতাংশ জমি ইতিমধ্যে রাশিয়া দখল করে নিয়েছে। এখন যা অবস্থা রয়েছে তাকেই স্থিতাবস্থা বলে মেনে নেওয়া হোক। ওরা পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে।'

ডনবাসের ওপর রাশিয়ার অধিকার মেনে নিলে তিনি অভিযানে ইউক্রেনে সেনা রাশ টানতে রাজি বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ল্লাদিমির পতিন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অবশ্য শুরু

দিয়েছেন। ইউক্রেন সরকারের আশঙ্কা, ডনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেলে পুতিনের সেনাদের জন্য কিভে পৌঁছোনোর রাস্তা খুলে যাবে। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে

দাবি গত সপ্তাতে হোয়াইট

হাউসে হওয়া বৈঠকে ডনবাসের দাবি ছাডার জন্য জেলেনস্কির ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইউক্রেন যুদ্ধে হারতে চলেছে। পুতিন চাইলৈ আপনাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন।' জবাবে ইউক্রেনের মানচিত্র দেখিয়ে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। বিরক্ত ট্রাম্প সেই মানচিত্র দেখতে রাজি হননি। তিনি জানান, পুতিন তাঁকে বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেনের ।বরুধে তারা বিশেষ সেনা অভিযান চালাচ্ছে। এদিকে রাশিয়ার ওপর চাপ

বাড়াতে সেখান থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপের দেশগুলি। সোমবার ইউরোপীয় কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা ধাপে ধাপে কর্মাবে ইউরোপ। ২০২৮-এর পয়লা জানুয়ারির মধ্যে এইসব খনিজের আমদানি শূন্যে নামিয়ে আনা হবে।

### দীপাবলিতে গাড়ি উপহার

চণ্ডীগড়, ২০ অক্টোবর আলোর উৎসবে আলো ঝলমল করছে কর্মীদের মুখে। তাঁরা পেয়েছেন অভিনব উপহার। হ্যাঁ, ব্যান্ড নিউ গাড়ি উপহার পেয়েছেন পঞ্চকুলার মিতস হেলথকেয়ারের ৫১ জন কর্মী। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এমকে ভাটিয়া বছরের সেরা কর্মী হিসেবে দীপাবলির উৎসবে তাঁদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিলেন।

্রিমকে ভাটিয়ার এটি তৃতীয় বছরের গাড়ি উপহার দেওয়ার ঐতিহ্য, যাকে তিনি 'হাফ সেঞ্চুরি' বলে উল্লেখ করে লিংকডইন ওয়েবসাইটে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'গত দু'বছর আমরা আমাদের স্বচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের গাড়ি উপহার দিয়েছি এবছরও তা অব্যাহত রইল।'

### বানভাসি চেন্নাই

চেনাই. ২০ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ছিল। সেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ফলে মুষলধারায় বৃষ্টি বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত চেন্নাই। সোমবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে শহরের বেশকিছ এলাকায়। এদিন নেদাবক্কম, পল্লিকারানাই একাধিক শহরতলি জলমগ্ন। তা সত্ত্বেও দীপাবলির উৎসব উদযাপনে কোনও খামতি দেখা যাচ্ছে না।

বছরের এই সময় ফিরতি উত্তরপূর্ব মৌসুমি বায়ুর কারণে তামিলনাডুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর মুখ্যমন্ত্ৰী স্ট্যালিন।



দেখে যা আলোর নাচন...

গুয়াহাটিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপনে কলেজ পড়য়ারা। সোমবার।

## বাঁকেবিহারীতে গুপ্তকক্ষের ধন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রবিবার মথুরার বাঁকেবিহারী মন্দিরের তোষাখানায় সিল করা কক্ষগুলিতে রুপোর বার, দামি পাথর সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী। মন্দিরের পুরোহিতরা জানিয়েছেন, একটি সিল করা লম্বা বাক্স খুলে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গুলাল(রং)লাগানো ৩-৪ ফুট লম্বা একটি সোনার বার, তিনটি রুপোর বাট, লাল ও সবুজ রঙের দামি রত্নরাজি, প্রাচীন মুদ্রা ও বিভিন্ন ধাতুর বাসন। অনুমান করা হয়, ভগবান কৃষ্ণ তথা ঠাকুরজি এই সমস্ত বাসনপত্র ব্যবহার করতেন। বহু বাক্স এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। যদিও স্থানীয়

বদলে) ও সাদা ধাতু (রুপোর বদলে) হিসেবে নথিবদ্ধ করেছে। ময়ূর-আকৃতির পান্নার হার বা সমীক্ষা চালিয়ে একটি কক্ষ থেকে মিলল সোনা ও রত্নখচিত কলসের মতো বিরল বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাতে পুরোহিতরা কিছুটা হতাশ হয়েছেন।

### তোষাখানার সম্পাত্ত

সূত্রের খবর, যে বিষয়টি ভাবাচ্ছে তা হল তোষাখানায় বহু সম্পত্তির নথি মেলেনি। ইতিহাসবিদদের দাবি, মন্দিরটি ১৯ শতকের। বহু রাজপরিবারের পক্ষ থেকে এখানে বহু মলাবান প্রশাসন উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলিকে সোনা কিংবা সামগ্রী দান করা হয়েছে। সেই সমস্ত উপহারের

লখনউ, ২০ <mark>অক্টোবর :</mark> ধনতেরাসে ধনবর্ষণ। রূপো বলে উল্লেখ না করে হলুদ ধাতু (সোনার নথি থাকার কথা। তোষাখানা ৫৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল। শীর্ষ আদালত নিযুক্ত কমিটির নির্দেশে তা খোলা হয়েছে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২। শীর্ষে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কমার। কমিটির অন্যতম সদস্য দীনেশ গোস্বামী জানিয়েছেন, 'যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হচ্ছে, তা সবই ঠাকুরজির ব্যবহারের উদ্দেশে দান করা হয়েছিল। মন্দিরে যে নগদ অর্থ উৎসর্গ করা হয় তা ব্যাংকে জমা থাকে।' দীনেশ গোস্বামী এও জানিয়েছেন, তোষাখানায় পাওয়া জিনিসপত্রের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিও-ও করা হয়েছে।

> মন্দিরের গর্ভগৃহ সংলগ্ন তোষাখানাটি শেষ খোলা হয় ১৯৭১ সালে।



## ण्या यां विश्वाय



আলো ও আঁধার একটি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ। আলো ফুটে ওঠে তখনই যখন পাশে অন্ধকার বা কালো থাকবে। তাই চিত্রশিল্পে কালোর গুরুত্ব অপরিসীম। সব রং যেখানে শোষিত হয়ে যায় সেখানেই কালোর আবিভবি। আর আমাদের মতো শিল্পীদের কাছে সব রং যেখানে মেশে, সেটাই কালো। লিখলেন শিক্ষক ও চিত্রশিল্পী <mark>রথীন ভাওয়াল</mark>

## লো রে.



কথায় আছে, 'কালো জগতের আলো।' ঠিকই তাই, চিত্রশিল্পে কালো রঙের গুরুত্ব অনেক। এই রং একইসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন গভীরতা, অন্ধকার, রহস্য, শক্তি, শোক, মৃত্যু। এটি বিভিন্ন রংকে ফুটিয়ে তুলতে এবং একটি ছবিতে বৈপরীত্য তৈরি করতে সাহায্য করে, যা দর্শককে আকর্ষণ করে। চিত্রশিল্পীরা কাগজে শুধুমাত্র কালো রং, চারকোল, কালো পেন ব্যবহার করেই আকর্ষণীয় মূর্ত বা বিমূর্ত ছবি তৈরি করতে পারেন, যা দর্শকদের মনোগ্রাহী হয়।

আবার জলরঙের ক্ষেত্রে সরাসরি কালো রং ব্যবহার করা শিল্পীদের মধ্যে একটি বিতর্কের বিষয়। কিছু শিল্পী এই অভ্যাস এড়িয়ে যেতে বলেন, কারণ এটি জলরঙের স্বচ্ছতাকে নম্ভ করতে পারে। আমি নিজেও সাধারণত সরাসরি কালো রং ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে লাল, নীল ও হলুদ এই তিনটি প্রাথমিক রংকে মিশিয়ে নিজস্ব কালো রং তৈরি করে ব্যবহার করে থাকি। কখনো-কখনো বার্ট সিয়েনা ও ফরাসি আলট্রামারিন-এর মতো আর্থ টোনকে মিশিয়ে কালো রং তৈরি করে ব্যবহার করি। এতে জলরঙের স্বচ্ছতা নম্ভ হয় না বলে আমি মনে করি। তবে এই নিয়ে অনেক



আমি সরাসরি কালো রং

ব্যবহার না করে তার

পরিবর্তে লাল, নীল

ও হলুদ এই তিনটি

প্রাথমিক রংকে মিশিয়ে

নিজস্ব কালো রং তৈরি

করি। কখনো-কখনো

বার্ন্ট সিয়েনা ও ফরাসি

আলট্রামারিন-এর মতো

আর্থ টোনকে মিশিয়ে

কালো রং তৈরি করে

ব্যবহার করি।

করে, যেখানে ছায়া ও গভীরতা

পদ্ধতি এবং এটিতে বিভিন্ন ধরনের

ফটিয়ে

কৌশল

শৈলী

তোলার জন্য বিভিন্ন

ব্যবহার করা হয়। এই

শিল্পকলা একটি রৈখিক

অন্তর্ভক্ত থাকে। কালো

কালো কালি দিয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন স্কেচ করে থাকেন

- কালো চারকোল দিয়ে আঁকাও একটি জনপ্রিয় মাধ্যম, যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি তৈরি করা যায়
- ছবিতে অন্যান্য রঙের সঙ্গে কালো রংকে পরিমাণমতো মিশিয়ে ছায়া, অন্ধকার, গভীরতা তৈরি করা যায়
- সব রং যেখানে শোষিত হয়ে যায় সেখানেই কালোর আবিভাব

বিতৰ্ক আছে।

কালো কালি দিয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন স্কেচ করে থাকেন। এই শিল্পকর্ম কলম ও কালি ব্যবহার করে কাগজে তৈরি করা হয়। এটি কেবল একটি রঙের মাধ্যমে কাজ

হয়েছে. কিন্নরদের মহামঙ্গলদেবী

বনমুরগির উপর অধিষ্ঠিত। এখানে

দুটি দেবী পুজিত হন। এক দেবীর

কোলে আবার একটি ছোট বাচ্চাও

আছে। জগতে সবার মঙ্গলকামনায়

দেবী সবসময় কোমল বলেই কিন্নররা

জানিয়েছেন। তাঁদের পুজোতে এখন

সাধারণ মানুষও অংশ নেন। এবারও

অসংখ্য মানুষ শামিল হয়েছেন

সমিতির সভাপতি সুভাষ ুরায়।

অভিজিৎ রায়, সমাজসেবী রাজু মিশ্র

ছিলেন

<sup>^</sup>কাউন্সিলার

মহামঙ্গলপজোয়।

ঠাকুর তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কালির ব্যবহার এবং নকশা করেছেন। অন্যদিকে কালো চারকোল

দিয়ে আঁকাও একটি জনপ্রিয় মাধ্যম, যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি তৈরি করা যায়। চারকোল ব্যবহার করে সাধারণত ছায়া, আলো এবং টেক্সচার তৈরি করা হয়, যা ছবিকে গভীরতা এবং বাস্তবসম্মত রূপ দেয়। সাধারণ স্কেচ থেকে শুরু করে পোর্ট্রেট পর্যন্ত যে কোনও কিছু আঁকা সম্ভব। ব্ল্যাক চারকোল ব্যবহার করে বিখ্যাত হন ভারতীয় শিল্পী সুনীল দাসু (যিনি ঘোড়া দাস নামে পরিচিত ছিলেন)। সনীল দাস ঘোড়া এবং যাঁড়ের চিত্রকর্মের জন্য বিখ্যাত।

কালি ব্যবহার করে আঁকা বিখ্যাত

শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন নন্দলাল

বসু, যিনি কালী মায়ের অনেক ছবি এঁকেছেন। এছা্ডা্ও রবীন্দ্রনাথ

ছবিতে অন্যান্য রঙের সঙ্গে কালো রংকে পরিমাণমতো মিশিয়ে ছায়া, অন্ধকার, গভীরতা তৈরি করা যায়। আলো ও আঁধার একটি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ। আলো ফুটে ওঠে তখনই, যখন পাশে অন্ধর্কার বা কালো থাকবে। তাই চিত্রশিল্পে কালোর গুরুত্ব অপরিসীম। সব রং যেখানে শোষিত হয়ে যায় সেখানেই কালোর আবিভবি। আর আমাদের মতো শিল্পীদের কাছে সব রং যেখানে মেশে, সেটাই কালো।

কালো রঙের কালী ঠাকুর আসলে শক্তির প্রতীক। এই কালো রং শূন্যতা ও অসীমের প্রতীক, যা মহাবিশ্বের সকল রঙের উৎস। সমস্ত রং তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি অসীম এবং সমস্তকিছুর মধ্যে বিদ্যমান।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর: কালীপুজো মানে আলোর উৎসব। আলোয় সাজানো রাস্তাঘাট আর ঘরবাড়ি, অলিগলিতে মগুপ আর মন্দিরে শ্যামা আরাধনা। আতশবাজি ফাটানো। কালীপুজো মানে শক্তির আরাধনা। সেইসঙ্গে আলোর এই উৎসব কি আসলে কালোরও উৎসব? মানে শ্যামবর্ণা দেবীর আরাধনায় কি আমরা আসলে কালো মেয়েকেও গুরুত্ব দিই না? কিন্তু বছরের বাকি দিনগুলিতে কি সেই একই মানসিকতা ধরে রাখতে পারে সমাজ? প্রশ্নটা তুললেন আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা অর্পিতা দত্ত।

গৃহবধূ অর্পিতা বলছিলেন, 'যে সমাজ কালীঠাকুরের পুজো করে, সেই সমাজেই কালো চামড়ার মেয়েকে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই সহ্য করতে হয় তির্যক মন্তব্য, অবহেলা কিংবা তুলনা। যেন গায়ের রং-ই নিধরিণ করে সৌন্দর্য, যোগ্যতা কিংবা সামাজিক মর্যাদা। এ তো আসলে দ্বিচারিতা। কথায় কথায় নিজের কথাও বলেই ফেললেন তিনি। অল্পবয়সে তাঁকেও নাকি অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু আজ. এই পরিণত বয়সে এসে অর্পিতা বুঝতে পেরেছেন, 'সৌন্দর্যের মানদণ্ড ফর্সা রং নয়, আত্মবিশ্বাস। এখন অনেকেই বুঝতে শিখেছে যে নিজের রংই

এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল ছাত্ৰী আলিপুরদুয়ারের কলেজ

পিয়ালি সরকারের সঙ্গেও। পিয়ালি তো নিজেকে 'শ্যামলা সৌন্দর্য'-এর প্রতীক বলেই মনে করেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'স্কুলে পড়ার সময় অনেকেই বলত আমি নাকি কালো বলে সুন্দর নই। কিন্তু এখন আমি ব্ঝেছি, আমার হাসি, আত্মবিশ্বাস আর নিজের প্রতি ভালোবাসাই আমার সৌন্দর্য। আমি চাই, ছোট মেয়েরা যেন কখনও নিজের গায়ের রং নিয়ে লজ্জা না পায়।'

গায়ের রং নিয়ে এই বৈষম্য

সমাজের কতটা গভীর অবধি যে গেঁথে রয়েছে, তা বোঝা যায় পোশাকের দোকান কিংবা বিয়ের সম্বন্ধের কথোপকথনেই। 'তুমি তো একটু চাপা রংয়ের, এই জামাটা তোমায় মানাবে না', এমন কথা শুনতে হয় অনেককেই। অথচ ফর্সা মেয়েদের সামনে যেন দোকানদারের হাবভাবও বদলে যায়। সত্যিই কি ফর্সা দিয়েই সৌন্দর্য মাপা যায়? এই প্রশ্নের জবাবে শহরের বিশিষ্ট কবি তথা বুদ্ধিজীবী মধুমিতা চক্রবর্তী বলেন. 'ফর্সা মানেই সুন্দর-এই ধারণাটা আমাদের শৈশব থেকেই গেঁথে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন, সিনেমা, এমনকি পরিবার থেকেও। এর ফলে কালো চামড়ার মানুষজনের মধ্যে একটা হীনম্মনতো জন্মায়। কিন্তু এখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই মানসিকতা দ্রুত বদলাচ্ছে। অনেকেই নিজের গায়ের রং নিয়ে গর্বিত হতে শিখছে।

চাকরি ক্ষেত্রেও তো গায়ের রং নিয়ে বিভাজন কম নয়। শহরের এক বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সুস্মিতা



ফর্সা মানেই সুন্দর-এই ধারণাটা আমাদের শৈশব থেকেই গেঁথে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন, সিনেমা, এমনকি পরিবার থেকেও। এর ফলে কালো চামড়ার মানুষজনের মধ্যে একটা হীনস্মন্যতা জন্মায়। কিন্তু এখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই মানসিকতা দ্রুত বদলাচ্ছে। অনেকেই নিজের গায়ের রং নিয়ে গৰ্বিত হতে শিখছে।



আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই রঙের গণ্ডি ভাঙার লড়াই চলছে।

#MySkinMyPride, #BrownIsBeautiful-এর মতো প্রচারে যোগ দিচ্ছেন হাজারো তরুণী। সমাজ হয়তো এখনও একেবারে বদলায়নি। কিন্তু ক্রমশ বদলাচ্ছে মনন. ভাঙছে বৰ্ণভেদ।

সাহার অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। সুস্মিতা বলছিলেন, 'ইন্টারভিউতে অনেক সময় মনে হয়েছে, ফর্সা ও সাজগোজ করে থাকা মেয়েটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন মনে হয়, নিজের কাজের দক্ষতা দেখাতে পারলেই মানুষ ধীরে ধীরে রং নয়, ক্ষমতা দেখবে।

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই রঙের গণ্ডি ভাঙার লড়াই #MySkinMyPride,

#BrownIsBeautiful-এর প্রচারে যোগ দিচ্ছেন হাজারো তরুণী। সমাজ হয়তো এখনও একেবারে বদলায়নি। কিন্তু ক্রমশ বদলাচ্ছে মনন, ভাঙছে বর্ণভেদ। কালীপুজোর সময় তাই আলোচনায় উঠে আসছে নতুন প্রজন্মের ভাবনা-গায়ের রং নয়, আসল রূপ আত্মবিশ্বাসের। রূপের নয়, যে আলো মনের মধ্যে জ্বলে, সেই আলোতেই আলোকিত হোক নারীজীবন।

সোমবার াবকেল ৫ঢা অবাধ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ বি পজিটিভ ও পজিটিভ এবি পজিটিভ

এ নেগেটিভ

বি নেগেটিভ

ও নেগেটিভ

■ ফালাকাটা

এ পজিটিভ

বি পজিটিভ

ও পজিটিভ

এবি পজিটিভ

এ নেগেটিভ

বি নেগেটিভ

ও নেগেটিভ

হাসপাতাল

এ পজিটিভ

বি পজিটিভ

ও পজিটিভ

এবি পজিটিভ

এ নেগেটিভ

এবি নেগেটিভ - ১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল

এবি নেগেটিভ - ০

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

## ফালাকাটার মঙ্গলকামনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ অক্টোবর : সোমবার রাতে যখন অন্যরা কালীপজো নিয়ে ব্যস্ত, তখন উত্তর্বঙ্গ হিজডা উন্নয়ন সংগঠনের থেকে আয়োজন করা হল মহামঙ্গলপুজোর। এদিন রাতে ফালাকাটা পুরসভার কলেজপাড়া হরেকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়। ফালাকাটাবাসীর মঙ্গলকামনায় এই মহামঙ্গলপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল বলে

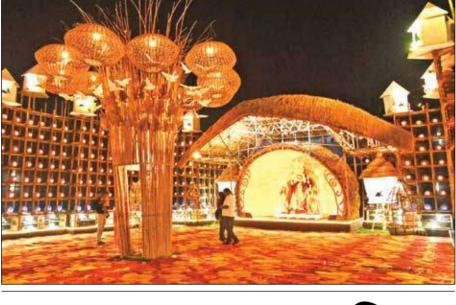
রীতিনীতি মেনে স্থানীয় মহাকালবাড়ি মুজনাই নদী থেকে জল ভরে নিয়ে যাওয়া হয়। পজো প্রাঙ্গণ থেকে দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও মঙ্গলবার দুপুরে পেটপুরে প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে। ফালাকাটা কিন্নর সমাজের গুরুমা রিয়া সরকার বলেন, 'সারাবছর আমরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্যন করি। তার একটি বড় অংশ সামাজিক কাজে লাগাই। পাশাপাশি ফালাকাটার মানুষের মঙ্গলকামনায় আমরা মহামঙ্গলপজোর আয়োজনও করি। এবার মহাসমারোহে এই পজোর আয়োজন করা হয়েছে। হিজডা উন্নয়ন

ফালাকাটার কলেজপাডায় বেশ কয়েকজন বৃহন্নলা বাস করেন। তাঁরা আগে শহরের গোপনগর এলাকায় জানিয়েছেন বৃহন্নলারা। এদিন পুজো শুরুর আগে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু কয়েক বছর হল তাঁরা শহরের কলেজপাডার একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। সেখান থেকেই ফালাকাটার দুঃস্থ মানুষের উন্নয়নে একাধিক কাজ করছেন তাঁরা। বিশেষ করে বাসিন্দাদের মঙ্গলকামনায় গত তিন বছর থেকে মহামঙ্গলদেবীর পুজোর আয়োজন করছেন। এবারও বড় করে তাঁরা পুজো করেছেন।সোমবার তাঁদের পুজোর আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত

উপস্থিত

সহ অন্যরা।

বনমুরগির উপর অধিষ্ঠিত মহামঙ্গলদেবী। সোমবার ফালাকাটায়।



## আরাধনার সঙ্গে মন্দিরে রাতভর শ্যামাসংগীত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর : রাতভর চলল কালীপুজো। সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজো চলাকালীন ভক্তদের জন্য আয়োজন করা হল শ্যামাসংগীতের। বেলুড় মঠের নিয়ম নির্দেশিকা মেনে রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৬৯তম কালীপুজো অনুষ্ঠিত হল সোমবার। রামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের নিত্য পুজোর পর সেখানে কালীপুজো শুরু হয়। প্রধান পুরোহিতের সহযোগী হিসেবে আশ্রমিকরা ছিলেন। এখানে পুজোর আয়োজন করা হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে। রাতভর পুজো চলার পর মঙ্গলবার ভোর থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। মাটির বিশেষ পাত্রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

এদিন সন্ধ্যা থেকেই আশ্রম চত্বরে ভিড় জমতে থাকে ভক্তদের। সবাই অবশ্য সারা রাত সেখানে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। থেকে পুজো দেখেননি। যে সব ভক্ত সন্ধ্যায় পুজো দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য লুচি ও ছোলার ডাল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কালী ঠাকুরের সামনে বিভিন্ন ধরনের



ফলমূল, দই, মিষ্টি, খিচুড়ি, পায়েস

রাতভর শ্যামাসংগীত পরিবেশনের সময় তাতে পালা করে অংশ নেন ভক্তরাও। রামকষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক কমলেশচন্দ্র সেন বলেন, 'বেলুড় মঠের নিয়ম মেনেই সন্ধ্যাবেলা ভক্তদের জন্য লুচি ও ছোলার ডালের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। অন্যদিকে, পূর্ব নেতাজি রোড

এলাকার আদ্যামা মন্দিরে অবশ্য মধ্যরাতেই পূজো শেষ হয়ে গিয়েছে। সেখানে এবার ১৯তম শ্যামাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। আদ্যাপীঠের নিয়ম নির্দেশিকা মেনে সেখানে ঘটপুজো হয়ে থাকে। আদ্যামা, রামকৃষ্ণ ও রাধাগোবিন্দের পজোর পর শ্যামাপুজোর রীতি রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন নোনাই নদীর জল ঘটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পুজোতে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়েছিল। দুজন পুরোহিত পুজো করেছেন। পুজো শৈষে রাতে ও সকালে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। নাটমন্দিরে দুগাপুজোর পর শ্যামাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজোর পরেই ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। আদ্যামা মন্দিরের সন্যাসী ব্রহ্মচারী শুভানন্দ পুরী বলেন, 'আদ্যাপীঠের রীতি মেনেই শ্যামাপুজো হয়েছে।' অনেক ভক্তকে পুজো চলাকালীন মন্দির প্রাঙ্গণে

প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে।





আলিপুরদুয়ারে টিকিট চেকিং স্টাফদের পুজোর মণ্ডপ। ফালাকাটা ট্রাফিক মোঁড়ের দশ মাথা কালী। আলিপুরদুয়ার থানায় পুজো চলছে।

উপোস থেঁকে ডিউটি করলেন। সন্ধ্যার পর অঞ্জলিও দিলেন আলিপরদয়ার থানার আইসি অনিবৰ্ণি ভট্টাচাৰ্য সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। কালীপুজোর দিন সকাল থেকেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল থানা চত্বরে। আর পুজোয় যা যা উপকরণ লাগবে, সেসব সংগ্রহের কাজ তো কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। থানা চত্বরে কালী প্রতিমা চলে এসেছিল রবিবারেই। যেসব সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশকর্মীদের এদিন করতে হয়েছে। সকলের সঙ্গে

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোবর: অফ ডিউটি ছিল, তাঁরা সোমবার সকাল থেকেই পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব সামলাতে নেমে পড়েন। সেইসঙ্গে ডিউটির ফাঁকে ফাঁকেই ফলমূল, সবজি কাটা সহ অন্যান্য কাজে হাত লাগান পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। ভক্তদের মধ্যে বিলি করার জন্য চলতে থাকে খিচুড়ি রান্নাও। আয়োজনের সুবিধার জন্য সকলের মধ্যে ডিউটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিবাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'থানার পুজো। তাই উপোস থেকেই ডিউটি

অঞ্জলিও দিয়েছি।'

তবে পুলিশকর্মীরাই বলছেন, দুগপিজার তুলনায় কালীপুজোতে ব্যস্ততা কম থাকে। তাই কাজের ফাঁকেও পুজোর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। পজোর পাশাপাশি এদিন শহরের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রেখেছিল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। উইনার্স টিম ও সাদা পোশাকের পুলিশ ছাড়াও শহরের রাস্তায় রাস্তায় পেট্রলিং ভ্যানের টহলদারি ছিল। পুজো তাড়াতাড়ি শেষ কবে প্রসাদ বিতর্ণ করা হয়। অঞ্জলি দেওয়া ও প্রসাদ খাওয়ার পর তাঁরা আবার ডিউটিতে যোগ দেন।



সূর্যমুখী রোবট-ট্রে

জন্য বিখ্যাত, সেখানে এখন

সূর্যমুখী রোবট-ট্রে ব্যবহার করা

হচ্ছে, যা সূর্যের গতিপথ অনুসরণ

করে ঘোরে। এই সিস্টেম নিশ্চিত

করে যে টিউলিপ এবং অন্য ফুল

সারাদিন ধরে সবাধিক সূর্যালোক

পায়, যা তাদের বৃদ্ধির দক্ষতা

বাড়ায় এবং শক্তি সাশ্রয় করে।

চিরাচরিত চাষের পদ্ধতির মতো

স্থির না থেকে, এই ট্রেগুলি

প্রকৃতির অনুকরণ করে। এই

প্রযুক্তি নির্ভুল সেচ ব্যবস্থার

মাধ্যমে জলের ব্যবহার প্রায়

৬০ শতাংশ কমিয়ে দেয় এবং

কৃত্রিম আলোর খরচও কমায়।

এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত

সেন্সর ব্যবহার করে মাটির পুষ্টি,

ট্র্যাক করা হয়। এই পদ্ধতি ফল,

সবজি এমনকি শহরের ছাদের

কৃষিকাজ- সবক্ষেত্রেই ব্যবহার

করা যেতে পারে। প্রযুক্তি আর

ঐতিহ্যের এই মিশেল বিশ্বজুড়ে

খাদ্য সুরক্ষাকে শক্তিশালী করতে

গরম বালি,

ঠাভা তাপ

ফিনল্যান্ডে পৃথিবীর প্রথম বৃহৎ আকারের বালির ব্যাটারি চালু

হয়েছে। এই উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চয়

ব্যবস্থাটি গরম বালি ব্যবহার করে

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে একটি গোটা

পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য

এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত সৌর

বা বায়ুশক্তি ব্যবহার করে

হাজার হাজার টন বালিকে

৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও

বেশি তাপমাত্রায় গরম করে।

বালি তাপ ধরে রাখার জন্য

শক্তিকে ধরে রাখতে পারে।

প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চিত তাপ

ঘর, স্কুল এবং শিল্প কারখানায়

উষ্ণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার

করা হয়। বালি খুব সস্তা, প্রচুর

ফিনল্যান্ডের এই প্রকল্প প্রমাণ

অভিনব উপায়ে কাজে লাগানো

করে, প্রাকৃতিক সম্পদকে

পরিমাণে পাওয়া যায় ও টেকসই।

দুর্দান্ত-এটি মাসখানেক ধরে সেই

শহরে তাপ সরবরাহ করতে

গাছের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির চক্র

### অন্ধকারেও দেখুন



টোকিও ইউনিভার্সিটি এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে গ্রাফিন-ভিত্তিক কনট্যাক্ট লেন্স যা প্রকৃত নাইট ভিশন বা রাতে দেখার ক্ষমতা দেবে। এই লেসগুলিতে গ্রাফিনের মতো এক-পরমাণু পুরু কার্বন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। সবথেকে অবাক করার বিষয় হল, এই লেসগুলি শরীর থেকে নির্গত তাপ এবং চোখের পলক ফেলায় শক্তি জোগায়-কোনও ব্যাটারি বা বাইরের ডিভাইসের প্রয়োজন নেই। এই প্রযুক্তি মানুষ কীভাবে অন্ধকারে দেখবে তা পুরোপুরি পালটে দেবে। এটি ইনফ্রারেড আলো শনাক্ত করতে পারে এবং দশ্যমান ছবিতে রূপান্তরিত করে। ফলে অন্ধকারকেও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। এই লেসগুলি সামরিক বা জরুরি কাজের বাইরেও সাধারণ মানুষের জন্যেও উপকারী হতে পারে। গ্রাফিন জৈব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় লেন্সগুলি ব্যবহার করা নিরাপদ।



### হাতির অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি

হাতিদের ইন্দ্রিয় শক্তি যে সাধারণের চেয়ে অনেকটাই বেশি, তা আমরা জানি। কিন্ত তাদের ঘ্রাণশক্তিও দারুণ শক্তিশালী! বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, হাতিরা নাকি ১২ মাইল দূর থেকেও জলের উৎস খুঁজে নিতে পারে! জলবায়ু পরিবর্তন বা খরার কারণে বিশাল, শুষ্ক এলাকাতেও তারা জীবনদায়ী জলের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু এত নিখঁতভাবে এই কাজ তারা করে কী করে? বিষয়টা শুধুমাত্র ঘ্রাণশক্তির জোরে হয় না, এর পেছনে রয়েছে প্রকৃতির এক দারুণ কৌশল। শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলেও বেঁচে থাকার জন্য হাতিরা নিজেদেরকে বিবর্তিত করেছে। তাদের এই অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি কেবল নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করে না, বরং সেই জলের উপর নির্ভরশীল অন্য প্রজাতির জীবনও বাঁচায়। প্রকৃতি যে কত জটিল ভারসাম্য রক্ষা করে, তা সত্যিই আমাদের

## কল্পনাব অতীত।

যায়।

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কালীপুজোর দিন প্রচুর মানুষ এসেছেন। মঙ্গলবার থেকে ফালাকাটার সব কয়টি বিগ বাজেটের কালীপুজোর থিম প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড উপচে পড়বে বলেই উদ্যোক্তারা আশারাদী। গ্রামীণ এলাকাগুলোতেও পুজোর হিড়িক দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১

ব্লকের পাটকাপাড়ায় বড় কালীবাড়ি, চিলাপাতা কালী মন্দিরে ভিড় দেখা যায়। বারবিশা বিবেকানন্দ ক্লাবের বিশালাকার কালীমূর্তি দেখতে সোমবার বিকেল থেকেই পুজোমগুপে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্ক করা গিয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, রীতিরেওয়াজ মেনে প্রত্যেক বছর কয়েক ইঞ্চি করে প্রতিমার উচ্চতা বাড়ানো হয়। এবারে শ্যামাপুজোর ৫৬তম বর্ষে ৩৪ ফুটের কালী প্রতিমা সবার নজর কেড়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারবিশা হাইস্কুলের মাঠে শুরু হবে ১৩ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী মেলা।

মাদারিহাট আচমকা ক্লাব ও থানাপাড়া উদয় সংঘের কালীপুজোর উদ্বোধনে ছিল একাধিক চমক। রবিবার রাতে সেই ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধনে এসেছিলেন ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মন। আর সোমবার উদয় সংঘের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন বিখ্যাত সংগীতশিল্পী কেশব দে।

### একাদশের ছাত্রকেও হেনস্তার অভিযোগ

## দার জন্য চালককে মার

ময়নাগুড়ি, ২০ অক্টোবর চাঁদার জুলুমের আতঙ্ক ফিরল কালীপুজোয়। এক গাড়ির চালক সহ একাদশ শ্রেণির এক পড়য়াকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ কলতাপাড়া যুব সংঘ পুজো কমিটির বিরুদ্ধে। দুপুরে যাত্রীবাহী ম্যাজিক গাড়ির চালক দীপককমার রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ওই স্কুল ছাত্রকে টানাহ্যাঁচড়ার পর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই অভিযোগ শুনে দু'পক্ষকে নিয়ে মিটমাট করা হবে বলে জানিয়েছে প্রজো কমিটি।

দীপককমার রায় বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের<sup>ু</sup> পুঁটিমারির বাসিন্দা। তিনি নিজের ম্যাজিক গাড়ি চালান। এদিন দুপুরে শহর থেকে যাত্রী নিয়ে জোডপাকড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। দুপুর একটা নাগাদ কলতাপাড়ায় যুব



অভিযোগপত্র হাতে থানায়।

সংঘ কালীপুজো কমিটির সদস্যরা রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা দাবি করে বলে অভিযোগ। দীপকের কথায়, আসার পথে চাঁদা দেবেন বলে কমিটির সদস্যদের জানান। এরপর কমিটির সদস্যরা চালককে সিট থেকে টেনেইিচড়ে নামিয়ে ব্যাপক মার্ধর করে বলে

অভিযোগ

 শহর থেকে যাত্রী নিয়ে জোড়পাকড়ি যাচ্ছিলেন

 দুপুর একটা নাগাদ কল্তাপাড়ায় যুব্ সংঘ কালীপুজো কমিটির সদস্যরা রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা দাবি করে

🛮 চালককে মারধর করা হয়

■ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন চালক

অভিযোগ। ময়নাগুড়ি হাইস্কলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র নবনীত ঈশোর সেই গাড়িতে রাজারহাটে ফিরছিল। গাড়ির সিটে বসেই মোবাইল ফোন দেখছিল। ভিডিও রেকর্ডিং করছে অনুমান করে পুজো কমিটির সদস্যরা ছাত্রটিকেও গাড়ি থেকে টেনহিঁচড়ে রাস্তায় নামায়। মোবাইল ফোন কেড়ে

নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ গাড়ির মালিক দীপক বলেন

মারধর শেষে আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় ওরা। পরে ময়নাগুড়ি থানায় পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি। মাথায় এখনও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে একাদশ সেই আক্রান্ত ছাত্রর বাবা বিমল ঈশোর বলেন, গণ্ডগোলের সময় ছেলেটা গাড়িতে বসে মোবাইল ফোন দেখছিল। পুজো কমিটির সদস্যরা ওকেও গাড়ি থেকে নামিয়ে টানাহ্যাঁচডা করে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এই অভিযোগ শুনে পুজো কমিটির সভাপতি গজেন রায় বলেন, বিষয়টি শুনেছি। সেই সময় আমি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে দু'পক্ষকে বসিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তাঁর সংযোজন, ছেলেরা কাজটি ভালো করেনি। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশকে জানিয়েছেন, বিয়ের এক মাস পর দার্জিলিংয়ে মধুচন্দ্রিমায় নিয়ে গিয়ে এমন কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে স্বামীর ও তার বন্ধুর বাড়িতে। ওই বধূর বক্তব্য, দার্জিলিংয়ে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর পাশে শুয়ে রয়েছে স্বামীর বন্ধু। কীভাবে স্বামীর বন্ধু তাঁর পাশে এল, তা তিনি টের না পেলেও, মনে পড়ে

যায় রাতের খাবারের পর তাঁর আচ্ছন্ন

মাদারিহাট, ২০ অক্টোবর

সোমবার মাদারিহাটের একটি

এসেছিলেন মাদারিহাটের বিধায়ক

জয়প্রকাশ টোপ্পো। উদ্বোধন মঞ্চ থেকে

তিনি ঘোষণা করেন, উপনিবাচনের

আগে মাদারিহাটবাসীকে দেওয়া

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির

প্রতিশ্রুতি শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির

জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ। জায়গাও

জানান

কালীপুজোর উদ্বোধন

হয়ে পডার ঘটনা।

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২০ অক্টোবর : মধুচন্দ্রিমায়

বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর

অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শুধু

তাই নয়, পুত্রবধূর ধর্ষিতা হওয়ার

ক্ষেত্রে যোগ রয়েছে **শাশু**ড়িরও।

তোলপাড দক্ষিণ দিনাজপরের তপন।

বিয়ের মাত্র চার মাস পর স্বামী এবং

শাশুড়ির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ

তুলে তপন থানায় লিখিত অভিযোগ

দীয়ের করেছেন এক গৃহবধু।

অভিযোগে নাম রয়েছে স্বামীর ঘনিষ্ঠ

বন্ধুরও। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা

রুজ্ব করে অভিযুক্তদের খোঁজে

তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তপন

থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে

লেপচা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে

তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের

খোঁজ চলছে। আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা

তপন ব্লকের ধর্ষিতা তরুণী

নেওয়া হবে।'

অভিযোগে

চাঞ্চল্যকর

মধচন্দ্রিমা থেকে ফেরার পরও নির্যাতন থামেনি। স্বামী ও তার বন্ধু মিলে একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করে এমনকি ওই গৃহবধুর শৃশুরবাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি স্বামীর বন্ধুর বাড়িতেও নিযাতন চলে। গৃহবধূ অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার

### যা ঘটেছে

 মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিং পাহাড়ৈ গিয়ে বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ

■ বাড়ি ফিরেও বন্ধু সহ স্ত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণ করার অভিযোগ স্বামীর

 পুত্রবধৃকে রক্ষার পরিবর্তে দুধের সঙ্গে নেশার ওষুধ মিশিয়ে দিতেন শাশুড়ি

আগে শাশুড়ি তাঁকে দুধ দিতেন। সম্প্রতি তরুণী বাবার বাড়িতে ফিরে এসে রবিবার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই অবশ্য ওই বধূর স্বামী, তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা গা-ঢাকা দিয়েছে। সোমবার অভিযোগকারী বধূর মেডিকেল পরীক্ষা করেছে পুলিশ।

আলোচনা হয়ে গিয়েছে।' প্রশ্ন কর

হয়, বিধানসভা নিবার্চনের আগেই

কি এই কাজ শুরু হবে? তিনি আশ্বাস

দিয়ে বলেন, 'আশা করছি, তার

মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ

টোপ্পো প্রচারে এসে কলেজ তৈরির

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি

পূরণ না করতে পারলে ২০২৬-এর

বিধানসভা নিবাচনে না দাঁড়ানোর

কথাও বলেন। ২০২৬ সালের

উপনিবাচনের আগে তৃণমূলের

আগেই শুরু হয়ে যাবে।'

## সেসব তৃণমূল দখল করে নেবে। এসি ঘরে গিয়ে<sup>°</sup>আর বসা হবে না।

মায়ের স্নেহ...

সন্তানকে কোলে নিয়ে রোজগারের আশায় মহিলা। সোমবার জম্মতে।-পিটিআই

### কালীপুজোর সন্ধ্যায় আগুন

আলিপুরদুয়ার, ২০ অক্টোব্র কালীপুজোর সন্ধ্যায় দর্ঘটনা। এদিন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার গ্রামে একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে. আতশবাজি জালানোর সময় আগুন ছিটকে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, একই সন্ধ্যায় চিকলিগুড়িতেও একটি বাড়িতে আগুন লাগে। অবশ্য দুই ঘটনাতেই কেউ আহত হননি।

প্রথম পাতার পর

বাতভব নৌসেনা আধিকাবিক ও নাবিকদের সঙ্গে সময় কাটান।

সোমবার সকালে যোগব্যায়াম চচায় অংশ নেন এবং মিগ-২৯কে যুদ্ধবিমানের টেকঅফ ও ল্যান্ডিং প্রদর্শনী দেখেন ছোট রানওয়েতে দাঁড়িয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌসেনারা পরিবৈশন করেন নিজেদের লেখা ও সুরে দেশাত্মবোধক গান 'কসম সিঁদুর কি। অপারেশন সিঁদরের সাফল্যকে মহিমামণ্ডিত করে লেখা গানটির কথায় উঠে আসে পহলগামে জঙ্গি হামলার পালটা ভারতীয় সেনার অভিযানের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের কাহিনী।

গান শুনে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী পরে এক্স-এ লেখেন, 'আইএনএস বিক্রান্তে গত রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আমি চিরকাল মনে রাখব। আমাদের নৌসেনা সত্যিই সুজনশীল ও বহুমুখী প্রতিভাধর। তাদের লেখা দেশাত্মবোধক গানটি আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছে।'

আলিপুরদুয়ারের পরিচিত ফুল ব্যবসায়ী রিক ঘোষ বললেন, 'এবার চাহিদা এমন হবে ভাবিনি। রানাঘাট থেকে জবা ফল নিয়ে এসেছিলাম আগেভাগেই। কিন্তু সকাল থেকেই এমন ভিড় যে দুপুর বারোটার মধ্যেই সব জবা ফুলের মালা শেষ! অনেক ক্রেতাকেই ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।' আরেক ফুল ব্যবসায়ী হীরক

ঘোষের তখন মখচোখ ঘামে ভিজে গেলেও মন খুশি। হাসিমুখে বললেন, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, কলকাতা- সব জায়গা থেকে ফুল এনেছি। সকাল থেকে একটানা মালা মাজ প্রায় ২৫ হাজার জবা ফল দিয়ে তৈরি মালা নিয়েছেন, আবার কেউ ১০৮টা ফুলের মালা নিয়েছেন।' এদিন বিশেষ করে ১০৮টি জবা ফুল আর বেলপাতা দিয়ে তৈরি মালার ব্যাপক চাহিদা ছিল।

অনেক ক্লাবই তো দুর্গাপুজোর পর থেকেই ফলের ব্যবসায়ীদের কালীপুজোর জন্য ফুলের কথা রেখেছিলেন। বাদলনগর পূজো কমিটির সদস্য অভিজিৎ মোদক বলেন, 'আমরা প্রতিবছর কালীপুজোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ফুলের চাহিদা কতখানি।

ফল কিনি। এবছর দাম বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু মা কালীকে সাজাতে কার্পণ্য করা যায় না। এদিন ফুলের দোকানে যা ভিড় ছিল তাতে আগেভাগে বায়না না দিলে হয়তো ফুলই পাওয়া যেত না।' একই সুরে বীরপাড়ার পুজো কমিটির সদস্য দীপক সাহা বলেন, 'জবা ফুল ছাড়া কালীপুজো যেন কল্পনাই করা যায় না। তাই এই ফুলের চাহিদা বেশি থাকবেই, সেটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তাই ফুলের টানাটানিতে আমাদের কোনও সমস্যায় পড়তে

হয়নি।' ক্লাবের জবা ফুল বিক্রি হয়েছে। কেউ ৫১টা নয়, ঘরের পুজোর জন্যও ফুলের প্রয়োজন রয়েছে। এদিন ফুল কিনতে এসেছিলেন শহরের গৃহবধূ মধুমিতা দে। হাতে গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে হেসে বললেন, 'মা কালীকে সাজাব। দাম একটু বেশি, কিন্তু পূজোর আনন্দের সামনে টাকার হিসেব চলে না।' পাশে দাঁডিয়ে তরুণ সব্রত দাস যোগ করলেন, 'আমি সকালেই এসেছিলাম, তখনও দোকানভর্তি ফুল ছিল। এখন দেখি অনেকটাই শেষ। বঝতে পারছি, এবার কালীপুজোয়



পুজো উপলক্ষ্যে জবা ফুলের মালা গাঁথছেন এক বিক্রেতা। আলিপুরদুয়ারে।

### রিপোর্ট তলব

প্রথম পাতার পর

ভার্চুয়াল বৈঠক করার লোকও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজেপির নিব্যচন অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন অবশ্য কড়া ভূমিকাই নিয়েছে। যে ৪ হাজার বিএলও'র বিরুদ্ধে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জেলা শাসকদের কাছে, তাঁরা মূলত পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা ও মূর্শিদাবাদ জেলার। সীমান্তবর্তী এলাকায় গত কয়েক বছরে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হার স্বাভাবিকের থেকে বেশি হওয়াতেও প্রশ্ন উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বছরে ২০ থেকে ২২ হাজার নতুন ভোটারের নাম যোগ হওয়ার গড় রেকর্ড ছিল। সেখানে গত এক বছরে ৫৫ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। আবার কয়েকটি জেলায় মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে বলে ভোটার তালিকায় ম্যাপিং ও ম্যাচিং করার সময় ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত বিএলও'রা ওই 'ভুয়ো' ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেননি বলে অভিযোগ নিবাচন কমিশন সূত্রে খবর, জেলা শাসকদের রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে দুজন ইআরওকে শোকজ ও সাসপেন্ড করেছিল কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই দুই ইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়নি। তা নিয়ে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে মুখ্য হিমিশ্বাব জ্ঞানেশ ক কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে মুখ্যসচিবের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তলেছে বিজেপি। এখনও রাজ্যে ভোট ঘোষণা না হওয়ায় প্রশাসনিক স্তবে রদবদল বা অন্য কোনও পদক্ষেপ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু নির্বাচনের আগে পুলিশ ও প্রশাসনে কমিশন যে

### াবদ্যুৎ-বঞ্চিত

রদবদল করবেই, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

প্রথম পাতার পর

এরপর সেগুলো বিকল হয়ে যাওয়ায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সেখানে সৌরবাতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ৭ বছর থেকে ওই দুই পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকলৈও এখনও সেটা সফল হয়নি। তরিবাড়ির এক বাসিন্দা ডেভিড <u> ডুকপা বলেন, 'কবে যে আমাদের</u> জীবনের অন্ধকার দূর হবে জানি না। প্রত্যন্ত এলাকায় থাকায় এমনিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে। বিদ্যুৎ না পৌঁছানোয় আমরা যেন আরও পিছিয়ে যাচ্ছ।

### দেখা হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্ৰই বিধানসভার নিবার্চন আসতে আর কলেজ কয়েক মাস বাকি। মাদারিহাটবাসীও পেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় কি না, সেইদিকে যাবেন। তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারে আধিকারিকদের সঙ্গে আমার সমস্ত তাকিয়ে রয়েছেন। কৌতুকাভিনেতা

বধায়কের আশ্বাস

করতে

মাদারিহাটে

আসরানি প্রয়াত মুম্বই, ২০ **অক্টোবর** : পর্দায় জেভিয়ার্স স্কুলে। পরে রাজস্থান তাঁব উপস্থিতি মানেই মন খাবাপ কলেজ থেকে স্নাতক। অভিনয়েব নিমেষে উধাও। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি প্রতি আগ্রহ থাকায় সুযোগ পেয়ে

ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে চিরকাল যান পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে দর্শকদের হাসতে বাধ্য করেছেন যে মানুষটা, এবার তাঁকে ঘিরে কান্নার রোল। দীপাবলিতে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বলিউডে। দীর্ঘদিন আসরানি ফুসফুসের

সমস্যায় ভুগছিলেন। বিগত চারদিন আগে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জহুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানান অভিনেতার ভাইপো অশোক আসরানি।

পাঁচ দশকের অভিনয় জীবন। রম্যরসে ভরপুর মানুষটা আট থেকে আশি যে কোনও বয়সের অভিনয় করে শোরগোল ফেলে সিদ্ধহস্ত হাসাতে ছিলেন। কৌতকাভিনেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা পেলেও যে কোনও রোলেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানয়ারি. রাজস্থানের জয়পুরে। পডাশোনা সেন্ট

স্নাতক স্তরে পডাশোনার সময় আসরানির পরিচয় হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনই ঠিক করে নেন অভিনয়কেই পেশা বছর।জনপ্রিয় অভিনেতার মৃত্যুতে হিসাবে বেছে নেবেন। ১৯৬৭ আলোর উৎসবেও শোকের আবহ সালে 'হরে কাচ কি চুড়িয়া' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ। সারাজীবনে অভিনয় করেছেন সাড়ে তিনশোর বেশি হিন্দি ছবিতে। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ ক'টি ছবি পরিচালনাও করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সালাম মেমসাহেব' (১৯৬৭), 'উড়ান' (১৯৯৭)। কাজ করেছেন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র জয়পুর বিভাগে।

রমেশ সিপ্পি 'শোলে' (১৯৮৪) ছবিতে 'ইংরেজ আমলেব' জেলাবেব ভূমিকায দেন আসরানি। অভিনয় করেছেন 'চুপকে চুপকে' (১৯৭৫), 'মেরে অপনে' (১৯৭১), 'অভিমান' (১৯৭৩), 'স্রগম 'হেরা (২০০০), 'ধমাল'(২০০৭)-এর জনপ্রিয় ছবিতে।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর বীরপাড়ার সুন্দর সুন্দর পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল সুভাষপল্লি বিবাদী ক্লাবের পুজো। এবছর এই ক্লাবের <sup>ু</sup>তৈরি হয়েছে কোনও পূজো কমিটির সম্পাদক অমর সরকার জানান, জলপাইগুড়ির

কারিগররা মণ্ডপটি তৈরি করেছেন। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন পুণ্ডিবাড়ির শিল্পীরা।ক্লাবের সম্পাদক টিংকু সরকার জানান, এবছর তাঁদের পজৌর বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। মূল প্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপে রাখা বেশ কয়েকটি মূর্তি তৈরি করেছেন মন্দিরের আদলে। কোচবিহারের মৃৎশিল্পীরা।

মণ্ডপের ভৈতরে কারুকার্যে রাজস্থানি স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে।



জয়পুরের রাজবাড়ির মন্দিরের আদলে বিবাদী ক্লাবের পূজোমণ্ডপ।

রাংতা কাগজ সহ অন্যান্য উপকরণ দিয়ে মণ্ডপটি সাজানো হয়েছে। মগুপের ওপরে দেখা যাবে শিবের মূর্তি। নীচে থাকবে কালী প্রতিমা। বিবাদী ক্লাবের সম্পাদক জানান, তাঁদের ক্লাবের পুজোর প্রতিমা পর্যন্ত মণ্ডপে থাকবে। শনিবার সাংস্কৃতিক এছাডা আয়োজন করা হবে।

> সুভাষপল্লির ইউনিটি ক্লাবের পুজোর আয়োজন অন্যান্য বছরের মতো এবছরও দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। এছাড়া কলেজপাডা দুর্গাবাড়ি ক্লাব দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোর আয়োজন করে। দেবীগড়ের সিম্ফনি ক্লাবের পুজোর উদ্যোক্তারা এদিন প্রতিমা নিয়ে আসেন। শহরবাসী বিমান পাল, সঞ্জীব সরকাররা জানান, পজোর দিন অনেকে নিজেদের ক্লাব বা পাড়ার পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাই সাধারণত পুজোর পরের দিন ভিড় হয়।

অনুষ্ঠানের

ভারতের আরেকটা কাহিনী শুনন। এটা একেবারে হালের। মধ্যপ্রদেশের কাঠনি জেলার ঘটনা। পাথর তোলার প্রতিবাদ করায় ৩৬ বেদম মারা হয়। সেখানেই বা শেষ কোথায়! ওই দলিতের গায়ে এরপর প্রস্রাব করা হয়। এর আগে শ্রমিক টিঙ্কু মাঝির গায়ে একইভাবে

মূত্রপানে বাধ্য করেন। আরও

আপনাদের। এর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। মধ্যপ্রদেশের সিধিতে এক দলিতেব গায়ে প্রস্রাব করার ছবি দেখে আঁতকে সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে উঠেছিলেন সকলে। অভিযুক্ত পরবেশ শুক্লার বাবা জানিয়েছিলেন, বছরের দলিত রাজকমার চৌধরীকে তাঁর ছেলে বিজেপি এমএলএ কেদার শুক্লার প্রতিনিধি। ফলে সেই ঘটনার যা গতি হওয়ার কথা, তাই হয়েছে।

আজও দেশের গ্রামাঞ্চলে বিহারের মজফফরপুরে দলিত দলিতদের মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। কত দল আসে যায়। ছবিটা প্রস্রাব করা হয়েছিল, থুতু ছেটানো এক তিল বদলায় না। ভোট এলে হয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি মজুরি দলিতদের জন্য অশ্রুপাত করেন করলে তাঁকে সামাজিক বয়কটের সেই গাঁয়ের নাম পিতোঞ্জিয়া। এখন দখলে। বাকি চামার, নাই, মুসহররা নেতারা। ভোট ফুরলে যে-কে-সেই। গত বছর মধ্যপ্রদেশে উচ্চবর্ণের পরিসংখ্যান বলে, দেশে প্রতিদিন দুজন এক দলিতকে আটকে রেখে তিনজন দলিত মহিলা ধর্ষিতা হন। অভিযুক্তদের সাজা হয় না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর

দলিতদের ৫৭,৭৮৯টি ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার চরম অপরাধ, ক'টা আর পুলিশের খাতায়

নাচে, আজও যার

লেখা হয়। মন্দিরে ঢোকা থেকে শুরু করে উঁচু জাতের লোকদের কুয়োয় জল আনতে যাওয়ার মতো 'মারাত্মক' অপরাধে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে দলিতদের। তাঁদের জন্য তৈরি করা আইন তোলা থাকে মুখে পড়তে হয়। পুলিশ তাঁদের

একটা ঘটনা মনে থাকতে পারে রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে ওপর অত্যাচার গোবলয়ে বেশি। মূলায়ম সিং থেকে শুরু করে।

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান- এই তালিকার একেবারে উপবেব দিকে। বহুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ছিলেন জাতিতে নাই, অথাৎ নাপিত।

ভাই রামস্বার্থ জানিয়েছিলেন, কয়েক বছর আগেও পারতেন না। রাজপুত বাবুসাবদের এই গ্রামকে লোকে চেনে কর্পুরী গ্রাম অভিযোগ লিখতে চায় না। লিখলেও বলে।

সমাজবাদী এই নেতার গ্রামে রেকর্ড বলছে, দলিতদের গেলে দেখতে পাবেন লালুপ্রসাদ,

লেখা এক গন্ডা ফলক। এখানে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় নানাবকম সমস্তিপুরে কর্পুরী ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিশ্রুতির প্রস্তর ফলকে। এখনও शिरां हिलाभ। विरादित प्र'वारतत সংतक्का প্रथम हालू कता मुখ्यमञ्जी কর্পরী ঠাকরের নামেই ভোট হয়, বক্ততায় ঘনঘন উচ্চারিত হয় এই দলিতের কথা। ব্যাস, ওইটুকুই।

পিতোঞ্জিয়ায় না আছে খেতে গাঁয়ের জমিদারের বাড়ির সামনে জলের পাম্প, না আছে ভালো তাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে যেতে স্কুল, না বেকারদের সরকারি কাজ। এ গ্রামের হাজার দেড়েক বিঘে ্বইয়ের পাতায়। কেউ প্রতিবাদ ছায়া মাডানোও ছিল তাঁদের পাপ। জমির প্রায় পরোটা রাজপতদের মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন বছরের প্রবছর।অমৃতকালের ঢক্কানিনাদকে করে. অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। যেমনটা এদেশে





অনবদ্য ইনিংস। লোয়ার অর্ডারের জন্য জয়ের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। কিন্তু সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা (৫০), ফিনিশারের দায়িত্বে থাকা রিচা ঘোষরা (৮) ম্যাচ শেষ করতে পারেননি। ২০ বলে জয়ের জন্য লাগত ২৭ রান। সেখান থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ রানে হেরে মহিলাদের চল্তি ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে ভারত।

পরিস্থিতি এমন, শেষ চারের টিকিট পাওয়ার জন্য রাউন্ড রবিন লিগে বাকি থাকা নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ ম্যাচ জিততেই হবে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত যদি হেরে যায় এবং বাংলাদেশকে হারায় তাহলে হরমনপ্রীতরা আশা করবেন, ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়া ইংল্যান্ড যেন শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু এই সমীকরণ না মিললে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে



আমাদের শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।

### স্মৃতি মান্ধানা

মান্ধানা সেমিফাইনালের অঙ্কে না ঢুকলেও রবিবার হবু শ্বশুরবাড়ির শহর ইন্দোরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হতাশ স্মৃতি বলেছেন, 'আমাদের শট নিবাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।'

ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৯ ওভারের মধ্যে দুই ইংরেজ স্পিনার সোফি এক্লেস্টোন ও লিনসে স্মিথ ছয়টি আউট করেন। স্মিথের বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে গিয়ে লং অফে ক্যাচ দিয়ে বসেন মান্ধানা। নিজের আউট প্রসঙ্গে স্মৃতি বলেছেন, 'আমি টাইমিংয়ে গোলমাল করেছি। হয়তো সেই সময় শটটার দরকার ছিল না। আমার আরও বেশি ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। গোটা ইনিংসে নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। হাওয়ায় শট খেলিনি। শুধু একবারই ভূল হয়ে গেল। হয়তো একটু আবেগপ্রবৰ্ণ হয়ে পড়েছিলাম। তবে আউট হওয়ার পরও মনে হয়েছিল, আমরা জিতব। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। এখানে আগে থেকে বেশিকিছু ভাবতে হয় করা উচিত ছিল।'

মিডল অর্ডার ব্যাটার জেমিমা রডরিগেজকে বসিয়ে অতিরিক্ত বোলার হিসেবে পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরকে রবিবার খেলিয়েছিল ভারত। এই প্রসঙ্গে মান্ধানা বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচে আমরা পাঁচ বোলারে খেলেছিলাম। কিন্তু ইন্দোরের মতো ফ্র্যাট উইকেটে ম্যানেজমেন্টের মনে হয়েছিল, একজন অতিরিক্ত বোলার দরকার। তাছাড়া আমাদের টপ অর্ডারে এমন কোনও ব্যাটার নেই যে কয়েক ওভার বল করতে পারে। সেই কারণেই ছয় বোলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জেমির (জেমিমা রডরিগেজ) মতো ব্যাটারকে বসানো কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু দলের ভারসাম্যের জন্য মাঝেমধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'





সতীর্থদের বিস্ময়কর ব্যাটিং দেখে হতভম্ব স্মৃতি

হারতে হয়েছে ভারতকে। সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের

সিরিজে পিছিয়েও পডেছে টিম ইন্ডিয়া। পারথের

প্রত্যাবর্তনের মঞ্চকে অতীত করে দিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন

সামনে তাকাতে চাইছে। সামনে তাকানোর লক্ষ্য আজ

পারথ থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে অ্যাডিলেডে।

যেখানে বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ।

সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট

কেন্দ্রে হিটম্যানের চেয়েও বেশি করে বিরাট। সৌজন্যে

অ্যাডিলেড ওভালে তিন ফরম্যাটে কোহলির পরিসংখ্যান।

চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান অবশ্যই সবই আগের।

বিরাটের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে গতকালের পর সমর্থকদের

মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিন

ম্যাচ প্র্যাকটিসে না থাকার প্রভাব পড়েছে কোহলির

ব্যাটিংয়ে। যার পরিণাম, ৮ বলে ০ রানের ইনিংস।

ইরফান পাঠানের মতো কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন,

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে

টেস্ট সিরিজের সময়ের মতো বেহাল দশা হতে চলেছে

বিরাটের। মিচেল স্টার্কের যে ডেলিভারিতে তিনি আউট

হয়েছেন, অতীতে সেইরকম ডেলিভারি বাউন্ডারির বাইরে

পাঠিয়ে দিতেন কোহলি। সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, দুর্দন্তি ফিট

মাঠে টেস্টে দশ ইনিংসে কোহলির মোট রান ৫২৭।

রয়েছে তিনটি শতরান। একদিনের ক্রিকেটে চার ইনিংসে

মোট রান ২৪৪। যার মধ্যে রয়েছে জোড়া শতরান।

অ্যাডিলেডের মাঠে কুড়ির ক্রিকেটে কোহলির শতরান

না থাকলেও তিন ম্যাচৈ মোট রান ২০৪। সর্বেচ্চি ৯০।

সাফল্যে মোড়া এমন মাঠে কি বৃহস্পতিবার নয়া বিরাটকে

দেখবে দুনিয়া? গতকাল ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক

সম্মেলনে হাজির হয়ে জোরে বোলার অর্শদীপ সিং

জানিয়েছিলেন, কোহলির রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা।

আগামীকাল অ্যাডিলেডের স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটে

অ্যাডিলেড বরাবরই বিরাটের 'পয়া' মাঠ। এই

থাকলেই কি ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়?

আরও স্পষ্ট করে বললে, অ্যাডিলেডে মূল আকর্ষণের

দুনিয়ায়। যার নেপথ্যে সেই 'রোকো' জটি।



একটি সংবাদ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তরের আসরে শচীন তেভুলকার ও ব্রায়ান লারা।

### দুসরার জন্য ১৮ মাস খেটেছিলেন মুরলী!

## নিজেদের যুগকেই সেরা ব লারা-শচীনের

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ডালাস ক্রিকেটের সোনালি সময়। অক্টোবর : সেরা যুগ।

নিজেদের সময়কে যে বিতর্কে সবার আগে রাখছেন ব্রায়ান লারা, শচীন তেভুলকার। দীর্ঘদিন পর এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি। একেবারে মুখোমুখি। বিশেষ যে অনুষ্ঠানে দুজনে ভাসলেন স্মৃতির সরণিতে। যার মাঝেই সেরা যুগ হিসেবে বেছে নিলেন নিজেদের সময়টাকেই।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের 'যুবরাজ' লারা বলেছেন, 'শচীন তেন্ডুলকার, মুথাইয়া মুরলীধরন, প্রয়াত শেন ওয়ার্ন-আমার বিশ্বাস, ক্রিকেটের সেরা দুই দশক। ক্রিকেট বিশ্ব যা কখনও দেখেন।' লারা সেরা যুগের কিংবদন্তি রথী-মহারথীদের তালিকা আরও দীর্ঘ করেন। জানান, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, কার্টলে অ্যামব্রোস, ওয়াসিম আক্রামের নাম বাদ দেওয়া মুশকিল তালিকা থেকে। ওদেরও রাখতে হবে।

'বন্ধু' ব্রায়ান লারার কথা শেষ হতে না হতে, ভুল ধরিয়ে দেন স্বয়ং শচীন। জানান, লারা নিজের নাম নিতে ভুলে গিয়েছে। লারা ছাড়া এই তালিকা অসম্পূর্ণ। তাঁদের সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যেও তুলনাও করতে দেখা গেল ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তিকে। লারার কথায়, তাঁদের মান্ধানা। হারের পর হতাশায় মাথা নীচু করে ফেলেন। সামার এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল

আমাদের সোনালি সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে। -ব্রায়ান লারা

ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি। ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকে কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তুর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।

–শচীন তেডুলকার

তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তুর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে ব্যাটারদের। বাউন্সার, ফুলটস, নাকি ইয়করি, বোলারদের হাত থেকৈ কী বল আসছে, তা বিচার করার সময় নেই। মূল কথা বল দ্যাখো, আর চালাও।

ব্যাটিং ভাবনায় পরিবর্তন এলেও শচীন জোর দিচ্ছেন ক্রিকেট বেসিকেই। বিশেষত ধৈর্যে। উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য ভাসিয়ে দিলেন সেই মূল্যবান পরামর্শও।ওডিআইয়ে সবাধিক রানের মালিক উদাহরণ হিসেবে টেনে আনলেন মুরলীধরনকে। জানান, দুসরা রপ্ত করতে ১৮ মাস সময় লেগেছিল শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির। সাফল্য পেতে সেই ধৈর্য দেখানো জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের যে অনুষ্ঠানে শচীন জানান, বর্তমান প্রজন্ম শর্টকাটে বিশ্বাসী। সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পেতে চায়। এটা ভুল।

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি অফস্পিনারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শচীন বলেছেন, 'ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি! ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকৈ কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।'

পাক-আফগান যুদ্ধ

### রশিদদের 'অকৃতজ্ঞ' বলছেন আফ্রিদি

লাহোর, ২০ অক্টোবর : পাকিস্তান-আফগা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রশিদ খানদের কার্যত 'অকৃতঞ্জ' আখ্যা দিলেন শাহিদ আফ্রিদি। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের দাবি, তাঁর দেশ বরাবর আফগানিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাশে থেকেছে। যদিও তা ভুলে গিয়ে পাক-বিরোধিতায় মত্ত বৰ্তমান আফগানিস্তান।

পাকিস্তানের বিমানহানায় তিন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুর পর ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম তুলে নেয় আফগানিস্তান। জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে তারা ক্রিকেট খেলায় রাজি নয়। পাকিস্তানের তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়েন রশিদ খানরাও। পালটা প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিদি এদিন ব্যাট ধরলেন নিজের দেশের হয়ে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আফ্রিদি বলেছেন, 'আফগানিস্তানের থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি।শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা- দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত।'

আফগানিস্তানের শীর্ষকতাদের প্রতি আবেদনে আফ্রিদি



আফগানিস্তানের থেকে এই রকম ব্যবহার আশা

করিনি। শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা—দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের

মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত। –শাহিদ আফ্রিদি

জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেদেশের জমি যাতে ব্যবহার না করা হয়, তা নিশ্চিত করা উচিত। অভিযোগ, 'সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা না বলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গিপনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে আফগানিস্তান। বরাবর আফগানদের আমরা স্বাগত জানিয়েছি। থাকার জায়গা, কর্মসংস্থা, ব্যবসার সুবিধা দিয়েছি। দুর্ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধে যারা জঙ্গি কার্যকলাপকে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছ তোমরা।'

অপরদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের নেতৃত্ব বদল হল। উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানকে সরিয়ে ওডিআই দলের অধিনায়ক হলেন পেসার শাহিন শা আফ্রিদি। রিজওয়ানের নেতৃত্ব হারানো নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। এই নিয়ে বৈঠকে বসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন স্বয়ং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে চিঠি লিখেছিলেন। শেষপর্যন্ত সোমবার রাতের দিকে পিসিবি-র তরফে নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিনের নাম জানানো হল।

### সামি বিতর্কে অভাব অ্যাডিলেড পৌঁছে গেল টিম ইভিয়া 'পয়া' মাঠে রানের

জাতীয় দলের জার্সি ছিলেন পারভেজ রস

### ক্রিকেট থেকে অবসর রসুলের

नग्नामिल्लि, ২০ অক্টোবর ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পারভেজ রসুল। আজ বেলার দিকে সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সব ফরম্যাটের ক্রিকেট থেকেই অবসর ঘোষণা করেন ৩৬ বছরের রসুল।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় ক্রিকেট মানচিত্রে মেলে ধরেছিলেন রসুল। টিম ইন্ডিয়ার হয়েও অতীতে একটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টি২০ খেলেছেন তিনি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালরুর মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। যদিও শেষ কয়েক বছর ধরে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ছিলেন না তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে দীর্ঘ না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি রীতিমতো সফল। ৯৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৯৫৭৮ রানের পাশে ৩৫২টি উইকেটও রয়েছে অলরাউন্ডার রসুলের। আজ ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেট থেকে প্রচুর সম্মানও পেয়েছি। অবশেষে<sup>\*</sup> অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম। আগামীদিনেও ক্রিকেটের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে চাই।' রসুল ঠিক কীভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে জডিয়ে থাকবেন, একমাত্র

অ্যাডিলেড, ২০ অক্টোবর : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির থেকে অনুশীলন রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ভারতীয় দলের ছিলেন নায়করাও। কিন্তু ২২৪ দিন পর আন্তজাতিক অনুশীলনে অপটাস স্টেডিয়ামের মতো অ্যাডিলেডেও ক্রিকেটে ফিরে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতে 'রোকো'-কে দেখার জন্য প্রচুর ক্রিকেটপ্রেমী হাজির হতে ব্যর্থ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। 'রোকো'-র ব্যর্থতার চলেছেন বলে খবর। যার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের তরফে প্রভাব পড়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরেও। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে স্টেডিয়াম চত্বরে নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মরণ-বাঁচনের। হারলে সিরিজ হাতছাড়া হবে। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারতীয় একাদশে কিছু



দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে শুভমান গিল (বাঁয়ে), অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ।

রদবদল হওয়ার সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। রিস্ট স্পিনার কলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে ফেরানো হতে পারে। হয়তো ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে তিনি প্রথম একাদশে আসবেন। নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর হর্ষিত রানাকে দলে রেখে দেওয়া নিয়েও কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রবল সমালোচনা চলছে। হর্ষিত আডিলেডে প্রথম একাদশে থাকলে সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হবে।

গতকালই অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোহিত। পার্থে জাতীয় দলের টুপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার সময় রোহিত বলেন, 'টুপি নম্বর ২৬০। নতুন ক্লাবে স্বাগত নীতীশকে। দারুণভাবে কেরিয়ার শুরু করেছ। মন দিয়ে খেলো বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যা ধরে রাখতে পারলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।'

সাফ কথা, এটা কী হচ্ছে। দল নিবর্চনের বিষয় চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা উচিত। প্রকাশ্যে এভাবে পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা শোভনীয় নয়। যাই ঘটুক, নিজেদের মধ্যে কথা

ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীনের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বোধহয় সবকিছু চলছে পরোক্ষ কথাবার্তায়। প্রশাসনিক পদার্ধিকারী হোক বা ক্রিকেটার-প্রত্যেকের উচিত যা বদলানো। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। প্রকাশ্যে এভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বদলে প্লেয়ার, ক্রিকেট পদাধিকারীদের উচিত সবাসবি কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া।

বলে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

অশ্বীনের দাবি, 'সামির দিকে তাকান।

### বোঝাপড়ার : অশ্বীন চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : মহম্মদ সামি- রনজি ম্যাচে সাফল্যের পর সাংবাদিক সম্মেলনে অজিত আগরকারের বাগযুদ্ধ নিয়ে তোপ মুখ খুলেছে। এর মধ্যে ভুলের কিছু দেখছি না। কিন্তু প্রশ্ন, কেন ওকে এই সব বলতে হচ্ছে? আমার ধারণা, দল নির্বাচন নিয়ে ওর সঙ্গে

পরিষ্কারভাবে কথা বলা হয়নি। যদি পরিষ্কার

ছবিটা ওকে দেওয়া হত, তাহলে সেইমতো

প্রতিক্রিয়া দিত সামি। তবে নেপথ্যে ঠিক কী

ওডিআইয়ে কুলদীপ যাদবকে বসিয়ে রাখার

কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অশ্বীন। প্রাক্তন

66

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম

হয়েছে, বোঝা কঠিন।'

দাগলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিবচিক কমিটির প্রধান আগরকার দাবি করেন, ফিটনেসের কারণেই মূলত সামিকে দলে রাখা হয়নি। সামি যদিও প্রকাশ্যেই যে দাবি উড়িয়ে দেন। পালটা প্রশ্ন, বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে ওডিআইয়ে দশ ওভার করতে কেন অসুবিধা হবে?

ভারতীয় দলের সিনিয়ার সদস্য ও নিবর্চিক কমিটির প্রধানের প্রকাশ্যে যে মৌখিক যুদ্ধে রীতিমতো অবাক অশ্বীন।প্রাক্তন অফস্পিনারের



রবিচন্দ্রন অশ্বীন

স্পিনারের মতে, বোলিংয়ের দিকে বাড়তি নজর দেওয়াও উচিত। দরকার কুলদীপকে প্রথম একাদশে খেলানো। গৌতম<sup>®</sup> গম্ভীরের উদ্দেশে অশ্বীন বলেছেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার নিয়ে ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।' অশ্বীন আরও বলেছেন, 'দুই স্পিন-অলরাউন্ডারের সঙ্গে নীতীশ কুমার রেড্ডি। ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর প্রয়াস। কিন্তু বাস্তব হল, এখানকার বড় মাঠে কুলদীপকে খেলালে লাভবান হবে দল। বড বাউন্ডারিতে বোলিংয়ে বাড়তি স্বাধীনতা পেত ও। বাউন্সও কার্যকর হত। তাই এখানেই যদি কুলদীপকে না খেলানো হয়. তাহলে কোথায় খেলবে ও? ব্যাটিং গভীরতা সবকিছু নয়। জিততে হলে সেরা বোলারকে খেলাতে হবে, বরাবরই একথা বলে এসেছি। আর কতজন অলরাউন্ডার দরকার? তিনজন তো রয়েইছে। তারপর নীতীশ। ফলে সেরা বোলার বাইরে! এটা ভুল।'

### আজ শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর উত্তরাখণ্ড ম্যাচ এখন অতীত। লড়াই করে ছয় পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা দল। সামনে গুজরাট ম্যাচ। শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাবে বাংলা বনাম গুজরাট যদ্ধ।

তার আগে কালীপুজো ও দীপাবলির দুই দিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে ইডেনে শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলা দলের অনুশীলন। কালকের অনুশীলনে মহম্মদ সামি থাকছেন না। উত্তরাখণ্ড ম্যাচের পরই তিনি নয়াদিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন। আকাশ দীপও থাকছেন না কালকের অনুশীলনে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জয়ের রাতেই আকাশ গাড়ি নিয়ে বিহারের সাসারামের বাড়িতে ফিরেছেন। সামি-আকাশদের ঠিক কবে অনুশীলনে পাওয়া যাবে, রাত পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া অধিনায়ক অভিমন্য ঈশ্বরণ ও আকাশের দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচে খেলার কথা। ৩০ অক্টোবর থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচের দল নির্বাচন হয়নি এখনও। ফলে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা নিশ্চিত নন আকাশদের গুজরাট ম্যাচে দলে পাওয়ার ব্যাপারে। বাংলা কোচের কথায়, 'ভারতীয় 'এ' দলে আকাশরা সুযোগ পেলে অবশ্যই খেলতে যাবে। তখন আমাদের বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে।' তার আগে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলনে দলের ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই আরও উন্নতি ও ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

রাওয়ালপিন্ডি, ২০ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও রান এল না বাবর আজমের ব্যাট থেকে। ১৬ রান করেই অফস্পিনার সাইমন হার্মারের (৭৫/২) শিকার হয়ে যান। তবে প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ২৫৯/৫ স্কোর নিয়ে অনেকটাই স্বস্তিতে পাকিস্তান। ৩৫ রানের মাথায় ইমাম-উল-হককে (১৭) হারানোর পর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শান মাসদ (৮৭) ও অপর ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক (৫৭)। এরপর সাউদ শাকিলও (অপরাজিত ৪২) রান পেয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়নি পাকিস্তানের। তবে কাগিসো রাবাদা শেষবেলায় মহম্মদ রিজওয়ানকে (১৯) ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

### নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : সাত মাস পর ভারতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন।

সময়ই তার জবাব দেবে।

ফেরাটা যদিও সুখের হয়নি। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দুজনেই ব্যর্থ দুই অঙ্কের স্কোরে পা রাখতে। রোহিতের সংগ্রহ ৮। খাতা খলতে পারেননি বিরাট। 'রোকো'-র যে ব্যর্থতার প্রতিফলন পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচে। আগাগোড়া

কী অপেক্ষা করছে? পারথের ব্যর্থতার পর দোলাচল থাকলেও সুনীল গাভাসকার আস্থা রাখছেন দুই উত্তরসূরির ওপর। বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে চেনা মেজাজে যাবে বিরাট-রোহিতকে। অবাক হবেন না, সিরিজের শেষ দুই

পারথের ব্যর্থতা নিয়ে গাভাসকার শ্রেয়স আইয়ারদেরও। বলেছেন, 'সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বাউন্সি উইকেটে খেলতে হয়েছে ওদের। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা কারও পক্ষে যে পিচে মানিয়ে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এমনকি এই পিচ পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিয়মিত অজি পিচের গতির সঙ্গে মানিয়ে

ঘুরে দাঁড়ানোর টিপসও দিয়ে বিরাট-রোহিতদের। অজি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নেটে বাড়তি সময় দিক দুইজনে। প্রয়োজন অনুশীলনে বেশি করে থ্রো-ডাউন নেওয়া।



উলেডেই স্বমেজাজে ফিরবে রোকো, বিশ্বাস স বদলে ২০ গজ দর থেকে করা পেস বলে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। পাশাপাশি গাভাসকারের বিশ্বাস, 'ভারত যথেষ্ট ভালো দল। বিরাট, রোহিতদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন চলে না। পরের দুই ম্যাচে ওরা বড় রান পেলে অবাক হব না। দুইজনের রানে ফেরা মানে, ভারতের স্কোর টার্চেট দাঁড়ায় ১৩১। প্রাক্তনের

পার্থে পর্ণ আধিপত্য দেখিযে জয়ী অজিরা। তবে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতির সমীকরণ একেবারেই হয়নি গাভাসকারের।

প্রচন্দ বৃষ্টিবিশ্বিত ম্যাচে ২৬ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ১৩৬/৯। যদিও বৃষ্টি নিয়মে তা কমে অজিদের নড্বড়ে টিম ইন্ডিয়া। প্রশ্ন ২৩ ম্যাচে দুইজনেই বড় স্কোর করলে। ক্রিকেটের মধ্যে থাকা শুভমান গিল, নিতে নেট সেশনে ২২ গজের *অ্যাডিলেডে পৌছে গেলেন রোহিত।* ৩০০ বা ৩০০ প্লাসে পৌছে যাবে।' মতে, ডিএলএসের জটিল পদ্ধতি

বেশিরভাগ মানুষেরই বোধগম্য নয়। অথচ, দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। গাভাসকারের দাবি, ডিএলএস নিয়মের চেয়ে ভালো ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যবহৃত ভিজেডি পদ্ধতি। ভিজেডি-তে দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। ডিএলএসে যা সবসময় হয় না।সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত, বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকে,

তা নিশ্চিত করা।

## সুপার কাপের আগে অশান্তি ইস্টবেঙ্গলে

### অস্কারের কাছে অপমানিত সন্দীপ ফিরলেন গোয়া থেকে

২০ অক্টোবর : সুপার কাপের আগে অশান্তি লাল-হলুদ শিবিরে। গোয়া পৌঁছেই অস্কার ব্রুজোঁর কাছে অপমানিত হয়ে হোটেল ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দী।

এই দিন কয়েক আগেও যখন সুপার জায়েন্ট তখন ইস্টবেঙ্গল সুখী পরিবার। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে এক হারেই সেই পরিবারে অশান্তির আগুন। সুপার কাপ খেলতে এদিনই গোয়া গিয়ে পৌঁছায় ইস্টবেঙ্গল। বিমানবন্দরে নামার পরই সন্দীপকে বিশ্রি ভাষায় অপমান করতে শুরু করেন অস্কার। ফুটবলারদের সামনেই এভাবে অপমান করায় প্রতিবাদ



বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অধিকার জন্মে যায়?

এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে? -সন্দীপ নন্দী

করেন সন্দীপ। এবং তিনি তখনই ফিরে আসতে চান। থংবোই সিংটো বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও থামেননি অস্কার। তিনি ক্রমাগত সন্দীপকে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের জন্য দায়ী করে চিৎকার করতে থাকেন। থংবোইয়ের পরামর্শ ছিল. সন্দীপের সঙ্গে হোটেলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার। কিন্তু যাওয়ার পথে বাসে সন্দীপের উদ্দেশ্যে যা-তা বলতে থাকেন অস্কার। সন্দীপ এরপর হোটেলে আর চেক-ইন করেননি। শেষমুহুর্তে আর সরাসরি কোনও উডান না পেয়ে গোয়া থেকে হায়দরাবাদ হয়ে ফিরে আসার টিকিট কেটে রাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছান।

গোয়া বিমানবন্দর থেকে উডানে

দলকে জিতিয়ে

আত্মতুষ্ট নন

ম্যাগুয়ের

পর অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিরুদ্ধে

জয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। আর

জেতালেন কে? রেড ডেভিলসের

করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। অথচ

সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকেই বারবার

তুলেছেন

'নায়ক' হয়েও আবেগে ভাসছেন

না ম্যাগুয়ের। তিনি বলেছেন,

'সাম্প্রতিক সময়ে লিভারপুল দুরন্ত

ফুটবল খেলছে। ওদের হারাতে পেরে

ভালো লাগছে। তবে আত্মতুষ্ট হলে চলবে না। সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ

ম্যাচ রয়েছে। আমাদের ছন্দ ধরে

রাখতে হবে। লিভারপুল ম্যাচে

জয় আমাদের পরের ম্যাচগুলিতে

লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয়ে উচ্ছসিত।

বলেছেন, 'লিভারপুলের বিরুদ্ধে

এই জয়টা আমার কাছে স্পেশাল।

আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে

তাদের মাঠে হারিয়েছি।ছেলেরা গোটা

ম্যাচেই ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলেছে।

পরে ম্যাগুয়েরের প্রশংসা করে

বলেছেন, 'হ্যারি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ

সদস্য। এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। ব্রাইটন

অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন ম্যাচের জন্য

ওকে তৈরি থাকতে হবে।'

কোচ রুবেন অ্যামোরিম অবশ্য

অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

শনিবার লিভারপুলের বিরুদ্ধে

হ্যারি ম্যাগুয়ের।

কাঠগডায়

সমালোচিত ফুটবলার

সমর্থকরা

লন্ডন, ২০ **অক্টোবর** : নয় বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, বসা অবস্থায় সন্দীপকে ফোনে ধরা হলে তাঁর গলায় ক্ষোভের আগুন 'বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অপমান করার অধিকার জন্মে যায়? এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে?' তিনি যোগ করেছেন, 'দেখুন শিল্ডে হারের পর কষ্ট হয়েছিল এবং আমি নিজে গিয়ে কোচকে সরি বলি। কারণ অশান্তিতে পুড়ছে মোহনবাগান আমিও বুঝেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। কিন্তু ও সেদিনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এদিন গোয়ায় পৌঁছে লাগেজের জন্য

ভল করিয়েছো।' স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই বিশ্রি ইঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষুৰ্ সন্দীপ তাঁকে পালটা বলেন যে, 'তুমি কি জানো যে গত ৩০ বছর ধরে ফুটবলই আমার পেশা? আমার ট্র্যাক রেকর্ড সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে তোমার? দেবজিৎ মজুমদার পেনাল্টি বাঁচানোর রেকর্ড ভালো বলেই এই পরামর্শ দিয়েছিলাম।' ওখান থেকেই এরপর সন্দীপ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁকে নিরস্ত করেন থংবোই।



সুপার কাপের আগে ইস্টবেঙ্গল থেকে দূরত্ব বাড়ালেন সন্দীপ নন্দী।

দাঁড়ানোর সময়ে আমি গুড মর্নিং বললে অস্কার আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো? উত্তরে বলি যে আমি মানসিকভাবে ভালো নেই কারণ হারটা মেনে নিতে পারছি না। আমার ভুলেই এমন হল। সঙ্গে সঙ্গে ও বলতে শুরু করে যে এসব বলে কোনও লাভ নেই। তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছো। তোমাকে কে বলেছিল আমাকে গোলকিপার বদল করানোর পরামর্শ দিতে? জানি তুমি অন্য কারোর প্ররোচনায়, কারও এবার জবাব চান সন্দীপ।

হোটেলে যাওয়ার সময়ে বাসে ফের তাঁকে ক্রমাগত অপমানজনক কথাবাতা বলতে থাকায় সন্দীপ আর চেক-ইন করেননি। নিজের পদত্যাগের কথা তিনি ক্লাব কর্তা এবং ইমামিতে ফুটবলের দায়িত্বে বিভাস আগরওয়ালকে জানিয়ে ফিরে আসেন। সন্দীপ শুধু বলেছেন, 'প্রথমদিন থেকেই কাজ করতে দিত না। ক্লাব আমাকে রিক্রুট করে। যা ওর অপছন্দ ছিল।' তাঁর সঙ্গে হওয়া অসম্মানজনক আচরণের

## এমবাপের গোলে

মাদ্রিদ, ২০ অক্টোবর: লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার ভারতীয় সময় রাতে গেটাফের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে রিয়াল। জয়সূচক গোলটি করে যান ফরাসি তারকা

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোলের জন্য রিয়ালকে অপেক্ষা করতে হয় ৮০ মিনিট পর্যন্ত। আরদা গুলারের পাস থেকে

গোলের পর উল্লাস কিলিয়ান এমবাপের।

ন এমবাপো এই নিয়ে লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল করে ফেললেন এই ফরাসি তারকা। সেইসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর এই প্রথম রিয়ালের কোনও ফুটবলার লা লিগায় মাত্র ৯ ম্যাচেই গোলসংখ্যা দুই অঙ্কে নিয়ে গিয়েছেন। বিধ্বংসী ফর্মে থাকা এমবাপে আপাতত ক্লাব ও দেশের জার্সিতে সব মিলিয়ে টানা ১১টি ম্যাচে গোল করেছেন।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচ জাভি অলপো বলেছেন. 'বেশ কঠিন ম্যাচ ছিল। কিন্তু ছেলেরা জানত, ম্যাচ জিততে গেলে কী করতে হবে। ওরা সেটা মাঠে করে দেখিয়েছে।' পরে এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন. 'এমবাপের পারফরমেন্সে

আমরা সবাই খুশি। ও গোল করে দলকে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করেছে। গোল অবশ্য পয়েন্ট এনে দেয়, কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে।

আপাতত ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে উঠে এসেছে রিয়াল



## থকদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি. কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ইরান খেলতে না যাওয়া নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

এমনিতেই চলতি মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি অজি বিশ্বকাপারকে। আইএফএ শিল্ডের গ্রুপপর্বে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অবশ্য গোল করেছিলেন তিনি। তাতেও সমর্থকদের ক্ষোভ মেটেনি। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেই সমর্থকদের দলের পাশে চাইছেন দিমি। তিনি বলেছেন, 'আমি সমর্থকদের বলব, সবসময় দলের পাশে থাকন ওরাই ম্যাচে দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে। ওদের জন্যই খেলতে নামি। আমাদের কাজ মোহনবাগান জার্সিতে নিজেদের সেরাটা দেওয়া।'

এদিকে, আইএফএ শিল্ড জয় ভূলে মঙ্গলবার থেকেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। সোমবার আইএফএ শিল্ড জেতার জন্য সবুজ-মেরুন শিবিরকে অভিনন্দন জানিয়ে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে মিষ্টি পাঠানো হয়েছে।

## গোয়ায় এলেন ना तानात्डा

২০ অক্টোবর : এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে এলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত কয়েকদিনের জল্পনার পর সোমবার সন্ধ্যায় আল নাসের জানিয়ে দেয়. তাঁর না আসার কথা। বেশি রাতে গোয়ায় পা রাখে আল নাসের দল।

বেশ কিছুদিন ধরেই সিআর সেভেনকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল গোয়ায়। এই ম্যাচের টিকিটের দাম সবাধিক ৮ হাজার পর্যন্ত রাখে এফসি গোয়া কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পর্যন্ত এই ম্যাচ এবং রোনাল্ডোর আসা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হতাশই হতে হল মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ ফুটবল সমর্থক, সকলকেই।সৌদি আরবের সংবাদপত্র আল রিয়াদিয়া আগেই রোনাল্ডোর ভারতে না আসার খবর দেয়। যদিও এফসি গোয়া কর্ণধার রবি পুষ্কর নিজেই জানান, তাঁরা বারবারই নিরাপতার কারণে আল নাসেরের কাছে জানতে চাইলেও তারা পরিষ্কার কোনও চিত্র এদিনের আগে পর্যন্ত রোনাল্ডো সম্পর্কে দেয়নি। ঘটনা হল, রোনাল্ডোর ক্লাব এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, গ্রুপ 'ডি'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নিরাপত্তার দিক মাথায় রেখেই আসছে। কোনও প্রীতি ম্যাচ নয়। আগাম জানার চেষ্টা করে গোয়া।



ভারতে না এলেও শরীরচর্চায় খামতি নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

ফলে কোচের নির্দেশেই অনেক রোনাল্ডো না এলেও সাদিও মানে সময় এই ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। সহ বাকি সব তারকা আসছেন কিন্তু রোনাল্ডোর মতো মহাতারকার

## ভরসা রাখছে

### মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : অন্য কোনও পথ নেই। তা বেশ বুঝে গিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

গত কয়েক মাস ইনভেস্টরের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন মহমেডান কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর সূত্র ধরে বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে আলোচনাও হয়। তবে যে দুটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি চুড়ান্ত হওয়ার পথে এগোচ্ছিল তা এখন অথই জলে।

এই পরিস্থিতিতে জটিলতা কাটাতে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল মহমেডান। ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দীপাবলির পরই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সাদা-কালো কর্তারাও আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাটবে মহমেডানে।

### জয় ইংল্যান্ডের

ক্রাইস্টচার্চ, ২০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে জয় পেল ইংল্যান্ড।

সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান ওপেনার জস বাটলার (৪)। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। ওপেনার ফিল সল্ট ৮৫ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৭৮ রান করেন। কিউয়িদের পক্ষে কাইল জেমিসন ২ উইকেট পান।

ব্যাটিং

জবাবে শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কিউয়িরা। ব্যাট হাতে ব্যর্থ ওপেনার টিম রবিনসন (৭), রাচিন রবীন্দ্র (৮)। উইকেটকিপার টিম সেইফার্ট (৩৯), অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (৩৬) ও মার্ক চ্যাপম্যান (২৮) ছাড়া সেভাবে কেউ ইংলিশ বোলিংয়ের মোকাবিলা করতে পারেননি। ১৮ ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। ফলে ৬৫ রানে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ইংল্যান্ড। তাদের পক্ষে আদিল রশিদ ৪ উইকেট নেন। মজার বিষয়, এই ম্যাচে দশজন কিউয়ি ব্যাটারই ক্যাচ আউট হয়েছেন। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে আপাতত ইংল্যান্ড ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

## মুখ্যমন্ত্রীর ওপরই ডেম্বেলে স্বস্তি নিয়ে নামছে সাঁ জা

অক্টোবর: দুরস্ত ছন্দে থেকেও গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে ব্যর্থ বার্সেলোনা।

চলতি মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হারতে হয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের

ছেলেদের। লিগাতেও

কিছটা হলেও চাপে রয়েছেন বার্সা কোচ। এই অবস্থায় মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কাটালান ক্লাবটি।

অপেক্ষাকৃত দূর্বল বিরুদ্ধে অলিম্পিয়াকোসের অনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য মিডিও গাভি। এই প্রসঙ্গে ফ্রিক বলেছেন, 'অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে গাভি অনিশ্চিত। এই পর্যায়ের ম্যাচ খেলার জায়গায় ও নেই।' তবে পেদ্রি, মার্কাস র্যাশফোর্ডদের ফর্ম ভরসা জোগাচ্ছে বার্সেলোনাকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ঘরের মাঠে জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেন মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি-র।



পারেন পিএসজি তারকা ওসমানে ডেম্বেলে। তবে চোটের জন্য দলে থাকবেন না ডিফেন্ডার মার্কুইনহোস। এমনিতেই চ্যাম্পিয়ন্স প্রথম দুইটি ম্যাচ জিতেছে পিএসজি। তার ওপর প্রতিপক্ষ লেভারকুসেন এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় জয়ের মুখ দেখেনি। ফলে ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে, ঘরের মাঠে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। প্রথম দুইটি ম্যাচ জয় পেয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। তার ওপর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে

### পেদ্রি ভরসা জোগাচ্ছেন বার্সাকে

টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী গানার্স। উলটোদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে। ফলে ঘরের মাঠে কাজটা মোটেও সহজ হবে না আর্তেতার ছেলেদের।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলবে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে। দুরন্ত ছন্দে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার দল সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ নয়টি ম্যাচে অপরাজিত। বিধ্বংসী ছন্দে রয়েছেন তাদের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ফলে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জেতার বিষয়ে



অনুশীলনের ফাঁকে খুনশুটিতে মজে ডেকলান রাইস, উইলিয়াম সালিবা, ভিক্টর গিয়োকেরেসরা।

### চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বার্সেলোনা বনাম অলিম্পিয়াকোস এফসি কাইরাত বনাম পাফোস এফসি

সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

আর্সেনাল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ভিয়ারিয়াল বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বেয়ার লেভারকসেন বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম বেনফিকা পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম নাপোলি

> ইউনিয়ন সেইন্ট গিল্লোইসে বনাম ইন্টার মিলান

এফসি কোপেনহেগেন বনাম বরুসিয়া ডট্মুভ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট সম্প্রচার: সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ট্রফি নিচ্ছে মিঠাপুর একাদশ। ছবি : অনুপ মণ্ডল

### চ্যাম্পিয়ন মিঠাপুর

বুনিয়াদপুর, ২০ অক্টোবর : জোড়দিঘি এসটিএফসি ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মিঠাপুকুর একাদশ। সোমবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে লওগা এফসি-কে হারিয়েছে। মহুগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে নিধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

### শুরু রাইজিংয়ের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর গোঁসাইপুরের মিলনি ক্লাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাইজিং স্টার্স স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পথচলা রবিবার শুরু হয়েছে। ক্যাম্পে কোচের দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক শিকদার। ৫ থেকে ১৩ বছরের ১৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছে।

### সরকারি আবাস না পেয়ে হতাশ প্রীতিকার বাবা

অনুধ্র্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দলের সদস্যা প্রীতিকা বর্মনকে সংবর্ধনা দিলেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত সহ অন্যরা। গত রবিবার রাতে কাজাখস্তান থেকে রায়গঞ্জে ফিরেছে প্রীতিকা। সোমবার সকালে রায়গঞ্জ ব্লকের নুরিপুর গ্রামে প্রীতিকার বাড়ি পৌঁছে যান মোহিত্বাবুরা। তার হাতে ফুলের তোরা,



প্রীতিকা বর্মনকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত। -দীপঙ্কর মিত্র

মিষ্টির প্যাকেট, স্মারক, শাল ও নগদ অর্থ তুলে দেন। বাঁশের বেড়া আর মরচে পড়া টিন ছাউনির একফালি ঘরের ভেতরে প্রীতিকার সাজানো স্মারক, পদক ও সার্টিফিকেট দেখে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত কেন প্রীতিকার সরকারি আবাস তৈরি করে দেননি বাসিন্দাদের কাছে জানতে চান মোহিত। তিনি অভিযোগ করেন, 'এই পরিবারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রীতিকা যে গোটা ভারতের সম্পদ গ্রাম পঞ্চায়েত জানে না।'

প্রীতিকার বাবা কাশীনাথ বর্মন ও মা পুতুলিকা বর্মন হতাশার সুরে বলেছেন, 'অনেক আবেদন নিবেদন করেছি, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। তাই ভাঙা ঘরেই পাঁচ ছেলেমেয়েকে নিয়ে কস্টের মধ্যে থাকতে হয়। প্রীতিকা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ঘর বানাবে।' যদিও মোহিত এই বিষয়ে মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান এবং পরিবারের পাশে থাকবেন বলে কথা দেন।



আমূল দুধ ভালোবাসে ইন্ডিয়া